(রদ্দে বরেলবীয়াত)

উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে রেযাখানী বেরেলীদের অপবাদ ও তার খণ্ডণ

(একটি ময়না তদন্তের রিপোর্ট)

(প্রথম খণ্ড)

শায়খ আবু ফারহান মুহাম্মাদী

উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে রেযাখানী বেরেলীদের অপবাদ ও তার খন্ডণ (একটি ময়না তদন্তের রিপোর্ট)

(প্রথম খন্ড)

প্রনেতা

শায়খ আবু ফারহান মুহাম্মাদী

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

আন্জুমানে তাহাফফুজে আকায়েদে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত,
দেওবান্দ, সিউড়ী, বীরভূম

Ulama e Deobander Birudhe Razakhani Berelider Opobad O Tar Khandan

Written by Shaikh Abu Farhan Muhammadi

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ

আন্জুমানে তাহাফফুজে আকায়েদে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত,
দেওবান্দ, সিউড়ী, বীরভূম

উৎসর্গ

সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ), শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ), মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ), রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ), মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) ও সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বুযর্গদের উপর এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি উৎসর্গ করলাম

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ১ নভেম্বর

সেপ্টেম্বর২০১৪

First Print : 1st November 2014

মূল্য : ৮০ /- (আশি টাকা মাত্র)

Ulama e Deobander Birudhe Razakhani Barelider Opobad O Tar Khandan Written by Shaikh Abu Farhan Muhammadi. 1st Edition 1st November 2014 Published By Anjuman Tahaffuz e Aqaid e Ahle Sunnat Wal Jama'at, Deoband, Suri, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 80/- (Eaitty Rupise Only)

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য ।

তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

'উলামায়ে দেওবান্দের বিরুদ্ধে রেযাখানী বেরেলীদের অপবাদ ও তার খন্ডণ' নামটি শুনেই বুঝতে পারছেন যে এই বইয়ের বিষয়বস্তু কি ? বেরেলীরা যে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে যেসব মাথামুন্ডুহীন অপবাদ চাপান তার বিস্তারিত জবাব এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া হয়েছে । যেমন, বেরেলীরা যে বলেন, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) নাকি নবী (সাঃ) এর জ্ঞানকে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন ? মাওলানা থানবী (রহঃ) নবুওয়াতের দাবীদার হয়েছেন ? হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) নাকি নবীজি (সাঃ) এর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন ? এবং তিনি নাকি নবীর আমল এবং উম্মতের আমলকে সমতুল্য এবং নবীর থেকে উম্মতকে বড় বলেছেন ? ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) নাকি নবীকে বড়ভাই বলেছেন ? এবং তিনি নাকি নবীজিকে চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং নামাযে গরু গাধার খেয়ালের থেকে নবীর খেয়ালকে নিকৃষ্ট বলেছেন ? মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) নাকি নবীজিকে স্বপ্নে জাহান্নামে পড়তে দেখেছেন প্রভৃতি ১০ টি অভিযোগের জবাব এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া হয়েছে ।

এই পুস্তকখানী পড়লেই বুঝতে পারবেন যে বেরেলীদের অপবাদের কোন মাথামুন্ডু নেই এবং তারা কতবড় জালিয়াত সম্প্রদায় । তাদের আলা হযরত অর্থাৎ আহমদ রেযা খান সাহেব জালিয়াত করে উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবগুলিকে কাটছাঁট করে কুফরী ইবারত নিজেই বানিয়ে কাফেরের ফতোয়া দিয়েছেন অথচ আমাদের বুযর্গানে দ্বীনরা তা বলেননি যা আহমদ রেযা খান সাহেব বোঝাতে চেয়েছেন । আর দেওবন্দের আলেমগণ যা কিছু বলেছেন তা আহমদ রেযা খানের কিতাব থেকে এবং অন্যান্য বুযর্গানে দ্বীনের কিতাব থেকেও প্রমানিত । অথচ আহমদ রেযা খান সাহেব ও বেরেলী সম্প্রদায় তাঁদের ব্যাপারে নীরব । তাদেরকে ফতোয়া তো দুরের কথা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেননি । এই হল বেরেলীদের জালিয়াতী ও দ্বিচারিতার প্রকৃষ্ট উদাহারণ ।

আহমদ রেযা খান সাহেব ও বেরেলী গোষ্টি উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেই প্রকৃত দ্বীনের খিদমত বলে মনে করেন । তাছাড়া তাঁরা সারা জীবনেও অন্য কোন

কাজ করেননি । এমনকি আহমদ রেযা খান সাহেব জীবনের পঞ্চাশ বছর শুধু দেওবন্দী-বেরেলী করেই কাটিয়েছেন । তাছাড়া তিনি দ্বীনের অন্য কোন কাজ করেননি । তাঁর কাজই ছিল দেওবন্দের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করা এবং মুসলিম জনমানষে ফাটল সৃষ্টি করে মুসলমানে মুসলমানে লড়াই সৃষ্টি করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বানচাল করা এবং বৃটিশদের অত্যাচারের পথকে সুগম করা । এমনকি আহমদ রেযা খানের ফতোয়ায় ছিল ইংরেজদের ইশারায় এবং ইংরেজদের পক্ষে । তাঁর ফতোয়াকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা দেশ শাসন করত একথা ইংরেজরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন । যেমন ঐতিহাসিক জাস্টিস আব্দুল মাওদূদ লিখেছেন,

“জেহাদী আন্দোলনকে ইংরেজরা ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত করেছে পাক ভারতীয় মুসলমানদের সাহানুভূতি নষ্ট করে তাঁদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগাবার দুরভিসন্ধি মূলে । এবং ইংরেজরা এ প্রয়াসে এক শ্রেনীর মোল্লা মওলবীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহার করেছিল প্রচারণা কার্যে ।” (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-১৪৬)

সুতরাং আহমদ রেযা খান সাহেব ইংরেজদের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত সত্য । এবং একথা বৃটিশ ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস রাম্বাস **"The Indian Muslims"** গ্রন্থে নিজেই স্বীকার করেছেন ।

আর বেরেলীরা যে প্রচার করে উলামায়ে দেওবন্দ নাকি বৃটিশদের নিমক হালালী করেছেন একথা আদ্যোপান্তই মিথ্যা, ভূয়া, কারণ বৃটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার উলামায়ে দেওবন্দ সম্পর্কে লিখেছেন,

“আমাদের রাজত্ব করতে মুসলমানদের কোনো দলকে ভয় পাইনা । যদি ভয় হয় তো কেবলমাত্র একছত্র ওহাবী দলটাকে । কেননা তারাই আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ।” **(The Indian Muslims, Page-32)**

সুতরাং যারা উলামায়ে দেওবন্দকে বৃটিশদের নিমকহালাল বলে তারা কতো বড়ো শয়তানের চ্যালা । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠকারী প্রত্যেক মানুষই জানেন যে উলামায়ে দেওবন্দ দেশকে স্বাধীন করার জন্য কিনা করেছেন । ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, **"Its may be called first war of indipendence in india" (History of Freedom movement, Ramesh Chandra Majumdar, Page-28)**

কেবলমাত্র ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ৫৭ হাজার উলামায়ে দেওবন্দের পূর্বসূরীর প্রাণনাশ হয়েছিল । এবং সেই মহাবিদ্রোহে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ), রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে

মক্কী (রহঃ) প্রভৃতিরা নেতৃত্ব দান করেছিলেন । এমনকি শায়খুল হিন্দ মাহমাদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর জন্য স্যর জেমস বলেছেন,

“এই লোকটিকে যদি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয় তাহলে উক্ত ছাই-এর একটি কণাও ঐ পথ বা গলি দিয়ে উড়বেনা যেখানে একজনও ইংরেজ অবস্থান করবে । ঐ লোকটিকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেকটি খন্ডই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে ।” (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামদের অবদান, পৃষ্ঠা-৩০)

ঐতিহাসিক টমসন লিখেছেন, “দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে খয়বার পর্যন্ত এরুপ কোন গাছ ছিল না যার ডালে উলামায়ে কিরামের গর্দান ঝুলেনি ।”

তিনি আরও লিখেছেন, “আলেমদেরকে শুকরের চামড়ার ভিতরে ভরে জ্বলন্ত চুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল । লাহোরের রাবী নদীতে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ৮০ জন আলেমকে প্রতিদিন নিক্ষেপ করা হতো । এবং তাদের অনেককে গুলি করা হতো ।” (উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, পৃষ্ঠা-৭৯)

সুতরাং যেসব বেরেলী উলামায়ে দেওবন্দকে বৃটিশদের নিমকহালাল বলে প্রচার করে তার ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কতোবড়ো মুর্খ তা সহজেই বোঝা যায় । আর বেরেলীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করেনি তাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত সত্য । তার কারণ বৃটিশ যুগে বেরেলীদের আলা হযরত অর্থাৎ আহমদ রেযা খান সাহেব ফতোয়া জারি করেছিলেন,

ہم مسلمانان ہند پر جہاد فرض نہیں- اور جو اس کی فرضیت کا قائل ہے' وہ
مسلمانوں کا مخالف ہے اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے

“আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য সংগ্রাম করা বাধ্যতামুলক নয় । আর যারা এটাকে বাধ্যতামুলক বলে মনে করে তারা মুসলমানদের বিরোধী এবং তারা ক্ষতি চায় ।” (আল মুজহাতুল মোতামিনা, পৃষ্ঠা-২০৮)

তিনি আরও লিখেছেন,

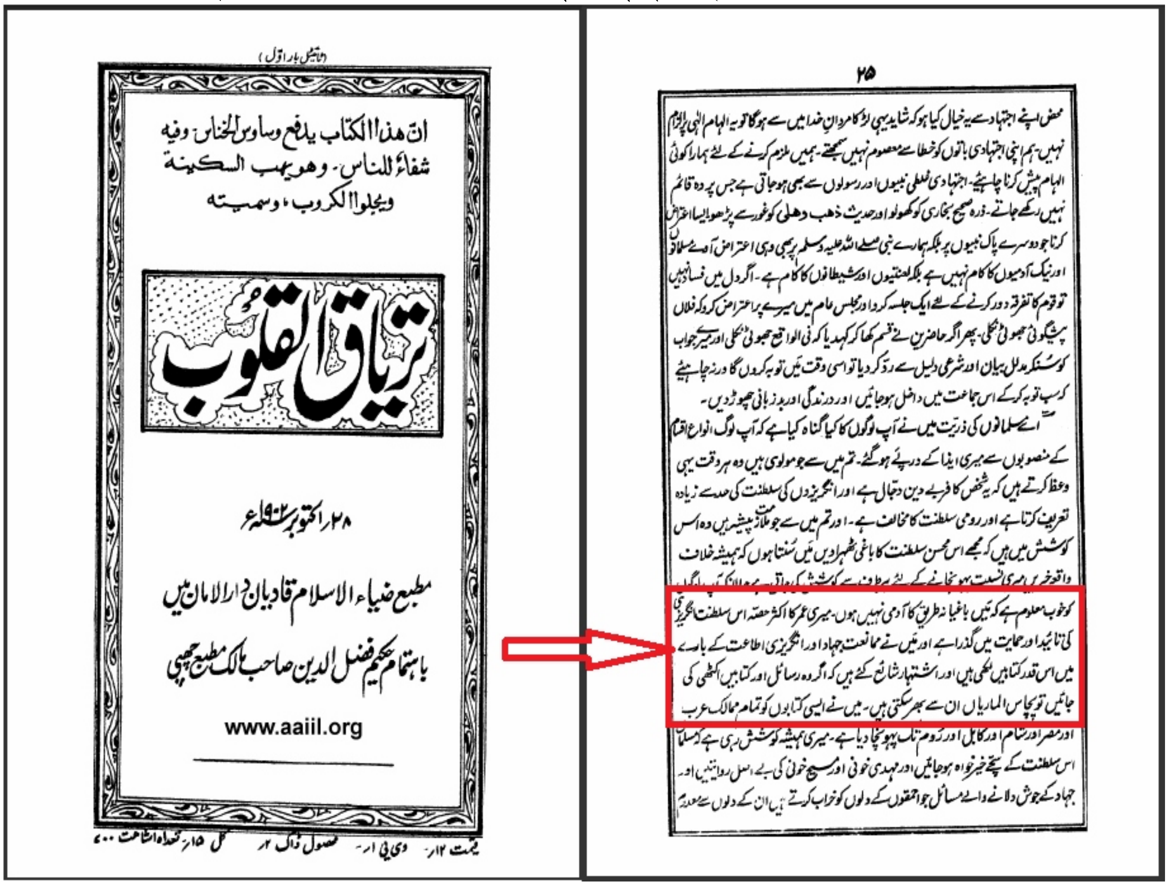
مسلمانان ہند پر حکم جہاد و قتال نہیں!

“ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য জিহাদের হুকুম ও কিতাল নয় ।” (মুকাদ্দামা দোম্মুল আয়েশ, পৃষ্ঠা- ১৮)

অতএব বেরেলীদের আলা হযরতই যখন বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে নিষেধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন তখন বেরেলীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ যে একেবারেই করেনি তা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার । পাঠকগণ আপনারাই বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করুন বৃটিশদের নিমকহালাল কারা ? দেওবন্দী না বেরেলী ?

অপরদিকে দেখা যায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদকে হারাম বলেছেন । তিনি লিখেছেন,

“আমার জীবনের অধিকাংশ সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরনেই অতিবাহিত হয়েছে । আমি জেহাদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ইংরেজদের অনুসরনের ব্যাপারে এতই গ্রন্থ রচনা করেছি এবং রিসালা রচনা করেছি যে যদি সমস্ত গ্রন্থ ও রিসালা একত্রিত করা হয় তাহলে ৫০টি আলমারী পূর্ণ হয়ে যাবে ।” (তারিয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা-২৫)


تریاق القلوب

www.aaiil.org

۲۵

کو خوب معلوم ہے کہ میں باغیانہ طریق کا آدمی نہیں ہوں۔ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔

তিনি আরও লিখেছেন, “আমি বিগত ১৬ বছর ধরে এই ব্যাপারে জোর দিচ্ছি যে ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অনুসরন করা ফরজ এবং জিহাদ করা হারাম ।” (তাবলীগে রিসালাত, খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা- ১৯৭)

সুতরাং মাওলানা আহমদ রেযা খান ও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী উভয়েই বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন । অতএব তাঁদের দ্বারা জেহাদ বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয় । আর মাওলানা আহমদ রেযা খানের উস্তাদ মির্জা গোলাম কাদির বেগ ছিলেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই । (দেখুন সাওয়ানেহ আলা হযরত) । আর খান সাহেবের উস্তাদ যখন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই তখন

তাঁর শিক্ষা কিরকম হবে তা পরিস্কার বোঝা যায় । আর যে ব্যাক্তি মির্জা কাদিয়ানীর খান্দান থেকে জ্ঞান অর্জন করেন তাঁর চরিত্রই বা কিরকম হবে তা সহজেই বোঝা যায় ।

এইসব কর্মকান্ডের জন্য তৎকালীন যুগের বেরেলীরাই আহমদ রেযা খানের উপর বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন । আহমদ রেযা খানের একজন সমর্থক লিখেছেন,

مسلمان امام احمد رضا سے بد ظن ہو گئے تھے

"মুসলমানরা ইমাম আহমদ রেযার উপর বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন ।" (মুকাদ্দামা দোম্মুল আয়েশ, পৃষ্ঠা- ১৮)

আর যাঁরা আহমদ রেযা খানকে বাড়াবাড়ি করেছেন তাঁরা তাঁকে খোদার আসনে পর্যন্ত বসিয়ে দিয়েছেন । যেমন, বেরেলীদের আব্দুস সাত্তার রেযবী লিখেছেন,

ইয়ে দুয়া হ্যায় ইয়ে দুয়া হ্যায় ইয়ে দুয়া
তেরা আওর সবকা খুদা আহমদ রেযা ।

(নাগমাতুর রুহ, পৃষ্ঠা-৪)

অর্থাৎ- এই দুয়া, এই দুয়া, এই দুয়া, তোমার এবং সকলের খোদা আহমদ রেযা ।

সুতরাং বেরেলীরা আহমদ রেযা খান সাহেবকে খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে । আর খান সাহেব যখন বেয়াদবী করতে শুরু করেছেন তখন তিনি আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কেও গালি দিতে কসুর করেননি । তিনি লিখেছেন,

تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار
مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن مرے دل کی صورت
کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ و بر (۳۷)

তংগ ও চুস্ত উনকা লিবাস
আওর ও যৌবন কা উভার,
মুসকী জাতি হ্যায় কাবা
সর সে কমর তক লেকর,
এহ ফাটা পড়তা হ্যায় যৌবন মেরে দিল কি সুরত,
কেহ হোতে জাতে হ্যায় জামা
বরুসিনা রুহ ও বর ।

(হাদায়েকে বখসিস, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩)

অর্থাৎ - হযরত আয়েশা (রাঃ) এতো আঁটোসাটো এবং ছোট পোষাক পরতেন যে তার পোষাক মাথা থেকে কমর পর্যন্ত সেঁটে থাকতো যেন তার যৌবনের দীপ্তি ফুটে বের হতো এবং এর ফলে তাঁর কাপড় থেকে তাঁর বুক ও পার্শ্বদেশ বেরিয়ে পড়ত । (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

সুতরাং যে ব্যাক্তি আম্মজান আয়েশা (রাঃ) কে গালি দিতে বাদ দেয়নি সে হযরত থানবী (রহঃ) কে, হযরত নানুতুবী (রহঃ) কে, হযরত গাঙ্গোহী (রহঃ) কে, হযরত ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) কে গালিগালাজ এবং কাফের বলবে একথা মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয় । আমরা একজন আয়েশা (রাঃ) এর জন্য সমগ্র উলামায়ে দেওবন্দকে কুরবান করে দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু উলামায়ে দেওবন্দের জন্য আম্মা আয়েশা (রাঃ) এর অসম্মান বরদাস্ত করতে পারি না ।

গত কয়েক বছর আগে সলমন রুশদী 'দি স্যাটানিক ভার্সাস' নামক গ্রন্থে আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কে গালি দেওয়ার জন্য সমগ্র মুসলিম জাহান তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু গত শতকের সলমন রুশদীর আব্বাজান অর্থাৎ মাওলানা আহমদ রেযা খান আম্মা আয়েশা (রাঃ) কে গালি দিয়েছেন অথচ আমরা তার ব্যাপারে নীরব । আর আমাদের একথা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে সলমন রুশদী আম্মা আয়েশা (রাঃ) কে গালি দেওয়ার ভাষা খান সাহেবের 'হাদায়েকে বখসীস' পড়েই পেয়েছিলেন ।

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এই আহমদ রেযা খানের তৈরী করা 'বেরেলী' ফিরকার হাত থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন । আমীন সুম্মা আমীন ।

পাঠকদের জানাই আমার এই বইয়ের মধ্যে ভূল ভ্রান্তি থেকে থাকলে জানাবেন । পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ । দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খাইর দান করুন । (লেখক)

ইতি

শায়খ আবু ফারহান মুহাম্মাদী

বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম,

E-mail ID- shaikhabufarhanmuhammadi@gmail.com

১ নং অপবাদ

‘হিফযুল ইমান’-এর প্রতি অপবাদ ও তার খন্ডন

বেরেলীরা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লেখা ‘হিফযুল ইমান’ এর প্রতি অপবাদ করে বলে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন, “নবীর ইলমে গায়েব সমস্ত ছিল না না আংশিক ছিল ? যদি বলা হয়, সমস্ত ছিল তাহলে তা কুরআনের বিপরীত হবে । আর যদি বলা হয় আংশিক ছিল তাহলে নবীর বিশেষত্ব কোথায় ?” (হিফযুল ইমান, পৃষ্ঠা- ১০)

এই অপবাদটি বেরেলীদের ‘কে ইমানদার ?’ নামক পুস্তকের ৩৮ থেকে ৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত প্রতিবাদসহ লেখা আছে ।

জবাব

বেরেলীরা মাওলানা থানবী (রহঃ) এর ‘হিফযুল ইমান’ এর উক্ত ইবারতের প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁদের দাবী যে মাওলানা থানবী (রহঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জ্ঞানকে জন্তু ও জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন । সেজন্য বেরেলীরা মাওলানা থানবী (রহঃ) কে কাফেরের ফতোয়া দিয়েছে । কিন্তু উক্ত ইবারতকে ভালোভাবে বুঝলে বোঝা যায় যে মাওলানা থানবী (রহঃ) কোন কুফরী কথাই বলেন নি এবং বেরেলীদের বোঝার ভূল ।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, “অতঃপর জেনে রাখা প্রয়োজন যে ইলমে গায়েব এবং জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা ইত্যাদি খোদায়ী গুনগুলি রসুলদের মধ্যে ছিলনা এবং নাই বলা ওয়াজীব বা অপরিহার্য । আর এটা তাঁদের জন্য কমী বা দোষনীয় নয় ।” (তফহীমাতে ইলাহীয়া, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৪)

এই জন্যই ‘নাহুমীর’, ‘মীর কুতবী’ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রনেতা আল্লামা সাইয়েদ শরীফ যুরকানী (রহঃ) তাঁর কিতাবে গ্রীক দার্শনিকগণের মতবাদ ‘নবী গায়েব জাননে ওয়ালা হবেন’ খন্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন,

“আমরা বলি, আপনারা যা বলেছেন তা কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়; এতে আপনারা আমরা একমত । এই জন্যই নবীদের সর্দার বলেছেন (কুরআনের আয়াত দিয়ে) এবং যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক মঙ্গল অর্জন করতাম এবং অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারত না ।............................আংশিক গায়েব নবীর জন্য খাস নয় বা নবীর মধ্যে সীমিত নয় । যেমন, আপনারা স্বীকার করেছেন । কারণ, আপনারা এটা সম্ভব বলেছেন

যোগসাধনকারীর জন্য এবং অসুস্থ ও নিদ্রিত ব্যাক্তিদের জন্য । সুতরাং এ দ্বারা নবী বা গায়ের নবী পার্থক্য করা যাবে না ।” (শরহে মাওয়াকেফ, পৃষ্ঠা-৬৬৩) (Download Link http://archive.org/details/sharhalmawaqiflioounse)

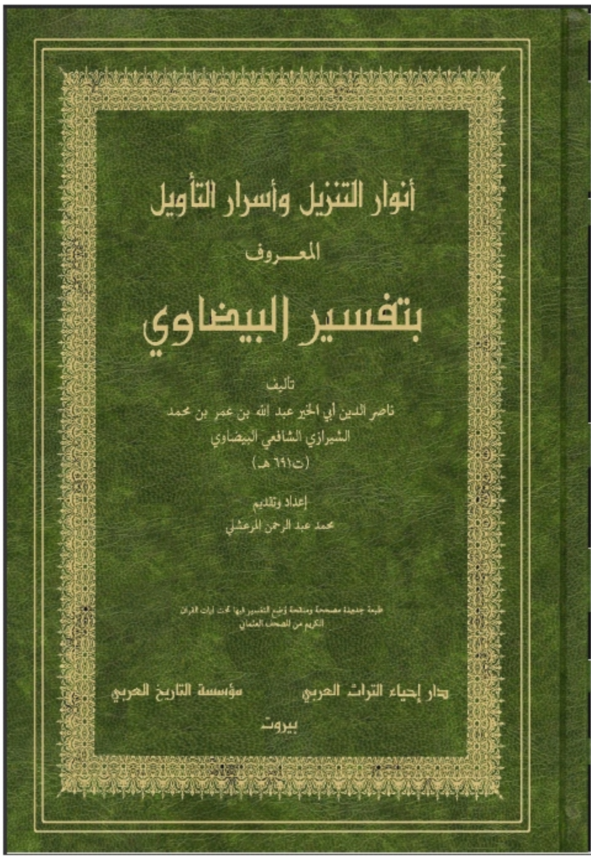


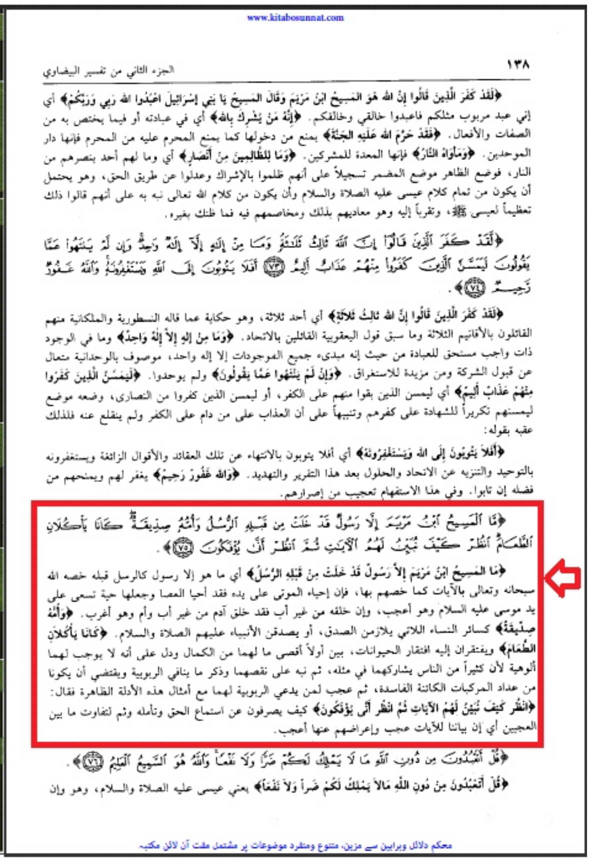
ইমাম বায়যাবী (রহঃ) লিখেছেন, “আর যদি তাঁরা কিছু গায়েব জানার কথা বলেন তাহলে এটা নবীর বিশেষত্ব নয় । কারণ, প্রত্যেকেই শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যাতিরেকেই কিছু গায়েব জেনে ফেলতে পারে ।” (মাতালেউল আনজার, পৃষ্ঠ- ৪০৮)

সুতরাং মাওলানা থানবী (রহঃ) তাঁর ‘হিফযুল ইমান’ পুস্তকে আল্লামা সাইয়েদ শরীফ যুরকানী (রহঃ) ও ইমাম বায়যাবী (রহঃ) এর কথাকেই নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন । যার ফলস্বরুপ বেরেলীদের আলা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব মাওলানা থানবী (রহঃ) এর প্রতি রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর গুস্তাখ বলে কাফেরের ফতোয়া দিয়েছেন । পরবর্তীকালে মাওলানা থানবী (রহঃ) হিফযুল ইমানের জবাবে ‘বাসতুল বানান’ নামক পুস্তক রচনা করেন এবং ‘শরহে মাওয়াকেফ’ ও ‘মাতালেউল আনজার’ এই দুইটি কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে প্রকাশ করেন । তার জবাবে আহমদ রেযা খান সাহেব তাঁর পুত্র মুস্তাফা রেযা খানের নামে একটি পুস্তক প্রনয়ন করেন তাতে মাওলানা থানবী (রহঃ) কে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন সেজন্য মাওলানা থানবী (রহঃ) আর তার উত্তর লিখেন নাই । কিন্তু অন্য দেওবন্দী আলেমগণ খান সাহেবের এই অসভ্যতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন ।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ‘হিফযুল ইমান’ কিতাবে যা লিখেছেন ঠিক সেই কথায় আল্লামা সাইয়েদ যুরকানী (রহঃ) ও ইমাম বায়যাবী (রহঃ) তাঁদের কিতাবে লিখেছেন। আহমদ রেযা খান সাহেব মাওলানা থানবী (রহঃ) কে কাফেরের ফতোয়া দিলেন কিন্তু আল্লামা সাইয়েদ যুরকানী (রহঃ) ও ইমাম বায়যাবী (রহঃ) এঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া তো দুরের কথা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেন নাই। এই হল বেরেলীদের আলা হযরতের খিয়ানতের নিকৃষ্ট নমুনা।

বেরেলীদের দাবী মাওলানা থানবী (রহঃ) তাঁর ‘হিফযুল ইমান’ কিতাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জ্ঞানকে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বায়যাবী (রহঃ) তাফসীরে বায়যাবীর কুরআন শরীফ, পারা-৬, রুকু-১৪, সুরা মায়েদার ৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ‘‘তাঁরা (নবীরা) জন্তু জানোয়ারের ন্যায় খাদ্য গ্রহনের মুখাপেক্ষী।’’




www.kitabosunnat.com

الجزء الثاني من تفسير البيضاوي ١٣٨

﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم﴾ أي إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم. ﴿إنه من يشرك بالله﴾ أي في عبادته أو فيما يختص به من الصفات والأفعال. ﴿فقد حرم الله عليه الجنة﴾ يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم فإنها دار الموحدين. ﴿ومأواه النار﴾ فإنها المعدة للمشركين. ﴿وما للظالمين من أنصار﴾ أي وما لهم أحد ينصرهم من النار، فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق، وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك تعظيماً لعيسى ﷺ، وتقرباً إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره.

﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾.

﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾ أي أحد ثلاثة، وهو حكاية عما قاله النسطورية والملكانية منهم القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد. ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ وما في الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدىء جميع الموجودات إلا إله واحد، موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة ومن مزيدة للاستغراق. ﴿وإن لم ينتهوا عما يقولون﴾ ولم يوحدوا. ﴿ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾ أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر، أو ليمسن الذين كفروا من النصارى، وضعه موضع ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه فلذلك عقبه بقوله:

﴿أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه﴾ أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال الزائغة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد. ﴿والله غفور رحيم﴾ يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا. وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم.

﴿مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾﴾.

﴿ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ أي ما هو إلا رسول كالرسل قبله خصه الله سبحانه وتعالى بالآيات كما خصهم بها، فإن إحياء الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى عليه السلام وهو أعجب، وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب وأم وهو أغرب. ﴿وأمه صديقة﴾ كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدق، أو يصدقن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ﴿كانا يأكلان الطعام﴾ ويفتقران إليه افتقار الحيوانات، بين أولاً أقصى ما لهما من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهية لأن كثيراً من الناس يشاركهما في مثله، ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكونا من عداد المركبات الكائنة الفاسدة، ثم عجب لمن يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: ﴿انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون﴾ كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله وثم لتفاوت ما بين العجبين أي إن بياننا للآيات عجب وإعراضهم عنها أعجب.

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾﴾.

﴿قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً﴾ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو وإن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় ‘তফসীরে জালালাইন’ এর মধ্যে লিখেছেন, ‘‘অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের ন্যায় তাঁরাও খাদ্য গ্রহন করতেন।’’

এখানে খাদ্য গ্রহনের ব্যাপারে ইমাম বায়যাবী (রহঃ) ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) নবী ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাকে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন কিন্তু আহমদ রেযা খান ও বেরেলী জামাআত উক্ত বুযুর্গদ্বয়কে কাফের বলে ফতোয়া দেন নাই কিন্তু তাঁরা

মাওলানা থানবী (রহঃ) কে এমন কাফেরের ফতোয়া দিয়েছেন যে তাঁকে কাফের বলতে সন্দেহ প্রকাশ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে ।

হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ) তাঁর 'হিফযুল ইমান' পুস্তকটি তিনটি প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে লিখেছেন । (১) আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাজিমী সিজদা করা, (২) কবর তাওয়াফ করা, (৩) হুযুর (সাঃ) কে আলেমুল গায়েব বলা ।

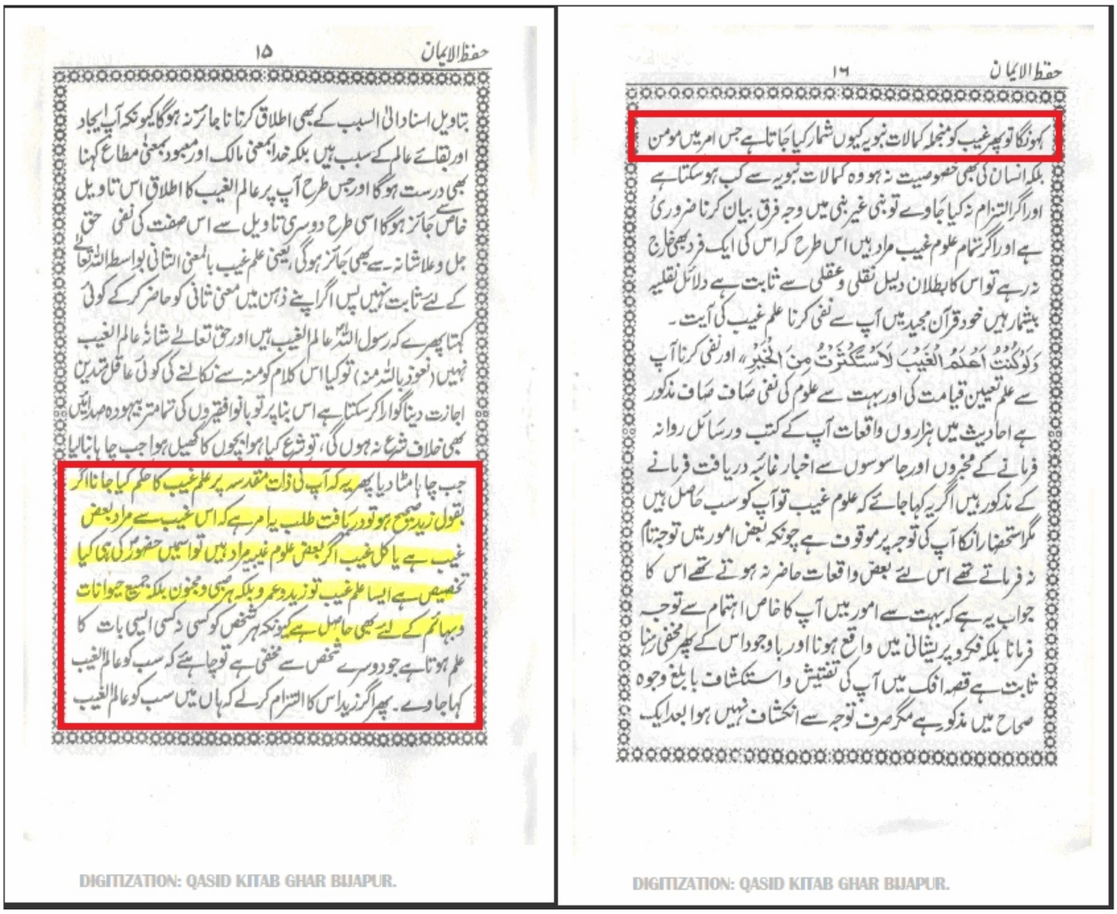
এর মধ্যে তৃতীয় আলোচনায় অর্থাৎ হুযুর (সাঃ) কে আলেমুল গায়েব বলার খন্ডনে লিখেছেন,

''আপন কি জাতে আকদাস পর ইলমে গায়েব কা হুকুম কিয়া জানা অগর বকৌওল জায়েদ সহীহ হো তো দারিয়াফত তলব ইয়ে আমর হ্যায় কে ইস গায়েব সে মুরাদ বাজ গায়েব হ্যায় ইয়া কুল গায়েব । অগর বাজ উলুমে গায়েবাহ মুরাদ হ্যায় তো ইসমে হুযুর (সাঃ) কি হি ক্যা তাখসিস হ্যায় অ্যায়সা ইলমে গায়েব তো জায়েদ ও আমর বলকি জবি ও মজনুন বলকি জামে হাওয়ানাত ও বহায়েম কে লিয়ে ভি হাসিল হ্যায় । কিঁউকি হর শখস কি কিসি না কিসি বাত কা ইলম হোতা হ্যায় জো দুসরা শখস সে মাখফী হ্যায় । তো চাহিয়ে কে সবকো আলেমুল গায়েব কাহা জাওয়ে । ফির অগর জায়েদ ইসকা ইলতেজাম করলে কে হাঁ ম্যায় সবকো আলেমুল গায়েব কহুঙ্গা তো ফির গায়ের মিন জুমলায়ে কামালাত নবুবিয়া কিঁউ শুমার কিয়া জাতা হ্যায় ।'' (হিফযুল ইমান, পৃষ্ঠা-১৫)

অর্থাৎ - ''তাঁর পাক জাতের উপর ইলমে গায়েবের হুকুম করা অর্থাৎ আলেমুল গায়েব বলা যদি যায়েদের কথামতো সঠিক হয় তাহলে প্রশ্নের বিষয় হল যে এই গায়েব অর্থ অংশিক নাকি সামগ্রিক গায়েব ? যদি আংশিক ইলমে গায়েব অর্থ হয় তাহলে এতে হুযুর (সাঃ) এর বিষেশত্ব কি ? এরকম আংশিক ইলমে গায়েব তো যায়েদ ও আমর এবং প্রত্যেক বালক ও পাগল বরং সমস্ত প্রাণী ও জন্তু জানোয়ারের জন্যও হাসিল আছে । কেননা প্রত্যেক ব্যাক্তি কিছু না কিছু ব্যাপারে জানে যা অন্যের নিকট অজানা । তাহলে তো প্রত্যেককে 'আলেমুল গায়েব' বলা দরকার । আর যায়েদ যদি এটা বলে, 'হ্যাঁ আমি প্রত্যেককে আলেমুল গায়েব বলব' তাহলে 'গায়েব' শব্দটাকে নবীদের বিশেষত্ব বলে কেন গন্য করা হবে ? '' (হিফযুল ইমান, পৃষ্ঠা-১৫-১৬)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ করুন

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ করুন



حفظ الایمان ۱۵

بتاویل اسناد الی السبب کے بھی اطلاق کرنا ناجائز نہ ہوگا کیونکہ آپ ایجاد
اور بقائے عالم کے سبب ہیں بلکہ خدا بمعنی مالک اور معبود بمعنی مطاع کہنا
بھی درست ہوگا اور جس طرح آپ پر عالم الغیب کا اطلاق اس تاویل
خاص سے جائز ہوگا اسی طرح دوسری تاویل سے اس صفت کی نفی حق
جل وعلا شانہ سے بھی جائز ہوگی یعنی علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ
کے لیے ثابت نہیں پس اگر اپنے ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی
کہتا پھرے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ شانہ عالم الغیب
نہیں (نعوذ باللہ منہ) تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متدین
اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے اس بنا پر تو بانوا فقیروں کی تمامتر بیہودہ صدائیں
بھی خلاف شرع نہ ہوں گی، تو شرع کیا ہوا بچوں کا کھیل ہوا جب چاہا بنالیا
جب چاہا مٹا دیا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر
بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض
غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا
تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات
و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا
علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب
کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب

حفظ الایمان ۱۶

کہونگا تو پھر غیب کو منجملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے جس امر میں مومن
بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے
اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری
ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج
نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے دلائل نقلیہ
بیشمار ہیں خود قرآن مجید میں آپ سے نفی کرنا علم غیب کی آیت۔
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ» اور نفی کرنا آپ
سے علم تعیین قیامت کی اور بہت سے علوم کی نفی صاف صاف مذکور
ہے احادیث میں ہزاروں واقعات آپ کے کتب و رسائل روانہ
فرماتے کے مخبروں اور جاسوسوں سے اخبار غائبہ دریافت فرمانے
کے مذکور ہیں اگر یہ کہا جائے کہ علوم غیب تو آپ کو سب حاصل ہیں
مگر استحضار انکا آپ کی توجہ پر موقوف ہے چونکہ بعض امور میں توجہ تام
نہ فرماتے تھے اس لیے بعض واقعات حاضر نہ ہوتے تھے اس کا
جواب یہ ہے کہ بہت سے امور میں آپ کا خاص اہتمام سے توجہ
فرمانا بلکہ فکر و پریشانی میں واقع ہونا اور باوجود اس کے پھر مخفی رہنا
ثابت ہے قصہ افک میں آپ کی تفتیش و استکشاف بابلغ وجوہ
صحاح میں مذکور ہے مگر صرف توجہ سے انکشاف نہیں ہوا بعد ایک

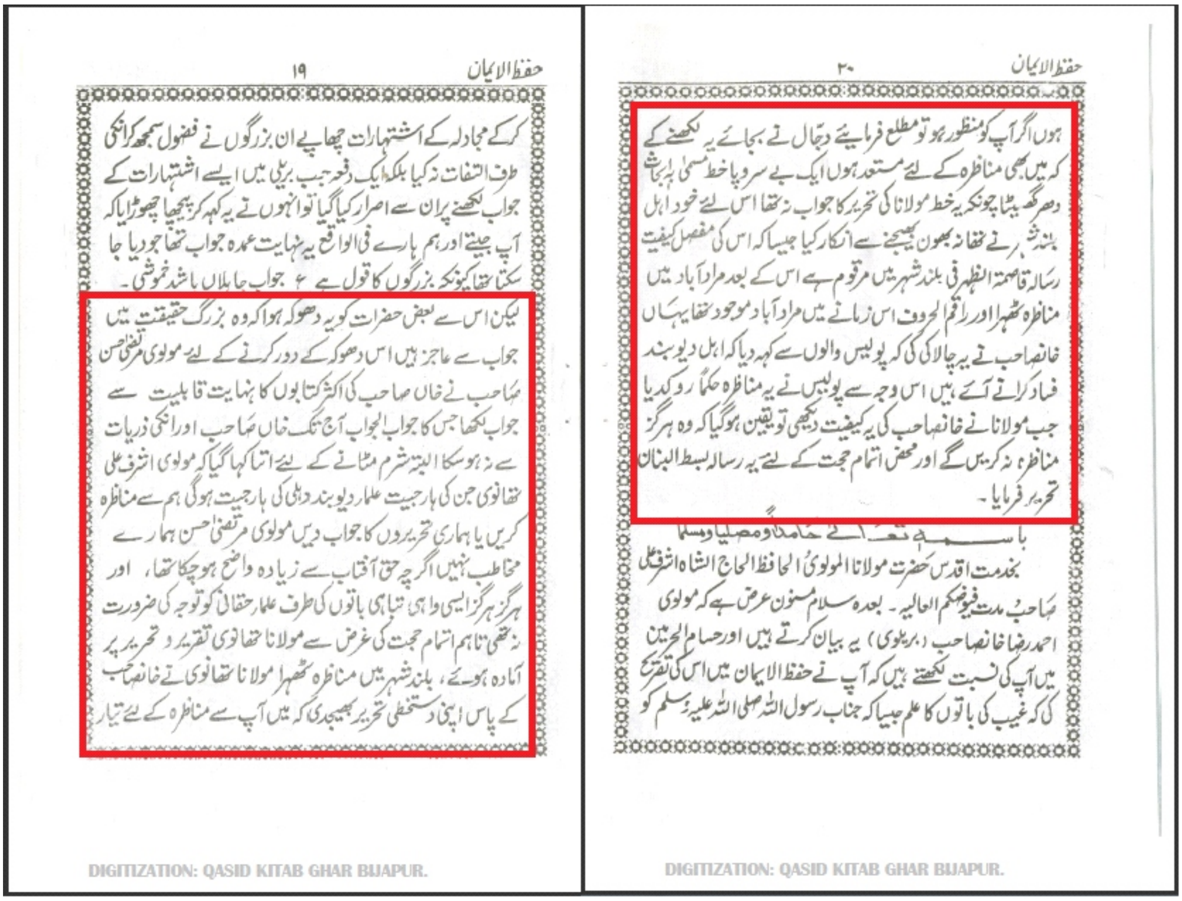
এই হল ‘হিফযুল ইমান’ পুস্তিকার পরিপূর্ণ ইবারত । আহমদ রেযা খান সাহেব যখন মাওলানা থানবী (রহঃ)- কে কাফের ফতোয়া দেন তখন মাওলানা থানবী (রহঃ) ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ‘বাসতুল বানান’ নামে একখানি ছোট্ট পুস্তিকা প্রনয়ণ করেন যার প্রথম প্রকাশক ছিলেন মাকসুদ হাসান রায়কোয়াবী । তিনি ‘বাসতুল বানান’ এর ভূমিকায় লিখেছেন,

“কিছু লোকের মনে এই ধোকা হল যে উক্ত বুযুর্গগণ (উলামায়ে দেওবন্দ) উত্তর দিতে অক্ষম । এই ধোকা দুর করার জন্য মাওলানা মোর্তাজা হাসান আহমদ রেযা খান সাহেবের অধিকাংশ কিতাবের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন যার আল জওবুল জাওয়াব অর্থাৎ প্রত্যুত্তর খান সাহেব এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ আজ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই । অবশ্য লজ্জা ঢাকবার জন্য বলা হতে লাগল যে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের হারজিত উলামায়ে দেওবন্দ ও দিল্লীর হারজিত বলে গন্য হবে । তাই তিনি (অর্থাৎ থানবী) আমাদের সঙ্গে মুনাযারা করুন অথবা আমাদের লেখার জবাব দিন । মৌলবী মোর্তাজা হাসান আমাদের মুখাতাব নন । যদিও সত্য সূর্যের থেকেও বেশী প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল । এবং কোন ক্রমেই এরকম ফালতু কথার প্রতি উলামায়ে হক্ব উলামায়ে দেওবন্দের মনোযোগ দেওয়া উচিৎ নয় । তবুও প্রমাণ সম্পূর্ণ করণের উদ্দেশ্যে

মাওলানা থানবী (রহঃ) মৌখিক ও লিখিত আলোচনায় বসতে সম্মতি হলেন । বুলন্দশহরে মুনাযারার দিন ধার্য হল । মাওলানা থানবী (রহঃ) ও আহমদ রেযা খান সাহেবের নামে নিজের সাক্ষরিত বক্তব্য লিখে দিলেন, ‘আমি আপনার সঙ্গে মুনাযারা করতে রাজি আছি আপনি রাজি থাকলে জানাবেন ।’ কিন্তু এই দাজ্জাল (আহমদ রেযা খান) ‘আমিও মুনাযারা করতে প্রস্তুত আছি’ এটা লেখার পরিবর্তে ‘আবহাসে আখেরী’ নামে মাথামুন্ডুহীন পত্র লিখে পাঠায় । যেহেতু এই পত্র মাওলানা থানবী (রহঃ) এর লেখার জবাব ছিলনা তাই বুলন্দশহরবাসীগণ সেটাকে থানাভবন পাঠাতে অস্বীকার করলেন এবং এর বিস্তারিত বিবরন ‘কাসেমাতুয যহর ফি বুলন্দশহর’ নামক পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে । এরপর আবার দ্বিতীয়াবার মুনাযারার দিন ধার্য্য করা হল মুরাদাবাদে । আমি (মকসুদ হাসান) তখন মুরাদাবাদে উপস্থিত ছিলাম । এখানে আহমদ রেযা খান সাহেব চালাকী করে পুলিশদের জানিয়ে দেয় যে দেওবন্দীরা এখানে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এসেছে । এইজন্য পুলিশরা মুনাযারা সভা বন্ধ করে দিল । মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) আহমদ রেযা খান সাহেবের এই অবস্থা দেখলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে খান সাহেবকে বাহাস-মুনাযারায় পাওয়া যাবে না সেজন্য তিনি সম্মান রক্ষার্থে ‘বাসতুল বানান’ নানক পুস্তিকা লেখেন ।’’

(বাসতুল বানান, পৃষ্ঠা- ১৮-২০, হিফযুল ইমানের শেষে সংযোজন করে ছাপা হয়েছে)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ করুন


حفظ الایمان ۱۹

کرکے مجادلہ کے اشتہارات چھاپے ان بزرگوں نے فضول سمجھ کر انکی طرف التفات نہ کیا بلکہ ایک دفعہ جب بریلی میں ایسے اشتہارات کے جواب لکھنے پر ان سے اصرار کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر پیچھا چھوڑایا کہ آپ جیتے اور ہم ہارے فی الواقع یہ نہایت عمدہ جواب تھا جو دیا جا سکتا تھا کیونکہ بزرگوں کا قول ہے ع جواب جاہلاں باشد خموشی ۔

لیکن اس سے بعض حضرات کو یہ دھوکہ ہوا کہ وہ بزرگ حقیقت میں جواب سے عاجز ہیں اس دھوکہ کے دور کرنے کے لئے مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے خاں صاحب کی اکثر کتابوں کا نہایت قابلیت سے جواب لکھا جس کا جواب الجواب آج تک خاں صاحب اور انکی ذریات سے نہ ہو سکا البتہ شرم مٹانے کے لئے اتنا کہا گیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی جن کی ہار جیت علماء دیوبند و دہلی کی ہار جیت ہوگی ہم سے مناظرہ کریں یا ہماری تحریروں کا جواب دیں مولوی مرتضیٰ حسن ہمارے مخاطب نہیں اگرچہ حق آفتاب سے زیادہ واضح ہو چکا تھا، اور ہرگز ہرگز ایسی واہی تباہی باتوں کی طرف علماء حقانی کو توجہ کی ضرورت نہ تھی تاہم اتمام حجت کی غرض سے مولانا تھانوی تقریر و تحریر پر آمادہ ہوگئے، بلند شہر میں مناظرہ ٹھہرا مولانا تھانوی نے خانصاحب کے پاس اپنی دستخطی تحریر بھیجدی کہ میں آپ سے مناظرہ کے لئے تیار

حفظ الایمان ۲۰

ہوں اگر آپ کو منظور ہو تو مطلع فرمایئے دجال نے بجائے یہ لکھنے کے کہ میں بھی مناظرہ کے لئے مستعد ہوں ایک بے سروپا خط مسمّیٰ بہ ابحاث دھر گھسیٹا چونکہ یہ خط مولانا کی تحریر کا جواب نہ تھا اس لئے خود اہل بلند شہر نے تھانہ بھون بھیجنے سے انکار کیا جیسا کہ اس کی مفصل کیفیت رسالہ قاصمۃ الظہر فی بلند شہر میں مرقوم ہے اس کے بعد مراد آباد میں مناظرہ ٹھہرا اور راقم الحروف اس زمانے میں مراد آباد موجود تھا یہاں خانصاحب نے یہ چالاکی کی کہ پولیس والوں سے کہہ دیا کہ اہل دیوبند فساد کرانے آئے ہیں اس وجہ سے پولیس نے یہ مناظرہ حکماً روک دیا جب مولانا نے خانصاحب کی یہ کیفیت دیکھی تو یقین ہوگیا کہ وہ ہرگز مناظرہ نہ کریں گے اور محض اتمام حجت کے لئے یہ رسالہ بسط البنان تحریر فرمایا۔

باسمہٖ تعالیٰ حامداً و مصلیاً و مسلماً

بخدمت اقدس حضرت مولانا المولوی الحافظ الحاج الشاہ اشرف علی صاحب مدت فیوضکم العالیہ ۔ بعدہ سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی احمد رضا خانصاحب (بریلوی) یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

এই ‘বাসতুল বানান’ নামক পুস্তিকাটি প্রশ্নোত্তর আকারে লেখা হয়েছে । প্রশ্ন করেছেন মোর্তাজা হাসান চাঁদপুরী (রহঃ) এবং জবাব দিয়েছেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) । মোর্তাজা হাসান চাঁদপুরী (রহঃ) প্রশ্ন করেছিলেন,

“মাসনুন সালামের পর আরজ করছি আহমদ রেযা খান সাহেব (বেরেলী) বলেন এবং ‘হুসামুল হারামাইন’ কিতাবে লিখেছেন যে আপনি ‘হিফযুল ইমান’ কিতাবে পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে গায়েবের কথাগুলির ইলম হুযুর (সাঃ) এর যেমন তেমন তো প্রত্যেক বাচ্চাও পাগল এবং সকল জন্তু জানোয়ারেরও আছে । সেজন্য নিচের কথাগুলি জিজ্ঞাসা করা হল,

(১) আপনি কি ‘হিফযুল ইমান’ অথবা অন্য কোন কিতাবে এই কথা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন ?

(২) যদি স্পষ্ট ভাষায় না লিখেছেন তাহলে আপনার বক্তব্য থেকে কি ঐ কথা প্রমানিত হয় ?

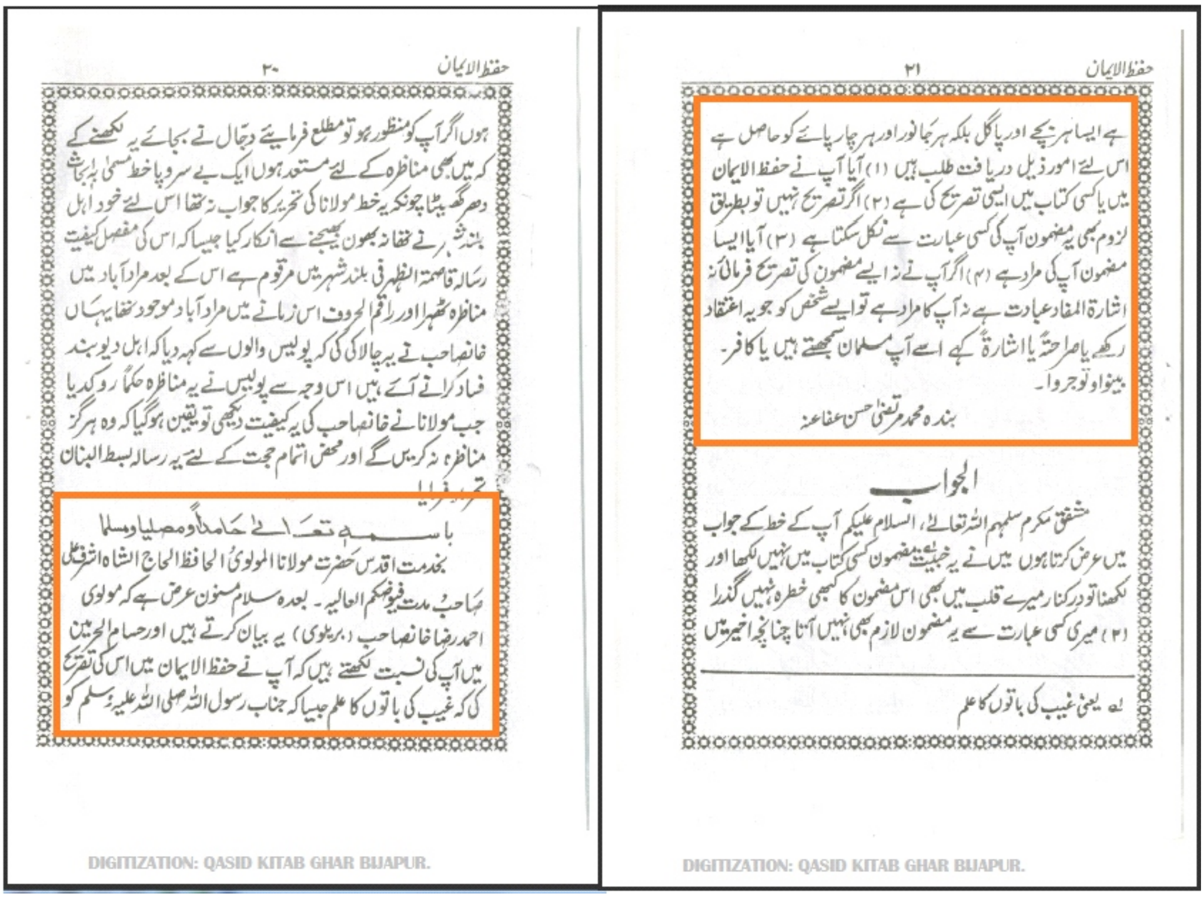
(৩) অথবা ঐ বক্তব্য আপনার কি উদ্দেশ্য ?

(৪) আপনি যদি এরকম বক্তব্য না লিখেছেন তাহলে আর না এরকম বলা আপনার উদ্দেশ্য ছিল তাহলে যদি কেউ ঐ কথা বিশ্বাস করে অথবা স্পষ্ট বা ইঙ্গিত বলে তাহলে তাকে আপনি মুসলমান বলে মনে করেন নাকি কাফের ?

ইতি-

মুহাম্মাদ মোর্তাজা হাসান”

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ করুন



حفظ الایمان ۲۰

ہوں اگر آپ کو منظور ہو تو مطلع فرمایئے دجّال تے بجائے یہ لکھنے کے
کہ میں بھی مناظرہ کے لئے مستعد ہوں ایک بے سروپا خط مسمٰی بہ ابحاث
وصر گھ بیٹا چونکہ یہ خط مولانا کی تحریر کا جواب نہ تھا اس لئے خود اہل
بلندشہر نے تھانہ بھون بھیجنے سے انکار کیا جیسا کہ اس کی مفصل کیفیت
رسالہ قاصمۃ الظہر فی بلندشہر میں مرقوم ہے اس کے بعد مرادآباد میں
مناظرہ ٹھہرا اور راقم الحروف اس زمانے میں مرادآباد موجود تھا یہاں
خانصاحب نے یہ چالاکی کی کہ پولیس والوں سے کہہ دیا کہ اہل دیوبند
فساد کرانے آئے ہیں اس وجہ سے پولیس نے یہ مناظرہ حکماً روکدیا
جب مولانا نے خانصاحب کی یہ کیفیت دیکھی تو یقین ہوگیا کہ وہ ہرگز
مناظرہ نہ کریں گے اور محض اتمام حجت کے لئے یہ رسالہ بسط البنان
تحریر فرمایا

باسمہٖ تعالےٰ حامداً و مصلیاً و مسلماً
بخدمت اقدس حضرت مولانا المولوی الحافظ الحاج الشاہ اشرف علی
صاحب مدت فیوضکم العالیہ۔ بعدہ سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی
احمد رضا خانصاحب (بریلوی) یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین
میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح
کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

DIGITIZATION: QASID KITAB GHAR BIJAPUR.

حفظ الایمان ۲۱

ہے ایسا ہر بچے اور پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائے کو حاصل ہے
اس لئے امور ذیل دریافت طلب ہیں (۱) آیا آپ نے حفظ الایمان
میں یا کسی کتاب میں ایسی تصریح کی ہے (۲) اگر تصریح نہیں تو بطریق
لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے (۳) آیا ایسا
مضمون آپ کی مراد ہے (۴) اگر آپ نے نہ ایسے مضمون کی تصریح فرمائی نہ
اشارۃ المفاد عبارت ہے نہ آپ کا مراد ہے تو ایسے شخص کو جو یہ اعتقاد
رکھے یا صراحتہً یا اشارۃً کہے اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر۔
بینوا و توجروا۔

بندہ محمد مرتضیٰ حسن عفاعنہ

الجواب

مشفق مکرم سلمہم اللہ تعالےٰ، السلام علیکم آپ کے خط کے جواب
میں عرض کرتا ہوں میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور
لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گذرا
(۲) میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا چنانچہ اخیر میں

لہ یعنی غیب کی باتوں کا علم

DIGITIZATION: QASID KITAB GHAR BIJAPUR.

মাওলানা থানবী (রহঃ) এর জবাব

মাওলানা মোর্তাজা হাসান চাঁদপুরী (রহঃ) এর চিঠির জবাবে মাওলানা থানবী (রহঃ) লিখলেন,

“(১) আসসালামু আলাইকুম আপনার চিঠির জবাবে আরজ করছি, আমি এরকম খবীস (নিকৃষ্ট) শব্দ কোন কিতাবে লিখি নাই । লেখা তো দুরের কথা আমার অন্তরেও এরকম খতরনাক কথার উদয় হয় নাই ।

(২) আমার কোন ইবারতে এই বক্তব্য প্রমানিত হয় নাই ।

(৩) যখন আমি নিজেই এরকম বক্তবাকে খবীস (নিকৃষ্ট) বলে মনে করি এবং আমার অন্তরেও কখনো এরকম খতরনাক কথার উদয় হয় নাই সেটা আমি এর আগে বলেছি তাহলে ঐ কথা আমার বলার উদ্দেশ্য কিভাবে হতে পারে ?

(৪) যে ব্যক্তি ঐ কথা বিশ্বাস করবে অথবা বিনা বিশ্বাসে পরিস্কার ভাষায় অথবা ইঙ্গিতে ঐ কথা বলবে তাহলে আমি সেই ব্যাক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে মনে করি যেহেতু সে 'নুসুসে ক্বত্আন' অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের অকাট্য বানীকে এবং হুযুর সরওয়ারে ফখরে বনী আদম (সাঃ) কে তনকীস অর্থাৎ ছোট করে দেখানো হয়েছে ।

এই হল আপনার প্রশ্নের জবাব । পরিশেষে এই জবাবের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য আমি এটা উত্তম মনে করি যে 'হিফযুল ইমানের' সেই ইবারতকে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট করি যার উপর ভিত্তি করে আমার উপর অপবাদ লাগানো হয়েছে যদিও সেটা পরিস্কার হয়ে গেছে ।''

মাওলানা থানবী (রহঃ) এর পর লিখলেন, ''এমন গায়েবী ইলম তো জায়েদ-আমর' বাক্যে আংশিক ইলমে গায়েব বুঝানো হয়েছে যদিও তা একটি জিনিসেরও ইলম হয় এবং যদিও অতি নিকৃষ্ট জিনিসও হয় । যেহেতু এর বিপরীত দিকে সকল ইলমে গায়েবের কথা বলা আছে । সেজন্য তার পরে বলা হয়েছে 'কেননা প্রত্যেক ব্যাক্তিই এমন কিছু না কিছু জানে যা অপরের কাছে অজানা । এখানে 'এমন ইলমে গায়েব'-এর অর্থ হুযুর (সাঃ) এর গায়েবী ইলম নয় । যেহেতু কয়েক লাইন পর বলা আছে যে 'নবুওয়াতের জন্য যত কিছু বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন তা সমস্তই আমি জেনে নিলাম ।' এই কথার লেখক কখনো বলতে পারে যে জায়েদ, আমর, বাচ্চা এবং জন্তু জানোয়ারের সমান তাঁর জ্ঞান । নবীগণ এবং ফেরেস্তাগণও তো ঐ সম্মানিত ইলমে তাঁর সমকক্ষ নয় ।

যেমন বিশুদ্ধ ভাষাভাষীগণ অনেক সময় নিজের কথাবার্তায় বলেন, ''আল্লাহ তাআলা এমন কুদরত ওয়ালা যে' এই ক্ষেত্রে 'এমন' শব্দটি নিশ্চয় সাদৃশ্য দেওয়ার জন্য বলা হয় না । উপরন্তু হুযুর (সাঃ) কে 'আলেমুল গায়েব' বলা যাবে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্নোত্তর চলছে । তাঁর 'ইলমে গায়েব' এর পরিমান নিয়ে এখানে আলোচনা নাই ।

এত কিছু ব্যাখ্যার পরেও যদি কেউ জবান ও কলম বন্ধ না করে তাহলে আমি আল্লাহ পাকের উপর তার বিচার ছেড়ে দিয়ে কুরআন পাকে এইরুপ ক্ষেত্রে যা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন তাই বলব- 'তবুও যদি তারা আপনার সঙ্গে ঝগড়া বা তর্ক করে, তবে আপনি বলে দিন তোমরা যা করছ আল্লাহ তা ভালোই জানেন । তিনিই কিয়ামতের দিন তোমাদের মতভেদের বিষয়গুলিতে ফায়সালা করে দিবেন ।' (সুরা হজ্ব, পারা-২২, আয়াত-৬৮-৬৯)

এবং এই ফারসী উক্তি শুনিয়ে দিব-'আমার কাজ আল্লাহর সাথে; মখলুকের সাথে আমার কোন কাজ নেই ।' হুযুর (সাঃ) যে ইলম ও আমলের সমস্ত কামালাতের দিক দিয়ে সারা সৃষ্টির শ্রেষ্ট এই বিষয়ে আল্লাহর ফজলে আমার এবং আমার সমস্ত বুযর্গানে দ্বীনের সর্বকালের আক্বীদা এই যে,

‘বাদ আয খুদা বুযর্গ তুঁই কিসসা মুখতাসার’

অর্থাৎ - খোদার পরে আপনিই সবার উপরে, এই হল সংক্ষিপ্ত কথা । এখন এই লেখা শেষ করছি এবং ‘বাসতুল বানান’ নাম রাখছি ।

হেদায়েত অনুসারীদের প্রতি সালাম ।

ইতি-

আশরাফ আলী (থানবী)

১৩২৯ হিজরী, শাবান মাস,”

মাওলানা থানবী (রহঃ) এর এই পত্র পরে ‘বাসতুল বানান’ নামে প্রকাশিত হয় । যার প্রথম প্রকাশক ছিলেন মকসুদ হাসান রায়কোয়াবী । এখন এই ‘বাসতুল বানান’ পুস্তিকাটি ‘হিফযুল ইমান’ পুস্তিকার সঙ্গে সংযোজিত হয়ে ‘মাকতাবা থানবী দেওবন্দ’ থেকে প্রকাশিত করা হচ্ছে । অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের দেখার অনুরোধ রইল । এই ‘বাসতুল বানান’ পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ উপরে পেশ করা হল ।

হিফযুল ইমানের ভাষা বদলের দাবী

মাওলানা থানবী (রহঃ) এর তরফ থেকে দাঁতভাঙ্গা জবাব পাওয়া সত্যেও বেরেলী গোষ্টির মুখ বন্ধ হল না । জবাব পাওয়ার পরও বেরেলী গোষ্টি মাওলানা থানবী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে উক্ত ইবারত নিয়ে হাঙ্গামা চালাতে লাগল । তখন মাওলানা থানবী (রহঃ) এর পক্ষপাতীগণ ‘হিফযুল ইমান’ পুস্তকের ভাষা বদল করার আবেদন করলেন । তখন মাওলানা থানবী (রহঃ) চিন্তা করলেন যে, বিরোধী পক্ষের মুখ বন্ধ করা কখনোই সম্ভব নয় । কেননা, হুযুর (সাঃ) এর জ্বলন্ত মোজেজাগুলি দেখার পরও বিরোধী পক্ষের মুখ বন্ধ হয় নাই । আর আমার ভাষা বদলের পর তারা চুপচাপ হয়ে যাবে ? সেজন্য ‘কোন লাভ নেই’ মনে করে রাজি না হয়ে মাওলানা থানবী (রহঃ) লিখলেন,

“আমার বক্তব্য থেকে কি তা প্রমান হয় যা বিরোধী পক্ষ প্রচার করছে ? ”

কিন্তু মাওলানা থানবী (রহঃ) এর জন্মভূমি থানাভবনে তাঁর পরিচালিত ‘খানকাহে ইমদাদিয়া’র আবাসিকগণ আবেদন করলেন যে ইসলামী দুনিয়ার সরলপ্রাণ মুসলমানদের সংখ্যা বেশী । সুক্ষ্ম কথার গভীর মর্ম উপলব্ধী করা তাদের পক্ষে সহজ নয় । আর দুরভিসন্ধী

নিয়ে তাদেরকে ভুল বোঝাবার লোকও অনেক আছে । সেজন্য 'হিফযুল ইমান'এ ভাষা বদল করে দিলেই ভালো হয় । তখন মাওলানা থানবী (রহঃ) ভাষা বদলের পরামর্শ গ্রহণ করে তার ঘোষনা প্রচার করে দিলেন । ভাষা বদলের পর উক্ত বিতর্কিত বাক্যটি দাঁড়াল,

"যদি আংশিক গায়েবী ইলম অর্থ হয় তাহলে এতে হুযুর (সাঃ) এর বিশেষত্ব কি ? সাধারণভাবে কতক গায়েবী ইলম তো গায়ের আম্বিয়া (আঃ) এরও আছে । তাহলে সবাইকে 'আলেমুল গায়েব' বলতে হবে ।"

অবিকল এই কথাই তো 'শরহে মাওয়াকেফ' এবং 'মাতালেউল আনজার' কিতাবে দুইটিতে আছে । এর পরেও যদি আমাকে ভাষা বদল করতে হয় তাহলে প্রথমে ঐ কিতাব দুইটির ভাষা বদল করতে হবে ।

ইতি-
আশরাফ আলী (থানবী)
১৩৪২ হিজরী, ১৮ই সফর,

হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ) এর ভাষা বদল তিনি তাঁর 'তারাজিহুর রাজেহ' নামক পুস্তক সিরিজের খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৩ এর মধ্যে প্রচার করেছিলেন এবং উক্ত সিরিজ পুস্তকের হাওয়ালা দিয়ে তাঁর 'এমদাদুল ফাতাওয়া' কিতাবের খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৯-১০০ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন ।

লাহোর শহরে দেওবন্দী-বেরেলী মুনাযারা

১৯৩৪ সালে সাওয়াল মাসে ১৩৫২ হিজরী সনে লাহোরে আহমদ রেযা খান সাহেবের লেখা 'হুসামুল হারামাইন' কিতাবের পক্ষে বিপক্ষে একটি মুনাযারা সভার ব্যাবস্থা হয় । সেখানে দেওবন্দীদের মুনাযির ছিলেন মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) ও বেরেলীদের মুনাযির ছিলেন আহমদ রেযা খান সাহেবের বড় ছেলে হামেদ রেযা খান সাহেব । এই মুনাযারায় শালিস ও বিচারক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল (রহঃ), লাহোর ইসলামিয়া কলেজের প্রফেসার আল্লামা আসগর আলী সাহেব ও অমৃতসর শহরের ব্যারিষ্টার শায়খ সাদেক সাহেব । মনযুর নুমানী সাহেব নিজের বক্তব্যকে লিখিত কিতাব আকারে সাজিয়ে নিয়েছিলেন যাতে মুনাযারা হলেই তার এককপি বিচারক গণকে এবং এককপি প্রতিপক্ষকে দেওয়া যায় ।

মনযুর নুমানী সাহেব নির্দিষ্ট দিনে মাওলানা আবুল ওফা সাহাজাহানপুরি ও মাওলানা ইসমাইল সম্ভলীকে নিয়ে লাহোরে পৌঁছে দেখলেন বেরেলীপক্ষ বিচারক মানতে অস্বীকার করছে এবং এমন হাঙ্গামা সৃষ্ট করেছে যে শাসকবর্গ মুনাযারা বন্ধ করে দিতে পারেন। আশঙ্কা সত্য হল। শাসকবর্গ মুনাযারা বন্ধ করে দিলেন। মনযুর নুমানী সাহেবের 'আল ফুরকান' পত্রিকায় এই সকল বিবরনী ও মুনাযারার লিখিত বক্তব্য প্রচারিত হয়েছিল পরে তা 'ফায়সালা কুন মুনাযারা' নামে কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

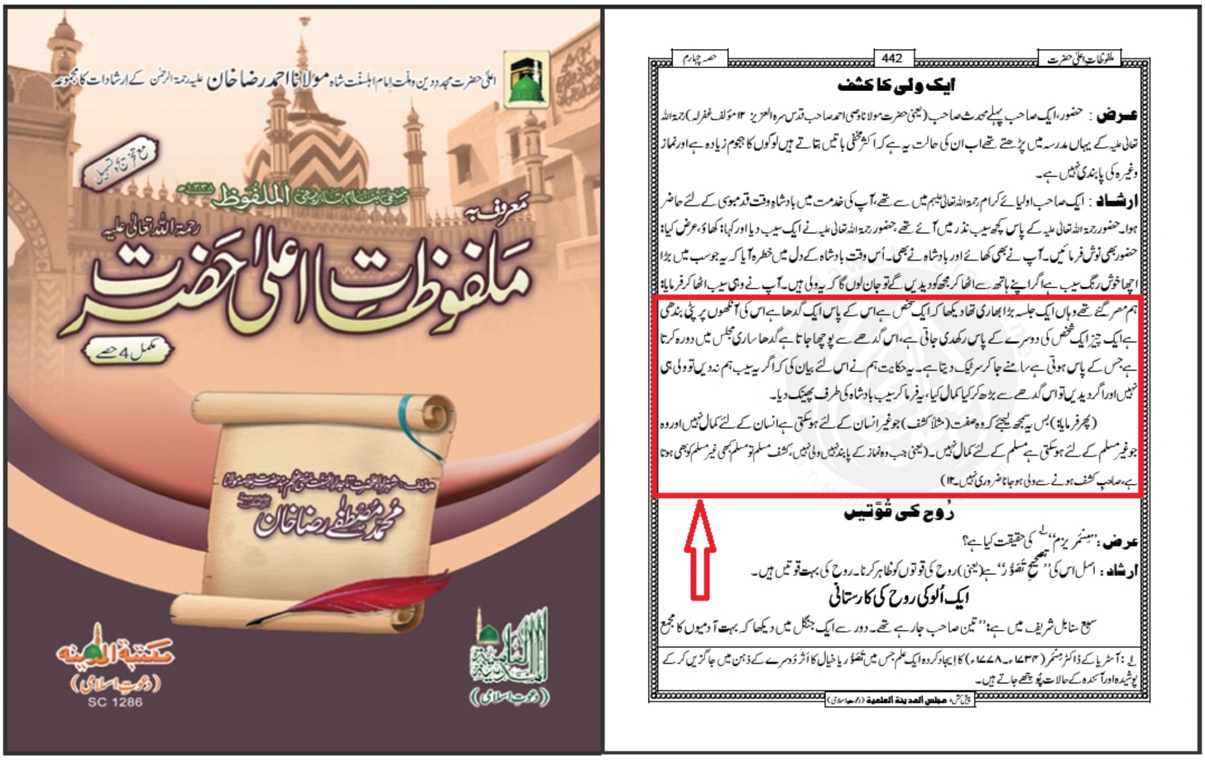
উক্ত 'ফায়সালা কুন মুনাযায়ায়' কিতাবে মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) লিখেছেন ঃ- আহমদ রেযা খান সাহেবের কিতাব থেকেই তো হযরত থানবী (রহঃ) এর বক্তব্য প্রমানিত হয়। 'দওলতে মক্কীয়া' কিতাবে খান সাহেব লিখেছেন, 'খোদা প্রদত্ত ইলমও আমরা নবীর জন্য সাব্যস্ত করি শুধুমাত্র আংশিক।' (পৃষ্ঠা-২৮) তিনি আরও লিখেছেন, আমরা কিয়ামত, জান্নাত জাহান্নাম এবং আল্লাহর জাত পাক ও সাত মৌলিক সিফাতের উপর ইমান এনেছি। এই সবই তো গায়েব, যার প্রত্যেকটিকে আমরা পৃথকভাবে জানি। অতএব বিস্তারিত সাধারণ ইলমে গায়েবের কিছু অংশ প্রত্যেক মুমিনের জন্য হাসিল হওয়া জরুরী।'' (পৃষ্ঠা-১৩)

আহমদ রেযা খান সাহেব 'খালেসুল এ'তেকাদ' কিতাবে লিখেছেন, ''আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'তারা গায়েবের উপর ইমান রাখে।' ইমান হল তসদীক এবং তসদীক হল ইলম। যা আদৌ জানা নাই তার উপর ইমান আনা কি করে সম্ভব হতে পারে ? আবশ্যিক ভাবেই 'তফসীরে কবীরে' লেখা আছে, 'এ কথা বলা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয় যে আমরাও গায়েব জানি, যার উপর আমাদের জন্য দলীল আছে অর্থাৎ কুরআন হাদীস থেকে এর প্রমান আছে'।'' (পৃষ্ঠা-২৮)

এখানে খান সাহেব পরিস্কার বলছেন প্রত্যেক মুমিনের কিছু ইলমে গায়েব আছে। খান সাহেব 'আল মালফুজ' কিতাবে লিখেছেন, ''আল্লাহ তাআলা তাঁর মকবুল বান্দাগণকে যাঁরা হুযুর (সাঃ) এর গোলামের গোলামের জুতো বাহক হন গায়েবের অনেক ইলম অনেক ইলম দান করেন।'' (আল মালফুজ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮)

খান সাহেব আরও লিখেছেন, ''আমি একবার মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি বড় সভা হয়েছিল। সেই সভায় একজনের নিকট একটি গাধা ছিল। তার চোখ বাঁধা ছিল। কারো কোনো জিনিস নিয়ে অন্যের কাছে রেখে দিয়ে গাধাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল। গাধা সারা মজলিস ঘুরে যার কাছে জিনিসটি রাখা হয়েছিল তার কাছে এসে মাথা ঠেকিয়ে দিচ্ছিল।........অতএব বুঝে নিন সেই গুন জন্তু জানোয়ারদেরও হতে পারে তা মানুষের জন্য কামাল বা গৌরব নয়। আর যে গুণ অমুসলিমদেরও থাকতে পারে তা মুসলমানদের জন্য কামাল নয়।'' (আল মালফুজ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২)

নিচের স্ক্রীন শর্টটা লক্ষ্য করুন



এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে গাধাও কিছু ইলমে গায়েবের অধিকারী হতে পারে । তেমনি হুযুর (সাঃ) এর পবিত্র সত্তা গায়েবী জিনিস না হলেও তাঁর নবুওয়াত ও রিসালত হল গায়েবী ব্যাপার । আর খান সাহেব তাঁর কিতাবে বলেছেন, “প্রত্যেকটি জিনিস হুযুর (সাঃ) এঁর উপর ইমান আনার এবং আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠের ‘মুকাল্লাফ’ বা ভারপ্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ ।” (আল মালফুজ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯৩)

অতএব খান সাহেবের কথামত প্রত্যেক জিনিসেরই এই গায়েবী ইলম আছে যে হুযুর (সাঃ) আল্লাহর রসুল । সুতরাং আহমদ রেযা খান সাহেবের কথা থেকেই প্রমানিত হয়, প্রত্যেক ইমানদার এবং খান সাহেবের পিতা এবং প্রত্যেকটি জিনিস এমনকি গাধা পর্যন্ত ইলমে গায়েবের অধিকারী । তাহলে রেযাখানী জামাআত হযরত থানবী (রহঃ) এর ‘হিফযুল ইমান’ কিতাবের উপর দোষারোপ করে কোন লজ্জায় ? (দেখুন - ফায়সালা কুন মুনাযারা)

বেরেলীদের হেড মাদ্রাসা জামিয়া রেযবীয়ায় ঐতিহাসিক মুনাযারা ও বেরেলীদের চুড়ান্ত পরাজয়

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৩৫৪ হিজরী সনে মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) বেরেলী শহরে বেরেলীপন্থীদের হেড মাদ্রাসা জামেয়া রেযবীয়ায় ‘হিফযুল ইমান’ পুস্তক সম্পর্কে মুনাযারা করতে গিয়েছিলেন । বেরেলীপক্ষের মুনাযির ছিলেন সরদার আহমদ সাহেব । এই মুনাযারায়

বেরেলীরা চুড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল । এই মুনাযারায় সভাপতি শাব্বির ব্রেলভী তাঁর ফায়সালায় লিখেছিলেন,

"উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী এবং তাঁর অনুসারীদের উপর কাফেরী ফতোয়া ভ্রান্তমত এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস হল যে তাঁরা সুন্নী মুসলমান । তাঁদেরকে যারা কাফের ও ওহাবী বলে তারাই ভ্রান্ত ।"

বেরেলীপন্থী মুহাম্মাদ শাব্বির সাহেব আরও লিখেছেন, "হিফযুল ইমান' এর ইবারতের যথাযথ জবাব পাওয়ার পরও তিনি (বেরেলী মুনাযির সরদার আহমদ) বার বার এই ইবারতটি পড়ছেন, যার কারণে আমি বুঝলাম যে সরদার আহমদ সাহেব সময় কাটাবার জন্য একাধিকবার জবাব পাওয়া সত্যেও এটই কথা বিনা কারণে বলে যাচ্ছেন ।"

তিনি আরও লিখেছেন, "এইসব কারণে এই (রেযাখানী/বেরেলী) পক্ষ সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ হয়ে গেল এবং আমি বুঝতে পারলাম যে এরা ধোকা ও প্রবঞ্চনার পথে চলা, ধর্মতো সত্যের নাম ।"

মুহাম্মাদ শাব্বির সাহেবের এই ফায়সালা বেরেলীর স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে এবং অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে ছেপে প্রকাশিত হয়েছিল । পরে এই মুনাযারার পূর্ণ বিবরণ 'ফতহে বেরেলী কা দিলকাশ নায্যারা' নামে কিতাবে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করা হয় । (Dowload Link- http://sirat-e-mustaqeem.com/fatah-braili-ka-dilkash-nazara_book-4948.html)

অথবা এই লিঙ্কে ডাউনলোড করুন:-

(Dowload Link- http://archive.org/details/FatahBareliKaDilkashNazaraByShaykhMuhammadManzoorNomanir.h)

উক্ত মুনাযারার তৃতীয় দিনে বেরেলীপক্ষীয় মুনাযির সরদার আহমদ সাহেব প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে " 'হিফযুল ইমান' কিতাবের বক্তব্য যদি হুযুর (সাঃ) এর অসম্মান না হয়ে থাকে তাহলে আপনারা মাওলানা থানবী সাহেব সম্পর্কে ঐরকম কথা লিখে দিতে প্রস্তুত আছেন কি ? এটাই আমার চুড়ান্ত প্রস্তাব ।"

মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) তাঁর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং হযরত থানবী (রহঃ) এর নামে অবিকল ঐ রকম কথাই লিখে সাক্ষর করে দিলেন । এতেই বেরেলীদের চুড়ান্ত পরাজয় হয় ।

তখনও মাওলানা থানবী (রহঃ) বেঁচে ছিলেন । বেরেলীরা নিজেদের দলবল ঠিক রাখার জন্য তাদেরকে বুঝাল যে এতে মাওলানা থানবী সাহেবের অনেক অসম্মান হয়েছে কিন্তু নিজেদের দলের বিরুদ্ধে তো মানহানীর মামলা করবেন না সেজন্যই তাঁরা এই কথা লিখে দিয়েছেন । তাছাড়া অন্য কোন সম্মানিত ব্যাক্তি সম্বন্ধে তাঁরা কখনোই এই কথা লিখে দিতে পারেন না ।

এই কথা যখন মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) শুনতে পেলেন তখন তিনি মাসিক 'আল ফুরকান' পত্রিকার ১৩৫৪ হিজরী সনের রবিউস সানী সংখ্যায় অবিকল ঐ কথা তৎকালীন বেরেলীদের বড় হুযুর অর্থাৎ আহমদ রেযা খান সাহেবের বড় ছেলে হামেদ রেযা খান সাহেবের নামে লিখে ও ছেপে প্রচার করেন এবং বেরেলীদেরকে মানহানী মামলা করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানালেন । ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই হামেদ রেযা খান সাহেবের নামে 'আল ফুরকান' পত্রিকার ঐ সংখ্যা রেজিষ্টারী ডাকযোগে পাঠানো হল । কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও জবাব পাওয়া যায় নাই এবং মানহানী মামলাও করতে পারে নাই । (তথ্যসূত্র ঃ অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন, প্রথম খন্ড, আল্লামা আজিজুল হক কাসেমী প্রনীত)

সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় হযরত থানবী (রহঃ) হুযুর (সাঃ) এর শানে কোনও অসম্মান করেন নি ।

ভাষা সত্ত্যেও উক্ত ইবারত এখনও 'হিফযুল ইমান' কিতাবে আছে কেন ?

মাওলানা থানবী (রহঃ) এর তরফ থেকে 'হিফযুল ইমান' কিতাবের উক্ত বিতর্কিত ইবারতটি পরিবর্তন করা সত্ত্যেও এখনও উক্ত ইবারতটি রয়েছে । তার কারণ হযরত থানবী (রহঃ) এর কিতাব দেশ-বিদেশের প্রকাশকগণ ব্যাপকহারে ছেপে প্রকাশ করেন । কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশকগণ হযরত থানবী (রহঃ) সম্পর্কে ওয়াকীবহাল নন । তাই 'হিফযুল ইমান' কিতাবের ভাষাবদল সম্পর্কে এত রকম প্রচার করা সত্ত্যেও তাঁরা কোনো খোঁজ খবর রাখেন না সেজন্য পুরাতন 'হিফযুল ইমান' কেই ছেপে প্রকাশ করেছেন । এর জন্য হযরত থানবী (রহঃ) দায়ী নন ।

আহমদ রেযা খানের ছাত্র আহমদ ইয়ার খান নবী (সাঃ) কে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছেন

বেরেলীপন্থীদের মূল নেতা আহমদ রেযা খান সাহেবের ছাত্র আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেব হুযুর (সাঃ) কে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছেন । তিনি লিখেছেন,

“এবং শয়তান সব জায়গায় আমাদের প্রত্যেকের উপর নজর রাখে এবং আমদের অবস্থার খবর রাখে । আল্লাহ তাআলা বলেছেন..........আরবী ইবারত ....ঠিক সেই রকম জনাব পাক মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) ।” (নয়ী তকরীরেঁ, পৃষ্ঠা- ১৫৫)

এখানে আহমদ ইয়ার খান সাহেব ‘ঠিক সেই রকম’ শব্দ ব্যাবহার করে নবী (সাঃ) কে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছেন । অথচ বেরেলী জামাআত আহমদ ইয়ার খানকে কাফের বলে ফতোয়া প্রদান করেন নি । না জানি এর গোপন রহস্য কি ?

মাওলানা থানবী (রহঃ) তো ‘হিফযুল ইমান’ কিতাবের ইবারত পরিবর্তন করে দিয়েছেন কিন্তু আহমদ ইয়ার খান তাঁর ‘নয়ী তকরীরেঁ’ কিতাবের ইবারত পরিবর্তন করেন নি ।

আহমদ রেযা খান সাহেব হুযুর (সাঃ) এর খুশবুকে বরকাত আহমদের খুশবুর সঙ্গে তুলনা করেছেন

হুযুর (সাঃ) এর শরীর থেকে যে খুশবু পাওয়া যেত সেরকম খুশবু কোথাও পাওয়া যায় যেত না । হুযুর (সাঃ) এর ঘামকে সাহাবারা শিশিতে ভরে রাখতেন ঈদের দিনে আতরের বিকল্প হিসাবে ব্যাবহার করার জন্য । কিন্তু আহমদ রেযা খান সাহেবের দাবী হুযুর (সাঃ) এর মতো তাঁর পীর ভাই বরকাত আহমদের কবর থেকে খুশবু পাওয়া যেত । খান সাহেব লিখেছেন,

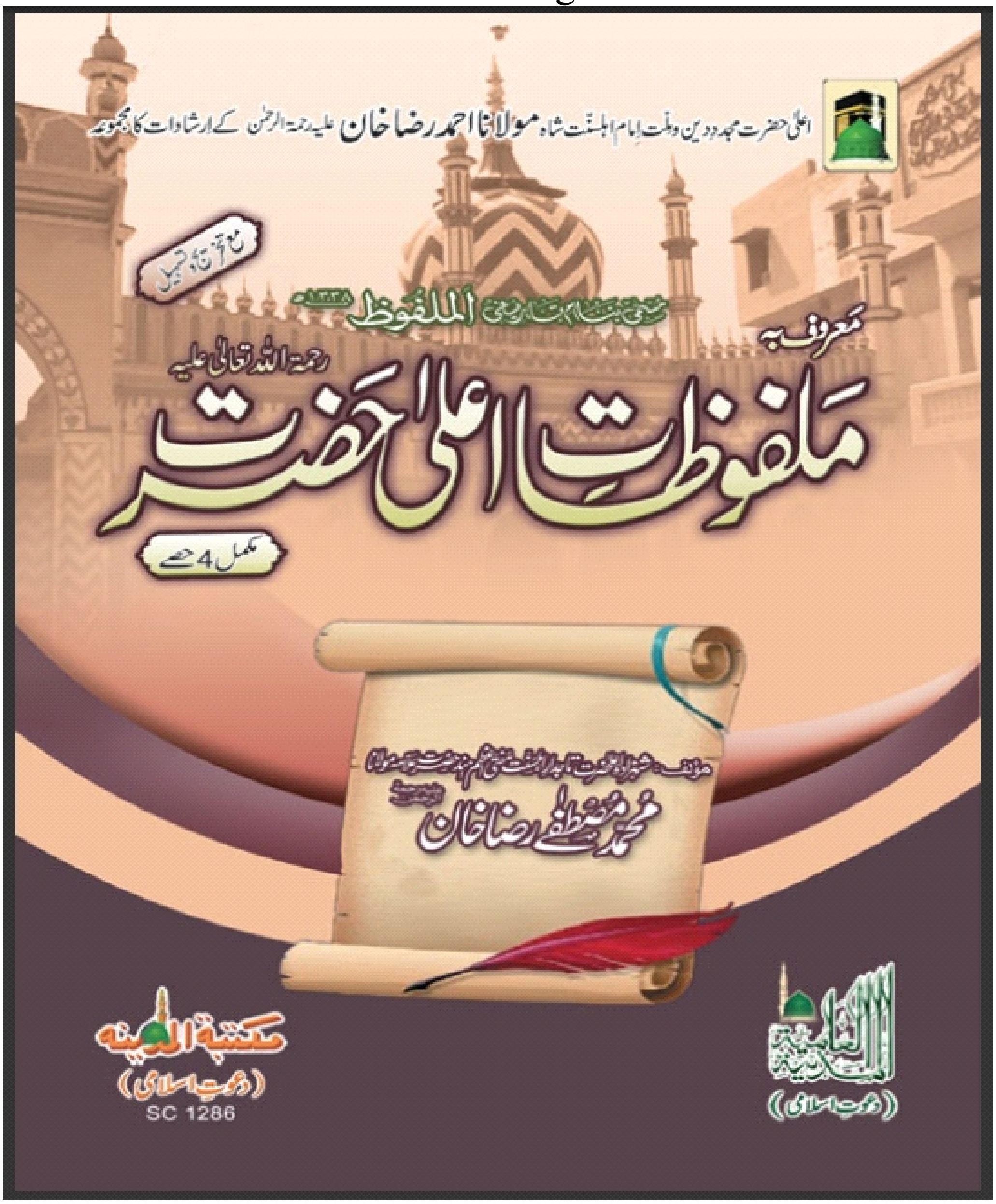
دمولوی برکات احمد صاحب مرحوم کہ میرے پیر بھائی اور حضرت پیر مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی تھے
کم ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت پیرو مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسورَ وَاں (یعنی جاری) نہ ہوتے، جب ان کا
اِنتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اُترا مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضۂ انور کے
قریب پائی تھی

“মৌলবী বরকাত আহমদ মরহুম জো মেরে পীর ভাই আওর হযরত পীর মুর্শিদ বরহক রাজিআল্লাহু আনহু কে ফেদায়ী থে । জব উনকা ইন্তেকাল হুয়া আওর ম্যায় দাফন কে ওয়াক্ত উনকি কবর মে উতরা মুঝে বিলা মুবালগা ওহ খুশবু মেহসুস হুয়ী জো পেহেলী বার রাওজায়ে আনওয়ার কে করীব পায়ী থী ।”

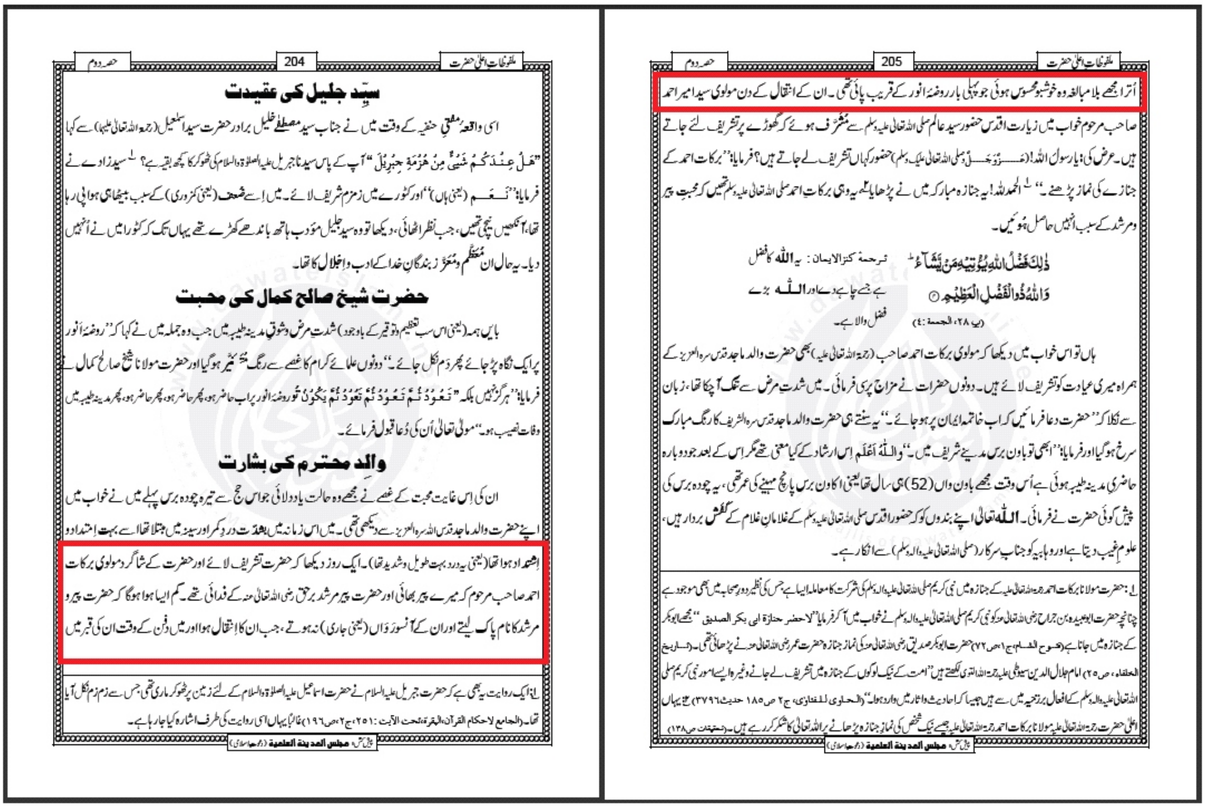
অর্থাৎ - “মৌলবী বরকাত আহমাদ মরহুম যিনি আমার পীরভাই এবং হজরত পীর ও মুর্শিদের ভক্ত ছিলেন । যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল দাফনের জন্য তার কবরে নামলাম তো কোনো বাড়াবাড়ী ব্যাতিরেকেই সেই সুগন্ধ আনুভব করলাম যা প্রথমবার হুজুরের কবরের পাশে পেয়েছিলাম ।” (আল মালফুজ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন

Cover Page



Main Page



ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت — 205 — حصہ دوم

اُترا مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضۂ انور کے قریب پائی تھی۔ ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد

ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت — 204 — حصہ دوم

والدِ محترم کی بشارت

اِشتداد ہوا تھا (یعنی یہ درد بہت طویل وشدید تھا)۔ ایک روز دیکھا کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے شاگرد مولوی برکات احمد صاحب مرحوم کہ میرے پیر بھائی اور حضرت پیر مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی تھے۔ کم ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت پیرو مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسو رَواں (یعنی جاری) نہ ہوتے، جب ان کا اِنتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں

এখানে খান সাহেব হুযুর (সাঃ) এর খুশবুকে বরকাত আহমদের খুসবুর মতো বলেছেন । সুতরাং এখানে খান সাহেব হুযুর (সাঃ) এর শানে মারাত্মক গুস্তাখী করেছেন । যারা নিজে হুযুর (সাঃ) এর গুস্তাখ তারা আবার মাওলানা থানবী (রহঃ) কে কাফের ফতোয়া দেয় ।

খান সাহেব এখানে হুযুর (সাঃ) এর খুশবুকে বরকাত আহমদের সঙ্গে তুলনা করলেন এখানে বেরেলী জামাআত খান সাহেবের ব্যাপারে নিশ্চুপ কেন ? কেন তাঁরা ফতোয়া দেয়না আহমদ রেযা খান সাহেব কাফের ।

মাওলানা তাহির গয়াবী সাহেবের ‘হিফযুল ইমানের’ ইবারতের অপবাদের জবাব

বেরেলীপন্থী হাশমী মিঞা নামে একজন উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে ‘লাতায়েফে দেওবন্দ’ নামে একখানি কিতাব লিখেছেন । এই কিতাবের জবাব উলামায়ে দেওবন্দের পক্ষ

থেকে হযরত মাওলানা তাহির হোসেন গয়াবী (দাঃবাঃ) দিয়েছেন 'বেরেলবীয়াত কা শীশমহল' নামে । যার আল জওয়াবুল জওয়াব হাশমী মিঞা দিতে সক্ষম হননি । অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ গয়াবী সাহেবের 'বেরেলবীয়াত কা শীশমহল' কিতাবখানি পড়ে দেখুন সেখানে হাশমী মিঞার কি পরিণতি করা হয়েছে ।

(Download Link http://ia600702.us.archive.org/7/items/BarelviyatKaShishMahalByShaykhTahirHusainGayavi/BarelviyatKaShisMahalByShaykhTahirHusainGayavi.pdf)

Or Download This Link:- http://archive.org/details/BarelviyatKaShishMahalByShaykhTahirHusainGayavi

হাশমী মিঞা তাঁর 'লাতায়েফে দেওবন্দ' কিতাবের ২৬ থেকে ৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'হিফযুল ইমান' পুস্তকের উক্ত বিতর্কিত ইবারত নিয়ে আলোচনা করেছেন তার জবাবে তাহির হোসেন গয়াবী সাহেব 'বেরেলবীয়াত কা শীশমহল' কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার জবাব দিয়েছেন ।

হাশমী মিঞার পিতা কাফের ছিলেন

'লাতায়েফে দেওবন্দ' কিতাবের লেখক হাশমী মিঞার পিতা ছিলেন সাইয়েদ মোহাম্মাদ কছৌছাবী । তাঁকে বেরেলীদের মুফতীয়ে আযম হাশমত আলী খান সাহেব ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট মুহাদ্দিস জানা সত্ত্বেও জানাজানি হবার পর বিনা কারণে দেওবন্দী ইমামের পিছনে নামায পড়ার জন্য কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন । হাশমী মিঞার পিতা আজ পর্যন্ত তার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও বেরেলীরা এর কোনো সাফাই পেশ করতে পারেন নাই ।

সুতরাং বেরেলীদেরই ফতোয়া অনুযায়ী হাশমী মিঞার পিতা সাইয়েদ মুহাম্মাদ কছৌছবী কাফের ছিলেন ।

আহমদ রেযা খানের ফতোয়া অনুযায়ী হাশমী মিঞা কাফের

বেরেলী ধর্মের আলা হযরত অর্থাৎ আহমদ রেযা খান সাহেব তাঁর 'হুসামুল হারামাইন' কিতাবে লিখেছেন যে 'হিফযুল ইমান' লেখকের কাফের হওয়াকে যারা সন্দেহ করবে তারাও কাফের ।

অপরদিকে হাশমী মিঞা তাঁর 'লাতায়েফে দেওবন্দ' কিতাবে 'হিফযুল ইমান' কিতাবের সমর্থকদিগকে অর্থাৎ মাওলানা থানবী (রহঃ) সহ দেওবন্দীদেরকে 'মুসলমানদের একটি দল' বলেছেন । অর্থাৎ হাশমী মিঞা সাহেব হযরত থানবী (রহঃ) ও দেওবন্দীদেরকে মুসলমান বলেছেন । সুতরাং আহমদ রেযা খান সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী 'লাতায়েফে দেওবন্দ' এর লেখক হাশমী মিঞা কাফের হয়ে গেলেন । (বিস্তারিত জানতে পড়ুন-বেরেলবীয়াত কা শীশমহল)

হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ) এর 'হিফযুল ইমান' পুস্তকের উক্ত বিতর্কিত ইবারতের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয়েছে । এই জবাবগুলি বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ফায়সালা কুন মুনাযারা', 'বেরেলবীয়াত কা শীশমহল', 'হযরত থানবী আওর আলা হযরত' প্রভৃতি । উক্ত কিতাবগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে মাওলানা থানবী (রহঃ) কোনো কুফরী কথাই বলেন নাই ।

আহমদ রেযা খান সাহেব ফেঁসে গেলেন

দেখুন মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব কিরকম নিজের ফতোয়াতে নিজেই ফেঁসে গিয়েছেন । বেরেলীদের প্রফেসার ড. মাসউদ সাহেব লিখেছেন,

مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب اپنے دوست مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی پھر بھی انہوں نے نہ مانا اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی و محبت کو برقرار رکھا۔

انوار مظہریہ ص 292

"মৌলবী আশরাফ আলী থানবীর গুস্তাখপূর্ণ ইবারত আলা হযরত আহমদ রেযা খান যখন নিজের বন্ধু মাওলানা আব্দুল বারী ফরঙ্গীমহলীকে দেখালেন তখন তিনি বললেন, আমার তো এর মধ্যে কোন কুফরী নজরে আসছে না । আলা হযরত একটি উদাহারণ দিয়ে বুঝালেন তবুও তিনি মানলেন না । আলা হযরত নিরুত্তর হয়ে গেলেন ।" (আনওয়ারে মাজাহিরিয়া, পৃষ্ঠা-২৯২)

প্রফেসার ডা. মাসউদ সাহেব নিজেই লিখেছেন যে "মাওলানা আব্দুল বারী ফরঙ্গীমহলী একজন দেওবন্দী আলেমের (অর্থাৎ থানবী) পক্ষ অবলম্বন করে তাঁকে কাফের

বলতে অস্বীকার করলেন তবুও তিনি (আলা হযরত) তাঁকে (আব্দুল বারী) কাফের বলেন নি ।” (ফতোয়ায়ে মাজাহিরিয়া, পৃষ্ঠা-৪৯৯)

অতএব মাওলানা আব্দুল বারী ফরঙ্গীমহলীর উপর ‘হুসামুল হারামাইন’ এর ভিত্তি অনুযায়ী কাফেরের ফতোয়া জারি করা উচিৎ ছিল যে তিনি হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) কে কাফের না বলে ‘হুসামুল হারামাইন’ এর ফতোয়াকে অস্বীকার করলেন এবং ‘হুসামুল হারামাইন’ এর ফতোয়াকে অস্বীকার করার জন্য জনাব আহমদ রেযা খান সাহেবের উচিৎ ছিল মাওলানা আব্দুল বারী ফরঙ্গীমহলীকে কাফের বলা যে খান সাহেব ‘হুসামুল হারামাইন’ এ লিখেছেন, “যে থানবীকে কাফের বলতে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে ।” (হুসামুল হারামাইন, পৃষ্ঠা-২০)

এই ফতোয়া খান সাহেব মাওলানা আব্দুল বারী ফরঙ্গীমহলীর উপর লাগালেন না বরং তিনি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা জারি রাখলেন আর বেরেলীদের এটাই উসুল যে, যে ব্যাক্তি কাফেরকে কাফের না বলবে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে ।

সুতরাং আহমদ রেযা খান সাহেব নিজের ফতোয়াতে নিজেই কাফের সাব্যস্ত হলেন ।

২ নং অপবাদ

হযরত থানবী (রহঃ) এর নামে কলমা ও দরুদ

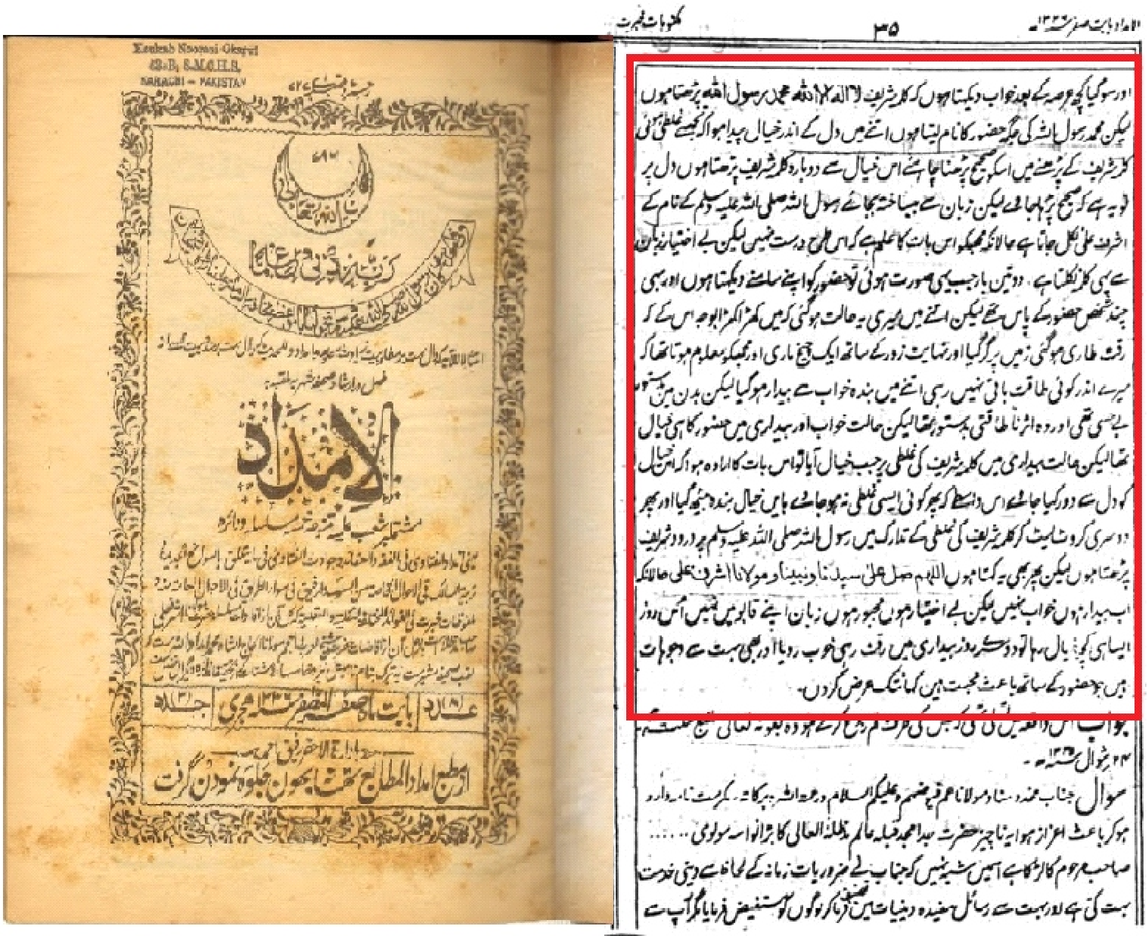
বেরেলীপন্থীদের ‘কে ইমানদার ?’ পুস্তকে হযরত থানবী (রহঃ) এর প্রতি অভিযোগ করে লেখা হয়েছে,

“১৩৩৬ হিজরী সনের সফর মাসের আল ইমদাদ রেসালার (পত্রিকার) ৩৫ পৃষ্ঠায় মৌলবী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের এক মুরীদের স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা এইরুপ বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ-

থানবী সাহেবের মুরীদ স্বপ্নে দেখিতেছেন যে কলমা পাঠরত অবস্থায় ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’ স্থলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রসুলুল্লাহ’ পড়িতেছেন । সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল যে তিনি অশুদ্ধ কলমা পাঠ করিতেছেন । তখন তিনি কলমা শরীফকে শুদ্ধভাবে পাঠ করিবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিলেন কিন্তু অসংযতভাবে ‘মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’র স্থলে, ‘আশরাফ আলী রসুলুল্লাহ’ই মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল, অথচ ইহা যে অশুদ্ধ এ ব্যাপারে তিনি সচেতন । যখন তিনি জগ্রত হইলেন

তখন তিনি এই খেয়ালকে অন্তর হইতে দুরিভূত করিবার সংকল্প করিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু দরুদ শরীফও শুদ্ধ উচ্চারিত না হইয়া "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়েদেনা ও নবীয়েনা ও মাওলানা আশরাফ আলী" উচ্চারিত হইতে লাগিল । এই ব্যাপারে মুরীদ বিচলিত হইয়া পীরের (আশরাফ আলীর) নিকট উক্ত ঘটনাটি পেশ করিলেন । ইহার উত্তরে আশরাফ আলী থানবী বলিলেন, "এই ঘটনার মধ্যে সান্তনা ছিল তুমি যাহার দিকে রুজু করিয়াছ অর্থাৎ যিনি তোমার পীর তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে সুন্নতের অনুসরণকারী ।"

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন



এই কথা লেখার পর 'কে ইমানদার ?' পুস্তকের লেখক মাওলানা শাহ সুফী আবু তাহির মহম্মদ ওলিউল্লাহ আল-কাদেরী লিখেছেন,

"এক্ষনে মুসলমানগণ আপনারা চিন্তা করুন যে, কোনো ইমানদার ব্যাক্তি তাহার সচেতন অবস্থায় কলমা শরীফ এবং দরুদ শরীফে 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' স্থলে অন্য কাহারও নাম কি কখনো উচ্চারণ করিতে পারে ? খোদা না করুন, যদি কাহারও মুখে কলমা এবং

দরুদ শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের পরিবর্তে অন্য কাহারও নাম উচ্চারিত হয় তাহা হইলে ধরিত হইবে যে তাহার উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হওয়ার শয়তানে অশুভ প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। এই অবস্থায় যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বেইমান হইয়া যাইবে।" (কে ইমানদার ?, পৃষ্ঠা-৩০-৩১)

জবাব

প্রথমেই বলে রাখা উচিৎ যে উক্ত কলমা পাঠকারী ব্যাক্তি থানবী (রহঃ) এর মুরীদ ছিলেন না। কেননা, হযরত থানবী (রহঃ) এর 'আল ইমদাদ' পত্রিকার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চার শিরোনামে প্রচার করা হত। যদি ফতোয়া বিষয়ে প্রশ্ন করা হত এবং প্রচীন কিতাবেই তার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যেত তাহলে তা 'ইমদাদুল ফাতওয়া' শিরোনামে ছাপা হত। আর যদি যুগ জিজ্ঞাসা হত এবং কুরআন হাদীস ও প্রচীন কিতাবাদির আলোকে তাতে কিছু আবিষ্কারধর্মী গবেষনার প্রয়োজন হত তবে তা 'হাওয়াদেসুল ফতওয়া' শিরোনামে ছাপা হত। আর যদি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন হত তাহলে মুরিদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হত 'তরবিয়াতুল সালেক' শিরোনামে। আর যদি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন মুরিদের বাইরে কেউ পাঠাতেন তাহলে তাঁর উত্তর দেওয়া হত 'মকতুবাতে খুবরাত' শিরোনামায়। আর উক্ত প্রশ্ন ও উত্তরটি প্রচারিত হয়েছিল 'মকতুবাতে খুবরাত' শিরোনামে। সুতরাং উক্ত কলেমা ও দরুদ পাঠকারী ব্যাক্তি হযরত থানবী (রহঃ) এর মুরিদ ছিলেন না। একথা পরিস্কার অনুমেয়।

কিন্তু বেরেলীরা উক্ত ব্যাক্তিকে হযরত থানবী (রহঃ) এর মুরিদ বলে জালিয়াতির প্রশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং জালিয়াত ও বেরেলবীয়াত একই মুদ্রার দুইটি পিঠ।

এবার দেখা যাক হযরত থানবী (রহঃ) এর নামে উক্ত কলমা পাঠ বিষয়টি সত্যই ভূল ছিল কি ছিল না। এবং সত্যই হযরত থানবী (রহঃ) এর প্রতিবাদ না করে কাফের হয়ে গিয়েছিলেন না মুসলমান ছিলেন ?

বেরেলীরা তো হযরত থানবী (রহঃ) এর উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে। এবার দেখা যাক তারা হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিসতী ও হযরত শিবলী (রহঃ) কেও কাফেরের ফতোয়া দেয় কিনা।

হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ) এর 'মালফুযাতে ফাওয়ায়েদুস সালেকীন' কিতাবের ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "একবার এরকম হয়েছে যে আমি এবং অনেক সুফী শায়খ মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ) এর খিদমতে হাজির হলাম।....... সেই সময় এক ব্যাক্তি বাহির থেকে এল এবং বলল যে আমি আপনার খিদমতে মুরিদ হওয়ার জন্য এসেছি।

খাজা মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ) বললেন, 'বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু চিসতী রসুলুল্লাহ' সেই ব্যাক্তি তাই বলল । তখন খাজা সাহেব তাকে বাইয়াত করলেন ।''

(ফাওয়ায়েদুস সালেকীন, পৃষ্ঠা- ১৮-১৯)

অপরদিকে হযরত শিবলী (রহঃ) এর জীবনীতে আছে, হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) এর খলিফা সেখ নাসীরুদ্দীন চিরাগ দেহলবী এই ঘটনাটা লিখেছেন,

''একবার কোন একজন ব্যাক্তি সেখ শিবলী (রহঃ) এর খিদমতে হাজির হল এবং বলল যে, বাইয়েত হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি যদি কবুল করেন । বললেন, আমি রাজি আছি কিন্তু আমি যা বলব তার উপর আমল করতে হবে । সে তাতে রাজি হয়ে গেল । তিনি বললেন, কলমা কিরকম পড় ? লোকটি বলল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' খাজা শিবলী আলাইহের রহমা বললেন এইরকম বল যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিবলী রসুলুল্লাহ' । মুরিদের আক্বীদা ঠিক ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই রকম পড়ে নিল ।'' (মুফতাহুল আশেকীন, পৃষ্ঠা-৩, মালফুযাতে চিরাগ দেহলবী)

উপরে মাওলানা থানবী (রহঃ) এর ঘটনায় দেখা যায় যে উক্ত ব্যাক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে হযরত থানবী (রহঃ) এর নামে কলমা ও দরুদ পড়ছেন তাতেই বেরেলীদের এত হাঙ্গামা যে তারা মাওলানা থানবী (রহঃ) কে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে । অপরদিকে খাজা মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ) ও হযরত শিবলী (রহঃ) মুরিদকে তাঁদের নামে কলমা পড়তে বলছেন তাও জাগ্রত অবস্থায় কিন্তু বেরেলীরা তাদের নামে কোন ফতোয়া জারি তো দুরের কথা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে নাই । এই হল বেরেলী জামাআতের জালিয়াতির নমুনা ।

আসল ব্যাপার হল স্বপ্নের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার । সেখানে ব্যাক্তির নিজের কোন আয়ত্ব থাকে না । কোন মানুষ যদি স্বপ্নে নিজেকে আল্লাহ মনে করে তাহলে সে আল্লাহ হয়ে যায় না, আর স্বপ্নে নিজেকে ভিখারী দেখলে সে ভিখারী হয়ে যায় না । কোনো লোক যদি স্বপ্নের মধ্যে সারা রাত জ্বেনা ব্যাভিচার করে তাহলে তার কোন গুনাহ হয়না এবং কোনো লোক যদি স্বপ্নের মধ্যে সারা রাত নামায, রোজা, হজ্ব, জাকাত আদায় করে তাহলে কোন নেকিও হয়না । কোন লোক যদি স্বপ্নের মধ্যে বিবিকে তালাক দেয় তাহলে তালাক হয়না আর পুনরায় বিবাহ করার প্রয়োজন হয়না ।

আর ঐ একই কথা বলেছিলেন মাওলানা থানবী (রহঃ) তাঁর মুরিদকে । তিনি মুরিদকে বলেছিলেন, ''এই ঘটনার মধ্যে সান্তনা ছিল যে তুমি যার দিকে রুজু করেছ অর্থাৎ যিনি তোমার পীর তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে সুন্নতের অনুসরণকারী ।''

সুতরাং এখানে থানবী (রহঃ) এর ব্যাখ্যার কোন ভূল নেই বেরেলীদের বোঝার ভূল । বেরেলীদের গোলাম ছামদানী রেযবী লিখেছেন, ''থানবী সাহেবের বলা উচিৎ ছিল,

শ্রীঘ্র তওবা কর, শুদ্ধ কলমা পড় নতুবা তুমি মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে কাফের হয়ে যাবে ।” (তবলীগী জামাআতের গুপ্ত রহস্য)

উত্তরে বলব ছামদানী সাহেবের এই বক্তব্য সঠিক নয় কারণ, স্বপ্নের উপর কোন ফতোয়া হয়না, স্বপ্নের তাবীর হয় । আর তাবীর কখনো সরাসরী হয় না ।

বর্ণিত আছে, একবার স্বপ্ন বিশারদ আল্লামা ইবনে শিরীন (রহঃ) এর কাছে জনৈক ব্যাক্তি এসে বলল, “হুযুর আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচার করছি ।” উত্তরে আল্লামা ইবনে শিরীন (রহঃ) বললেন, “এর তাবীর হল তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আরো মধুর হবে (বৈধ ভাবে) ।”

তাহলে ছামদানী সাহেবের কথা অনুযায়ী এখানে আল্লামা ইবনে শিরীন (রহঃ) কে কি বলা উচিৎ ছিল, “শ্রীঘ্র তওবা কর নতুবা স্বীয় মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচার করার গুনাহ তোমার ঘাড়ে চাপবে ।”

আর যদি ছামদানী তথা বেরেলীরা বলেন যে, না থানবী (রহঃ) প্রতিবাদ না করে কাফের হয়ে গেছেন তাহলে আমরা বলব, খাজা মইনুদ্দীন চিসতী (রহঃ) ও হযরত শিবলী (রহঃ) কেও তাঁদের মুরিদদেরকে নিজেদের নামে কলমা পাঠ করার জন্য কাফের বলে ফতোয়া দিন না । আছে আপনাদের কলেজায় দম ?

হাদীস শরীফ থেকে এর জবাব

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, “এক ব্যাক্তির সাওয়ারী ছিল যার উপর তার জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্য ছিল । সেটা হারিয়ে গেল । সেই ব্যাক্তি খুঁজতে খুঁজতে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নিচে শুয়ে রইল । লোকটি শুয়ে ছিল হঠাৎ তার সাওয়ারী তার সামনে এসে হাজির হয়ে গেল এবং সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলল, ‘আল্লাহুম্মা আনতা আবদী ওয়া আনা রব্বুক’ অর্থাৎ ‘হে আমার আল্লাহ তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার খোদা ।’

এরকম ধরণের মারাত্মক কথা যখন সেই লোকটি বলল তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে কাফের বলে ফতোয়া দেন নি বরং তিনি বললেন, ‘খুশিতে আত্মহারা হয়ে ভূল কথা বলে দিল’ ।” (মিশকাত শরীফ, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২০৩)

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমান হয় বে-ইখতিয়ার হয়ে কুফরী কালাম বলে ফেললে কাফের হয়ে যায় না ।

মাওলানা থানবী (রহঃ) কি খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী ছিলেন ?

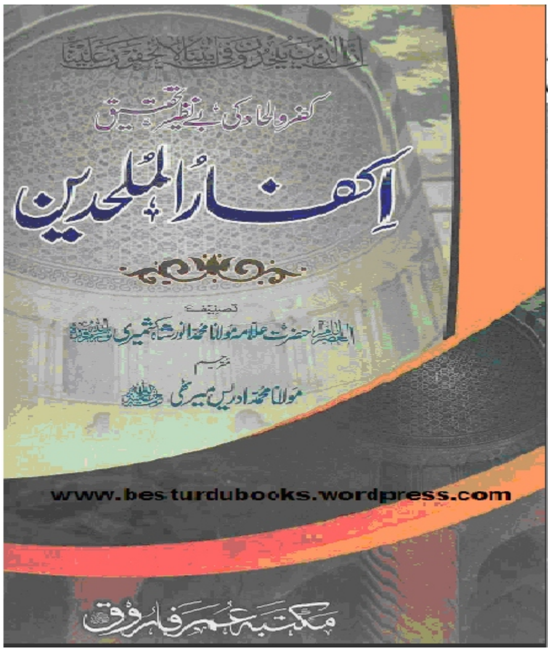
যেহেতু মাওলানা থানবী (রহঃ) সেই ব্যাক্তিকে প্রতিবাদ করেন নি সেজন্য বেরেলীরা এখানে বলতে চান যে হযরত থানবী (রহঃ) নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন এবং তিনি নবী (সাঃ) এর খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী ছিলেন । অথচ বেরেলীদের এই বক্তব্য ধোপে টিকে না । কেননা, তিনি লিখেছেন, ‘‘পয়গাম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ) ও সর্বশেষ ছিলেন আমাদের হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ।’’ (বেহেস্তী জেওয়ার, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২২)

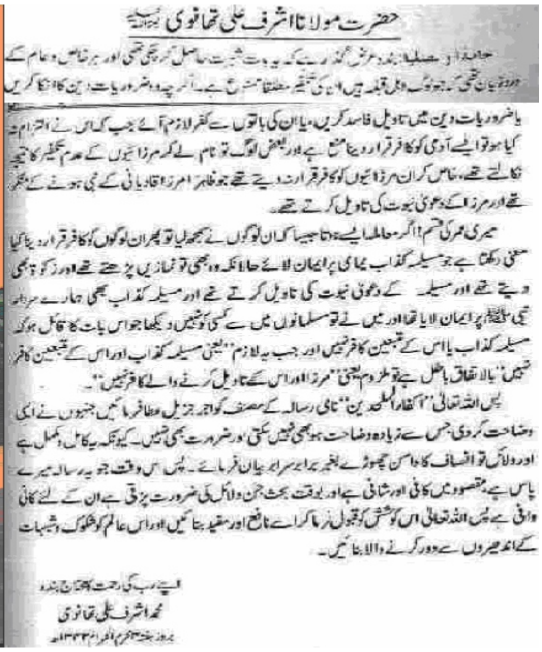
তিনি আরও লিখেছেন, ‘‘পয়গাম্বরদের মধ্যে কারো কারো মর্যাদা অন্যদের তুলনায় বেশী । সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) এর আর তাঁর পরে অন্য কোন নতুন নবী আসতে পারবে না । কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এবং জ্বিন হবে তিনি তাদের সকলেরই নবী ।’’ (বেহেস্তী জেওয়ার, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১২ নং আক্বীদা)

মাওলানা থানবী (রহঃ) তাঁর ‘তফসীরে বায়ানুল কুরআন’ এর মধ্যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকে খন্ডন করেছেন এবং তিনি ‘ইমদাদুল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে কাদিয়ানীদের বক্তব্যকে খন্ডন করেছেন । তিনি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র ‘আল খিতাবুল মলীহ ফি তাহকীকিদ্ দাজ্জাল ওয়াল মসীহ’ নামে পুস্তক প্রনয়ন করেন ।

হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ‘একফারুল মুলহেদীন’ নামে কিতাব লিখেন যেটাকে হযরত থানবী (রহঃ) সমর্থনের সাক্ষর করেছেন ।

গ্রন্থটির স্ক্রীন শর্ট





حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

محمد اشرف علی تھانوی

সুতরাং হযরত থানবী (রহঃ) নিজেকে নবী বলে দাবীও করেন নাই এবং তিনি খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকারও করেন নাই । যারা নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে শেষ নবী বলে মানে নাই তাদেরকে উলামায়ে দেওবন্দের তরফ থেকে কাফের বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে ।

বেরেলীরা আহমদ রেযা খানকে নবী বলে মানে

বেরেলীরা আহমদ রেযা খান সাহেবকে নবী বলে মনে করে । তার কারণ, বেরেলীদের কিতাবে লেখা আছে,

নাকীরাঈন মারকাদ মে জো পুছেঙ্গে তু কিসকা হ্যায়
আদাব সে শর ঝুকাকর নাম লুঙ্গা আহমদ রেযা খান কা
(নাগমাতুর রুহ, পৃষ্ঠা- ১৩)

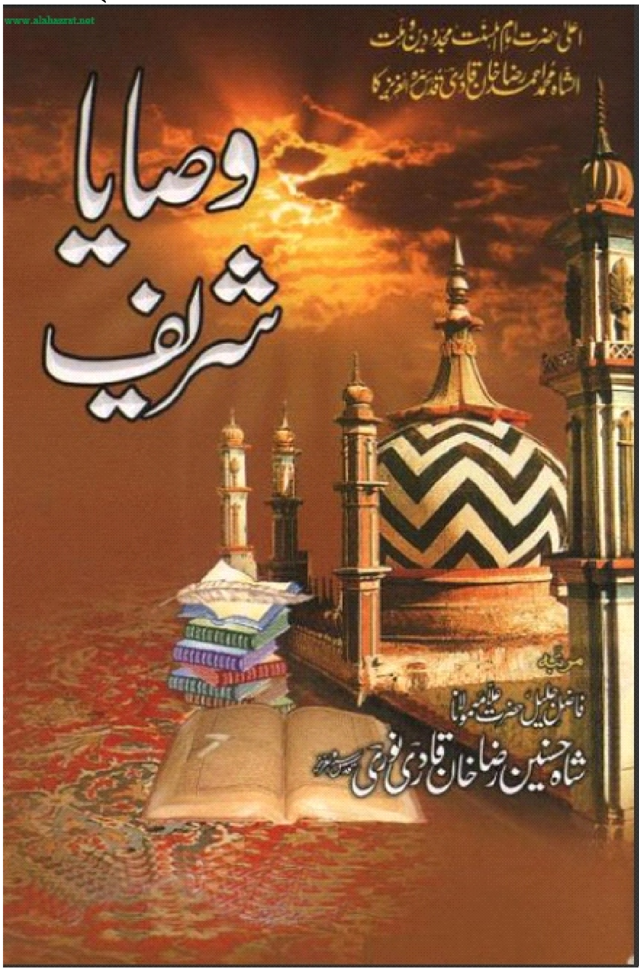
অর্থাৎ কবরে মনকীর নাকীর যখন এসে প্রশ্ন করবে তুমি কার ? আমি বিনিতভাবে, মাথা নত করে আহমদ রেযা খানের নাম নেব ।

অধিকাংশ মুসলমান মাত্রেই জানেন যে কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে সেই তিনটি প্রশ্ন হল,

(১) মান রব্বুকা, (২) মা দ্বীনুকা, (৩) মান হাজার রসুল ? অর্থাৎ তোমার রব (প্রভূ) কে ? তোমার দ্বীন কি ? (প্রিয় নবীকে দেখিয়ে বলা হবে) এই ব্যাক্তি কে ? তার উত্তর হবে, আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম, ইনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) । কিন্তু বেরেলীরা তিনটি প্রশ্নের উত্তরেই আহমদ রেযা খানের নাম নেবে । অর্থাৎ কবরে মুনকীর নাকীর যখন প্রশ্ন করবে, 'তোমার রব কে ?' তখন বেরেলীরা বলবে, 'আমাদের রব আহমদ রেযা খান সাহেব ।' মুনকীর নাকীর যখন বলবে, 'তোমার দ্বীন কি ?' তখন বেরেলীরা বলবে, 'আমার দ্বীন ও মাযহাব তাই যা আহমদ রেযা খান সাহেবের কিতাব থেকে প্রকাশ পেয়েছে ।' কেননা, খান সাহেব বলেছেন, "রেযা হুসাইন আওর হাসনাইন আওর তুম সব মুহাব্বাত সে রহো । আওর হাত্তা লা মাকাঁ ইত্তেবায়ে শরীয়াত না ছোড়ো । আওর মেরা দ্বীন ও মাযহাব জো মেরে কুতুব সে জাহির হ্যায় উস পর মজবুতি সে কায়েম রেহনা হর ফরজ সে অহম ফরজ হ্যায় ।" (ওসায়া শরীফ, পৃষ্ঠা- ১৬)

অর্থাৎ রেযা হুসাইন আওর হাসনাইন তোমরা সকলে ভালোবাসার সঙ্গে থাকবে যথা সম্ভব শরীয়াতের অনুসরণ ছাড়বে না । আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাব

থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর কঠিন শক্তভাবে কায়েম থাকা সমস্ত ফরজের থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ।




www.alahazrat.net

١٦

(١٣) ننھے میاں سلمہ کی نسبت جو خیالات حامد رضا خان کے ہیں، میں نے تحقیق
کیا سب غلط ہیں اور وہ احکام بے اصل، یہ شرعی مسئلہ سے کہتا ہوں نہ زرعایت
سے ان کی غلط فہمی ہے، ان کی اطاعت و محبت واجب ہے، اور اُن پر اُن سے
محبت و شفقت لازم، جو اس کے خلاف کرے گا اس سے

(١٤) رضا حسین حسنینؒ اور تم سب محبت و اتفاق سے رہو، اور حتی الامکان
اتباعِ شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دینؒ و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس
پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے اہم فرض ہے، اللہ توفیق دے والسلام
٢٥ صفر المظفر ١٣٤٠ھ روز جمعہ مبارکہ ١٢ بجکر ٢١ منٹ پر یہ وصایا قلم بند
ہو گئے۔

ؒ رضا حسین عرف میرے برادر مکرم حکیم حسین رضا خان صاحب کا ہے جو عرصہ دراز سے اعلیحضرت
کی خدمت میں علاج کرتے تھے اور آخر تک کرتے رہے، حضرت کے بیمار ہونے پر اعزا کی رائے
تبدیل معالج کی ہوئی حضرت نے سن کر ہندی کی مثل فرمائی "گھر کا جوگی جوگیا ان گاؤں کا سدھ"
اور فرمایا جب سے انہوں نے میرا علاج شروع کیا ہے اس وقت تک اس کی دوا نے کبھی نقصان نہ پہنچایا
گھر کا طبیب ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو نہیں سمجھتا اور نہ قدر کرتا ہے۔

ؒ اس پر بھی دیوبندیوں وہابیوں نے بیجا اعتراض کر کے طرح طرح سے مغالطہ دیا ہے
اور (میرا دین و مذہب) کو اعلیحضرت قدس سرہ کا جدید مذہب قرار دیا، جاہل دیوبندیوں
وہابیوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نکیرین قبر میں آ کر تین سوال کریں گے
جن میں دوسرا سوال یہ ہو گا مَا دِیْنُکَ یعنی تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب ہر ایک سنی
صحیح العقیدہ یہ دے گا کہ دِیْنِیَ الْاِسْلَام یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اعلیٰحضرت
امام اہلسنت قدس سرہ کا دین و مذہب سچا اسلام ہے جو آپ کی تصانیف سے ظاہر و باہر ہے،

আর মুনকার নাকীর যখন নবী (সাঃ) কে দেখিয়ে বলবে, ‘এই ব্যাক্তি কে ?’ তখন বেরেলীরা বলবে, “এই ব্যাক্তি আমাদের নবী আহমদ রেযা খান সাহেব ।”

বেরেলীদের ‘নাগমাতুর রুহ’ কিতাবে আরও লেখা আছে,

সাকিয়ে কাওসার সে লেকর খালাদ মে
জামে কাওসার কা পিলা আহমদ রেযা,
জব জবানে সুখ জাঁয়ে পিয়াস মে
জামে কাওসার কা পিলা আহমদ রেযা ।
হাশর মে জব হো কিয়ামত কি তাপিস
আপনে দামন মে ছুপা আহমদ রেযা,
হাশর কে দিন জব কহী সায়া না হো
আপনে সায়া মে ছুপা আহমদ রেযা ।

(নাগমাতুর রুহ, পৃষ্ঠা-১১)

এখানে পরিস্কার ভাবে আহমদ রেযা খান সাহেবকে নবী বলে স্বীকার করা হয়েছে । আর একথা আমাদের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে 'কে ইমানদার ?' পুস্তকের লেখক আবু তাহের ও গোলাম ছামদানী রেযবীদের গ্রুপ তথা বেরেলী গোষ্টি জানেন যে তাঁদের কিতাবে এইসব কুফরী কালাম লেখা আছে সেজন্য তাঁরা নিজেদের কলঙ্কিত অধ্যায়গুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মাওলানা থানবী (রহঃ) এর চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য জঘন্য অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন । আজ পর্যন্ত বেরেলী গোষ্ঠি কি প্রমান করতে পারবেন যে কোন দেওবন্দী লিখেছেন,

নাকীরাঈন মারকাদ মে জো পুছেঙ্গে তু কিসকা হ্যায়
আদাব সে শর ঝুকাকর নাম লুঙ্গা আশরাফ আলী থানবী কা ।

অথবা কোন দেওবন্দী এরকম লিখেন নি যে,

সাকিয়ে কাওসার সে লেকর খালাদ মে
জামে কাওসার কা পিলা আশরাফ আলী,
জব জবানে সুখ জাঁয়ে পিয়াস মে
জামে কাওসার কা পিলা আশরাফ আলী ।
হাশর মে জব হো কিয়ামত কি তাপিস
আপনে দামন মে ছুপা আশরাফ আলী,
হাশর কে দিন জব কহীঁ সায়া না হো
আপনে সায়া মে ছুপা আশরাফ আলী ।

এরকম ধরণের কথা কোনো দেওবন্দী আলেম লিখেন নি । এরকম ধরণের কথা বেরেলীরা আহমদ রেযা খান সাহেব সম্পর্কে লিখেছেন । সুতরাং কাফের উলামায়ে দেওবন্দ নয় বরং বেরেলীরাই কাফের ।

এখানে বেরেলীদেরকে বলব, আপনারা দেওবন্দীদেরকে কাফের বলার আগে নিজেদের ইমানকে পরীক্ষা করুন এবং বুকে হাত দিয়ে বলুন কাফের উলামায়ে দেওবন্দ না বেরেলী দানবেরা ।

বেরেলীরা আল্লাহর নবী (সাঃ) ছাড়া অন্যের নামে দরুদ পড়েন

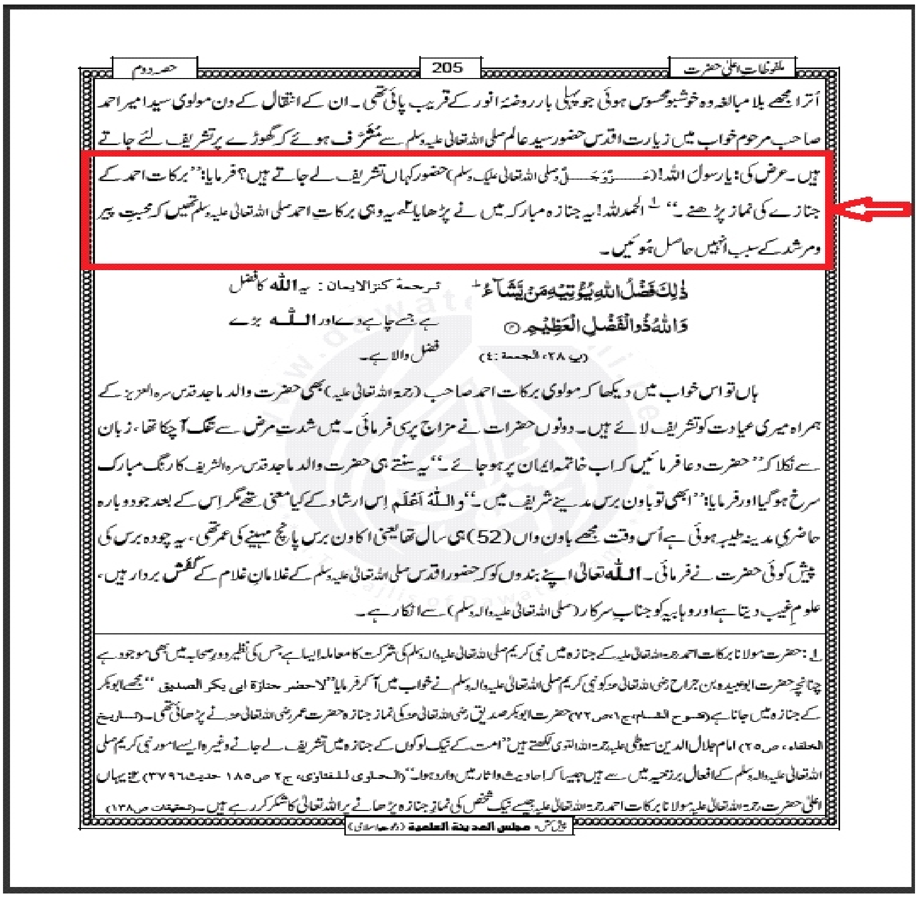
জনৈক ব্যাক্তি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর নামে স্বপ্নে দরুদ পড়েছেন বলে হযরত থানবী (রহঃ) এর প্রতি কাফের ফতোয়া দিয়েছেন । কিন্তু বেরেলীরা নিজেরা আল্লাহর রসুল (সাঃ) ছাড়া অন্যের নামে দরুদ পড়েছেন । যেমন, বেরেলীদের কিতাবে লেখা আছে,

"আল্লা হুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি ওয়া আলাইহিম ওয়া আলাল মাওলাল কারীম মাওলানা সাইয়্যিদিস শাহ আবিল হাসিম আহমদ নুরী ওয়া আলাল মাওলা আল হুমাম ইমাম আহলে সুন্নাহ মুজাদ্দিদুল মিয়াতুল হাজিরা মুআয়্যিদুল মিল্লাতি তাহিরা মাওলানা ওয়া সাইয়্যেদেনা আহমদ রেযা খা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু।"

এখানে বেরেলীরা মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের নামে দরুদ পাঠ করেছেন। জনৈক ব্যাক্তি তো মাওলানা থানবী (রহঃ) এর নামে স্বপ্নে দরুদ পড়েছেন কিন্তু বেরেলীরা মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের নামে সজ্ঞানে দরুদ পড়েছেন। বলুন বেরেলীরা খান সাহেবের নামে কি ফতোয়া দিবেন ?

অপরদিকে আহমদ রেযা খান সাহেবও বরকাত আহমদ এর নামে দরুদ পাঠ করেছেন। মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব 'আল মালফুযাত' গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় বরকাত আহমদ এর নাম নেওয়ার পর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলেছেন। এইবার বেরেলীরা মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবকে কি ফতোয়া দিবেন ভেবে দেখুন। এইবার দেখি আপনারা মাওলানা থানবী (রহঃ) এর মতো আহমদ রেযা খান সাহেবের নামেও কাফের ফতোয়া জারি করতে পারেন কিনা ? এইবার বোঝা যাবে বেরেলীরা খেয়ানতকারী না দেয়ানতদার ?

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন:


حصہ دوم 205 ملفوظات اعلیٰ حضرت

اُترا مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضۂ انور کے قریب پائی تھی۔ ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لئے جاتے ہیں۔ عرض کی: یارسول اللہ! (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا: "برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔" ۱ الحمد للہ! یہ جنازہ مبارک میں نے پڑھایا۔ یہ وہی برکات احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھیں کہ محبت پیر و مرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئیں۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ (پ ۲۸، الجمعۃ: ٤)

ترجمۂ کنزالایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

ہاں تو اس خواب میں دیکھا کہ مولوی برکات احمد صاحب (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بھی حضرت والد ماجد قدس سرہ العزیز کے ہمراہ میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ دونوں حضرات نے مزاج پرسی فرمائی۔ میں شدت مرض سے تنگ آچکا تھا۔ زبان سے نکلا کہ "حضرت دعا فرمائیں کہ اب خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔" یہ سنتے ہی حضرت والد ماجد قدس سرہ الشریف کا رنگ مبارک سرخ ہوگیا اور فرمایا: "ابھی تو باون برس مدینے شریف میں۔" واللّٰہ اَعلم اس ارشاد کے کیا معنی تھے مگر اس کے بعد جو دوبارہ حاضری مدینہ طیبہ ہوئی ہے اُس وقت مجھے باون واں (52) ہی سال تھا یعنی اکاون برس پانچ مہینے کی عمر تھی۔ یہ چودہ برس کی پیش گوئی حضرت نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامان غلام کے کفش بردار ہیں، علوم غیب دیتا ہے اور وہابیہ کو جناب سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے انکار ہے۔

۱: حضرت مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شرکت کا معاملہ ایسا ہے جس کی نظیر دورِ صحابہ میں بھی موجود ہے چنانچہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے خواب میں آکر فرمایا "لاحضر جنازة ابی بکر الصدیق" مجھے ابوبکر کے جنازہ میں جانا ہے (فتوح الشام، ج ۱، ص ۷۲) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۲۵) امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں "امت کے نیک لوگوں کے جنازہ میں تشریف لے جانے وغیرہ ایسے امور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے افعال برزخیہ میں سے ہیں جیسا کہ احادیث و آثار میں وارد ہوا" (الحاوی للفتاوی، ج ۲، ص ۱۸۵ حدیث ۳۷۹٦) یہ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے نیک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں۔ (حقیقت، ص ۱۲۸)

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

বেরেলীরা মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের নামে দরুদ পড়ল, মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বরকাত আহমদের নামের পাশে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলে দরুদ শরীফ পাঠ করলেন কিন্তু তাঁদের উপর কোনো ফতোয়াবাজি নেই কিন্তু জনৈক ব্যাক্তি মাওলানা থানবী (রহঃ) এর নামে স্বপ্নে জ্ঞানহীন অবস্থায় দরুদ শরীফ পড়ে ফেললেন তাতেই এতো ফতোয়াবাজি ? এই দ্বিচারিতা কেন ? মাওলানা থানবী (রহঃ) যদি কাফের হন তাহলে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবকেও কাফেরের ফতোয়া দিতে হবে । আছে বেরেলীদের এই হিম্মত ? আছে কলিজায় দম ? যদি থেকে থাকে তাহলে আহমদ রেযা খান সাহেবের নামেও কাফের ফতোয়া জারি করুন ।

৩ নং অপবাদ

'তাহযীরুন্নাস' কিতাবে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) কি নবী (সাঃ) কে শেষ নবী মানতে অস্বীকার করেছেন ?

বেরেলীদের 'কে ইমানদার ?' পুস্তকে লেখা আছে,

"আবার কাসেম সাহেব বলিতেছেন, যথা 'আগার বিল ফারয বাদ্ যামানা নবাবী সালআম ভি কোই নাবী পায়দা হো তো ফেরভী খাতেমিয়াত মে কুছ ফারাক না আয়েগা ।' অর্থাৎ বস্তুত যদি নবী (সাঃ) এর যামানার পর কোনো নবীর আবির্ভাব হয় তাহা হইলেও হুযুর (সাঃ) এর শেষ নবী হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটিবে না ।"

জবাব

এই কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে বেরেলীরা কাসেমুল উলুম ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) কে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে । তাদের দাবী যে এখানে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) খাতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছেন ।

এই কথাকে বেরেলীদের আলা হযরত অর্থাৎ আহমদ রেযা খান সাহেব 'হুসামুল হারামাইন' কিতাবে লিখেছেন, "তাহযীরুন্নাস কিতাবে মাওলানা কাসেম সাহেব নানুতুবী ঐ কিতাবে বলেছে যে হুযুর (সাঃ) এর যামানায় অন্য কোন নবী মেনে নেওয়া যায় বরং যদি তাঁর পরেও কোন নতুন নবীর আবির্ভাব হয় তাহলেও তাঁর শেষ নবী হওয়ার কোন পার্থক্য

আসবে না । 'খাতেমুন নবীইন' অর্থ শেষ নবী এটা সাধারণ লোকের ধারণা অথচ জ্ঞানী লোকেদের নিকট তাতে কোনো শ্রেষ্টত্ব নিহিত নাই ।'' (হুসামুল হারামাইন, পৃষ্ঠা-১২)

و لو فرض فی زمنه صلی الله علیه وسلم بل لو حدث بعده صلی الله علیه وسلم
نبی جدید لم یخل ذالك بخاتمیته و انما یتخیل العوام انه صلی الله علیه وسلم
خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین مع انه لا فضل فیه اصلا عند اهل الفهم

حسام الحرمین عربی اردو، ص19

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন:



এখানে আহমদ রেযা খান সাহেব জালিয়াতির প্রশ্রয় নিয়ে 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ ২৫ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ ও ৩ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ নিয়ে কাটছাঁট করে কুফরী ইবারত নিজে বানিয়ে মাওলানা কাসেম সাহেব নানুতুবী (রহঃ) কে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন । অর্থাৎ খান সাহেব ''হুযুর (সাঃ) এর যামানায় অন্য কোন নবী মেনে নেওয়া যায়'' অংশটুকু 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠা থেকে নিয়েছেন, ''যদি তাঁর পরেও কোন নতুন নবীর আবির্ভাব হয়'' কথাটি ২৫ পৃষ্ঠা থেকে নিয়েছেন, '' 'খাতেমুন নবীইন' অর্থ শেষ নবী এটা সাধারণ লোকের ধারণা '' কথাটি ৩ পৃষ্ঠা থেকে নিয়েছেন । এই হল আলা হযরতের জালিয়াতির নিকৃষ্ট নমুনা ।

বেরেলীদের দাবী হযরত নানুতুবী (রহঃ) 'খতমে নবুওয়াত'কে অস্বীকার করেছেন অথচ হযরত নানুতুবী (রহঃ) লিখেছেন, "হুযুর (সাঃ) এর পরে অন্য কোনো নবী আসবে বলে বিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যাবে ।" (তাহযীরুন্নাস, পৃষ্ঠা-৯)

তিনি আরও লিখেছেন, "রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পরে কোনো নবী হওয়ার সম্ভাবনা নাই । এবং সে এতে দ্বিধাবোধ করবে ও অবিশ্বাস করবে তাকে আমি কাফের বলে মনে করি ।" (মুনাযারায়ে আজিবা, পৃষ্ঠা- ১০৩)

আসলে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) তাঁর 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবে 'খাতেমুন নবীইন' শব্দের দুইটি ব্যাখ্যা করেছেন । প্রথমত সর্বশেষ যামানর নবী ও সর্বশেষ স্তরের নবী বা সর্বোচ্চ মর্যাদার নবী । কেবলমাত্র প্রথম ব্যাখ্যাটিকে অর্থাৎ 'সর্বশেষ যামানার নবী' মনে করাকে তিনি সাধারণ লোকের ধারণা বলেছেন । কিন্তু কাসেম নানুতুবী (রহঃ) দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন । অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ মর্যাদার নবী'ও বলেছেন । এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) বলেছেন,

"যদি নবী (সাঃ) এর যামানার পরেও কোন নবীর আবির্ভাব হয় তাহলে হুযুর (সাঃ) এর শেষ নবী (অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ মর্যাদার নবী') হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটবে না ।"

এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে কাসেম নানুতুবী (রহঃ) বলতে চেয়েছেন নবী (সাঃ) এর পরেও নতুন কোনো নবী আসতে পারে । যদি তাই তাঁর আক্বীদা হত তাহলে তিনি ঐ 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবে 'মুনাযারায়ে আজিবা' হুযরের পর নবী আসতে পারে একথা মান্যকারীদের কাফের বলতেন না ।

বেরেলরা স্বীকার করেছেন মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) কোনকুফরী কথা বলেন নি

বেরেলীদের মধ্যে অনেক আলেম মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবের উক্ত বিতর্কিত ইবারতটি কুফরী নয় বলে মনে করেছেন । যেমন বেরেলী মৌলবী হাফিয আহমদ বখস লিখেছেন,

حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نانوتوی موصوف کی عبارت کو قضیہ فرضیہ پر محمول کرتے ہوئے اسے کفریہ کہنے میں احتیاط برتی ہے۔

جمال کرم ج1، ص 696

"হযরত জিয়াউল উম্মত (রহঃ) মাওলানা কাসেম নানুতুবীর উক্ত ইবারতকে ফরজী মনে করে সেটাকে কুফরী ইবারত বলতে সাবধান করেছেন ।" (জামালে করীম, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-৬৯৬)

সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর উক্ত বিতর্কিত ইবারতটি কুফরী নয় । বেরেলীদের ড. তাহিরুল কাদেরী লিখেছেন,

میں تکفیری مہم کا فرد نہیں ہوں ...... دوسرے مسلک کی توہین اور تکفیر دینداری نہیں بلکہ عین فرقہ واریت ہے ہم پر لازم ہے کہ اُمت مسلمہ کے مختلف طبقات کو ساتھ لے کر چلیں۔

خطرہ کی گھنٹی ص233

"আমি কাফের বলার পক্ষপাতী নয় ।.......অন্য মসলকের অসম্মান এবং কাফেরের ফতোয়া দেওয়া নীতিসঙ্গত নয় বরং সেটা ফিরকাবাজি বটে । আমাদের উপর এটা আবশ্যিক যে অন্য দলকে সঙ্গে নিয়ে চলা ।" (খতরাহ কি ঘন্টি, পৃষ্ঠা-২৩৩) (Download Link- http://archive.org/details/KhatrayKiGhantitahirUlQadrimodoodiAurTahirQadrifitnaETahirQadri)



۱

یااللہ جل جلالہٗ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ (پ ۱۱ رکوع ۴)

باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے
شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول

کتاب مستطاب

پروفیسر طاہر القادری علماء اہلسنّت کی نظر میں

مسمّٰی بہ

خطرہ کی گھنٹی

از قلم حقیقت رقم

پاسبانِ مسلک رضا، نباض قوم مولانا الحاج ابوداؤد محمد صادق صاحب

امیر جماعت رضائے مصطفےٰ پاکستان

ناشر: مکتبہ رضائے مصطفےٰ چوک دارالسلام گوجرانوالہ

۲۳۳

احترام کریں گے۔ ان سے کسی قسم کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ قادیانی خود کو اقلیت تسلیم کریں یا نہ کریں ہم ان سے شہریوں کی طرح حسن سلوک کریں گے۔ (رسالہ چٹان لاہور ۲۵ مئی ۱۹۸۹ء)

امتیاز نہیں: ہم امتیاز کی بجائے امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ (جنگ لاہور جمعہ میگزین ۲۷ فروری ۱۹۸۷ء)

"ہمارے نزدیک شیعہ سنی میں کوئی امتیاز نہیں" (چٹان لاہور ۲۵ مئی ۸۹ء)

نفرت نہیں: یہاں (ہمارے پاس) شیعہ سے لیکر وہابی تک سب لوگ آتے ہیں۔ اس لئے آتے ہیں کہ یہاں (سب کے لئے) محبت اور اخوت (بھائی چارے) کا پیغام دیا جاتا ہے نفرتوں کا پیغام نہیں ادارہ منہاج القرآن مسلکی و گروہی اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر محبت و اخوت کا پلیٹ فارم ہے۔ (رسالہ دید شنید لاہور ۴ تا ۹ اپریل ۱۹۸۶ء)

بدعقیدہ کا رد نہیں: ہم فرقہ وارانہ مسائل کو کسی صورت بھی زیر بحث آنے یا پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے ...... میں مسلک کو ذاتی اور نجی مسئلہ سمجھتا ہوں"۔ (جو اپنی ذات ... تک محدود ہو کسی پراس کا اظہار نہ ہو) (ماہنامہ ضیاء حرم لاہور فروری ۱۹۸۷ء ص: ۳۲)

گستاخ کی تکفیر نہیں: "میں تکفیری مہم کا فرد نہیں ہوں ...... دوسرے مسالک کی توہین اور تکفیر دینداری نہیں بلکہ عین فرقہ واریت ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ امت مسلمہ کے مختلف طبقات کو ساتھ لیکر چلیں" (ضیاء حرم لاہور ص: ۳۱، ۳۲)

بریلویت وحشت: "بریلویت، دیوبندیت، اہلحدیث، شیعیت ایسے تمام عنوانات سے وحشت ہونے لگتی ہے"۔ (کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ ص: ۱۱۱)

سب پر لعنت، سب سے لاتعلقی: "میں فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں کسی فرقہ کا نہیں۔ بلکہ حضور کی امت کا نمائندہ ہوں"۔ (رسالہ دید شنید لاہور ۴ تا ۹ اپریل ۱۹۸۶ء)

سب کی اقتداء: "میں شیعہ وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنا صرف پسند ہی نہیں کرتا بلکہ جب

বেরেলীরা 'ঢোল কি আওয়াজ' নামে একখানি বই লিখেছেন । যার লেখক হলেন মাওলানা কামালুদ্দীন তোকলবী সাহেব । সেখানে তিনি মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর উক্ত ইবারতের স্বপক্ষে সাফাই পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন,

میں نے تحذیر الناس کو دیکھا میں مولانا محمد قاسم صاحب کو اعلیٰ درجہ کا مسلمان سمجھتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند میں ان کا نام موجود ہے۔ خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا کا دماغ پہنچا ہے۔ وہاں تک معترضین کی سمجھ نہیں گئی قضیہ فرضیہ کو قضیہ واقعہ حقیقہ سمجھ لیا گیا ہے۔

ڈھول کی آواز ص116 تا 127

"আমি 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবটি দেখেছি । আমি মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেবকে উঁচু দরজার মুসলমান মনে করি । আমি গর্বিত যে আমার হাদীসের সনদে তাঁর নাম রয়েছে । 'খাতেমুন নবীইন' এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানার জ্ঞান সেখানে পৌঁছেছে যেখানে অভিযোগকারীদের জ্ঞান পৌঁছেনি । তাঁর ফরজী কথাকে হকিকী বলে মনে করা হয়েছে ।" (ঢোল কি আওয়াজ, পৃষ্ঠা-১১৬-১২৭)

সুতরাং বেরেলীরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) তাঁর 'তাহযীরুন্নাস' কিতাবে কোন কুফরী কথা বলেন নি ।

আহমদ রেযা খান সাহেবও 'খতমে নবুওয়াত'কে অস্বীকার করতেন

মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব নিজেও 'খতমে নবুওয়াত'কে অস্বীকার করতেন । তিনি লিখেছেন,

انجام وے آغاز رسالت باشد
ایک کو ہم تابع عبد القادر

আনজাম ওয়ে আগাজ-এ রিসালাত বাসত
ইঙ্গ গো হম তাবে আব্দুল কাদের ।

(হাদায়েকে বখসিস, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৫)

অর্থাৎ সেখ আব্দুল কাদের জ্বিলানীর পর পুনরায় নবুওয়াতের সূচনা হবে এবং সেই নতুন রসুল হযরত সেখ আব্দুল কাদের জিলানীর অনুসারী হবেন ।

সুতরাং এখানে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব পরিস্কার নতুন রসুল আসার কথা ঘোষনা করেছেন । হয়তো বেরেলীরা এখানে বলতে পারেন হযরত ঈসা (আঃ) আবার পৃথিবীতে আসবেন সেজন্য খান সাহেব একথা বলেছেন । কিন্তু বেরেলীদের এ যুক্তিও ধোপে টিকে না কারণ, হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের নবী (সাঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগেই তাঁর নবুওয়াতের সূচনা হয়েছে । কিন্তু খান সাহেব এখানে বলছেন হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ) এর পর পুনরায় নবুওয়াতের সূচনা হবে । সুতরাং খান সাহেব নিজেই 'খতমে নবুওয়াত'র অস্বীকারকারী ছিলেন । আর তিনি নিজের অপরাধ হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর উপর চাপিয়েছেন । অথচ হযরত নানুতুবী (রহঃ) পরিস্কার লিখেছেন, "হুযুর (সাঃ) এর পরে অন্য কোনো নবী আসবে বলে বিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যাবে ।" (তাহযীরুন্নাস, পৃষ্ঠা-৯)

আহমদ রেযা খান কি বলেছেন ?

মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔

تفسیر نور العرفان پارہ نمبر7، سورۃ لانعام، آیت نمبر84

"যদি কাদিয়ানী নবী হত তাহলে সে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধর হত ।" (তফসীর নুরুল ইরফান, পারা-৭, সুরা-আনআম, আয়াত-৮৪)

অন্য জায়গায় বলেছেন,

اگر قادیانی نبی ہوتا تو وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہ ہوتا۔

تفسیر نور العرفان، پارہ نمبر7، سورۃ الانعام، آیت نمبر83

"যদি কাদিয়ানী নবী হত তাহলে সে দুনিয়ার কারো ছাত্র হত না ।" (ঐ গ্রন্থ)

তিনি আরও লিখেছেন,

اگر مرزا قادیانی نبی ہوتا تو پٹھانوں کے خوف سے حج جیسے فریضہ سے محروم نہ رہتا۔

نور العرفان ص806، کتب خانہ نعیمی لاہور

"যদি মির্যা কাদিয়ানী নবী হত তাহলে সে পাঠানদের ভয়ে হজ্বের মতো ফরজ আমল থেকে বঞ্চিত হত না ।" (ঐ গ্রন্থ)

এখানে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বলেছেন, 'যদি কাদিয়ানী নবী হত' অপরদিকে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ)ও লিখেছেন, 'যদি নবী (সাঃ) এর যামানার পর কোনো নবীর আবির্ভাব' সুতরাং দুজনেই 'যদি' শব্দ ব্যাবহার করেছেন বাস্তবিকই বলে

দেননি যে ‘নতুন নবীর আবির্ভাব হবে’ । যদি মাওলানা কাসেম নানুতুবী কাফের হন তাহলে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবকেও কাফের বলতে হবে । কেননা, তিনিও লিখেছেন, ‘যদি কাদিয়ানী নবী হত’ ।

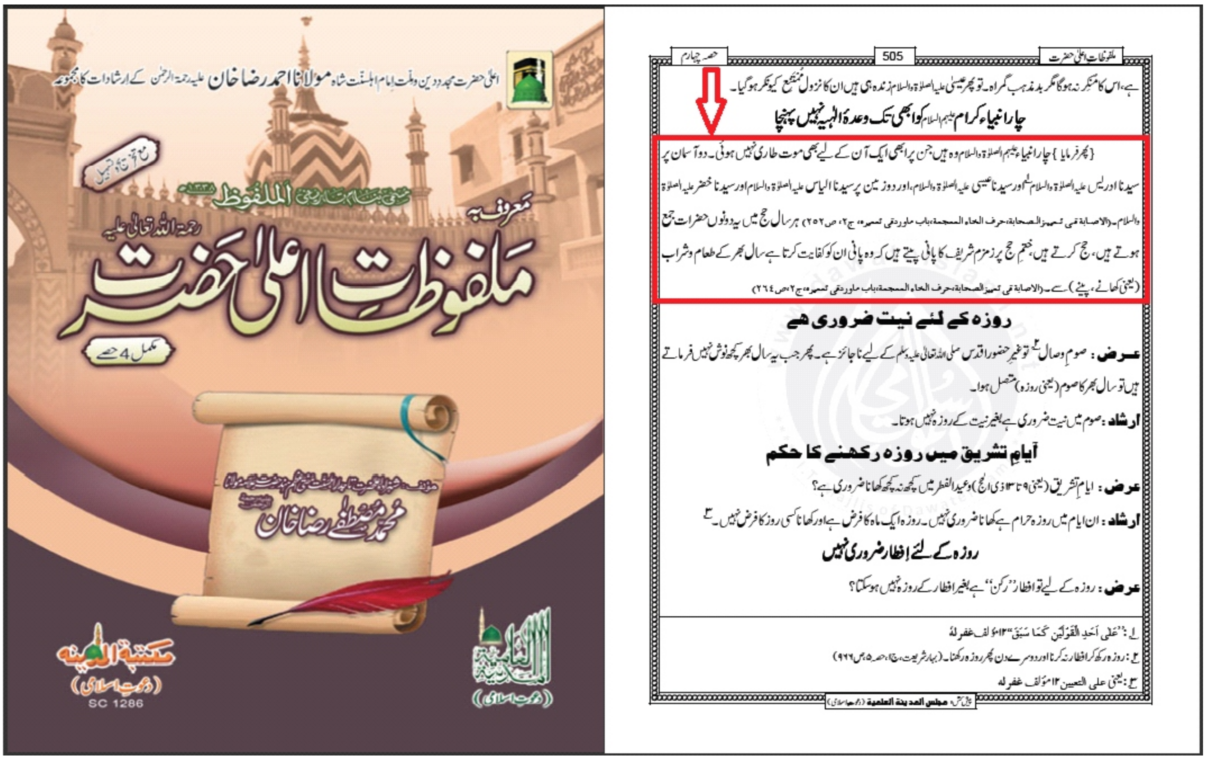
বেরেলীদের আক্বীদা এখনও চারজন নবী জীবিত আছেন

বেরেলীরা একথা বিশ্বাস করেন যে এখনও চারজন নবী জীবিত আছেন । আহমদ রেযা খান সাহেবের পিতা শাহ নাকী আলী খান লিখেছেন,

“চারজন নবী অর্থাৎ হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত খিজির (আঃ) এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ) হুযুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরেও জীবিত আছেন ।” (সুরুরুল কুলুব, পৃষ্ঠা-২২৫)

মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবও লিখেছেন, “চারজন আম্বিয়া (আঃ) এমন আছেন যাঁদের উপর এক মুহুর্তের জন্য মৃত্যু আসেনি । তাঁদের মধ্যে দুজন আসমানে যেমন, হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং দুজন জমিনে যেমন, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) ।” (আল মালফুযাত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩৭)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন



حصہ چہارم | 505 | ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت

ہے، اس کا منکر نہ ہوگا مگر بدمذہب گمراہ۔ تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہی ہیں ان کا نزول ممتنع کیونکر ہوگیا۔

چار انبیاءِ کرام علیہم السلام کو ابھی تک وعدۂ الٰہیہ نہیں پہنچا

{پھر فرمایا} چار انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن پر ابھی ایک آن کے لیے بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ دو آسمان پر سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دو زمین پر سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ (الاصابة فی تمییز الصحابة، حرف الخاء المعجمة، باب ما ورد فی تعمرہ، ج۲، ص۲۵۲) ہر سال حج میں یہ دونوں حضرات جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، ختمِ حج پر زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں کہ وہ پانی ان کو کفایت کرتا ہے سال بھر کے طعام و شراب (یعنی کھانے، پینے) سے۔ (الاصابة فی تمییز الصحابة، حرف الخاء المعجمة، باب ما ورد فی تعمرہ، ج۲، ص۲۶٤)

روزہ کے لئے نیت ضروری ہے

عرض: صومِ وصال[2] تو غیرِ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ناجائز ہے۔ پھر جب یہ سال بھر کچھ نوش نہیں فرماتے ہیں تو سال بھر کا صوم (یعنی روزہ) متصل ہوا۔

ارشاد: صوم میں نیت ضروری ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔

آیامِ تشریق میں روزہ رکھنے کا حکم

عرض: ایامِ تشریق (یعنی ۹ تا ۱۳ ذی الحج) و عید الفطر میں کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہے؟

ارشاد: ان ایام میں روزہ حرام ہے کھانا ضروری نہیں۔ روزہ ایک ماہ کا فرض ہے اور کھانا کسی روز کا فرض نہیں۔[3]

روزہ کے لئے اِفطار ضروری نہیں

عرض: روزہ کے لیے تو افطار "رکن" ہے بغیر افطار کے روزہ نہیں ہوسکتا؟

[1]: "عَلٰی اَحَدِ الْقَوْلَیْنِ کَمَا سَبَقَ" ۱۲ مؤلف غفر لہٗ
[2]: روزہ رکھ کر افطار نہ کرنا اور دوسرے دن پھر روزہ رکھنا۔ (بہارِ شریعت، ج۱، حصہ۵، ص۹۶۶)
[3]: یعنی علی التعیین ۱۲ مؤلف غفر لہ

پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

বেরেলীদের আশরাফ সিয়ালবী লিখেছেন, "হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত খিজির (আঃ) ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রকাশ্যে জীবিত আছেন এবং মওজুদ আছেন।" (কওসরুল খিরাত, পৃষ্ঠা-৭০)

এখানে বেরেলী আলেমরাই বলছেন যে চারজন নবী এখন প্রকাশ্যে জীবিত আছেন এবং মওজুদ আছেন। তবুও আমাদের বিশ্বাস যে হুযুর (সাঃ) এর শেষ নবী হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটবে না।

সুতরাং মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) যে বলেছেন, "বস্তুত যদি নবী (সাঃ) এর যামানার পর কোনো নবীর আবির্ভাব হয় তা হলেও হুযুর (সাঃ) এর শেষ নবী হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটবে না।" এই কথা আদ্যোপান্তোই সঠিক। এর মধ্যে কোন ভূল নেই।

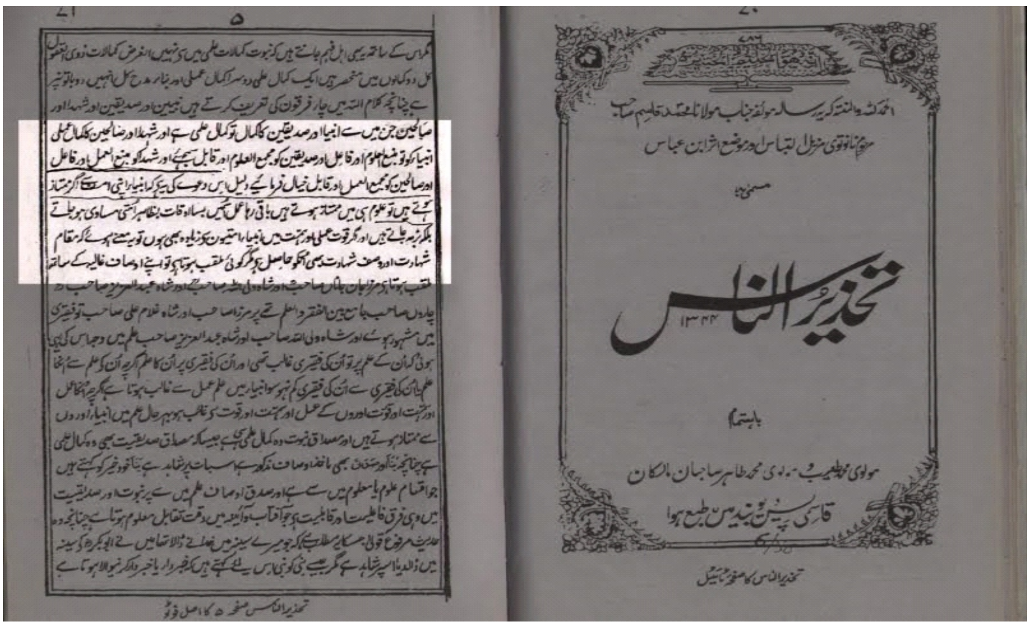
৪ নং অপবাদ

'তাহযীরুন্নাস' কিতাবে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) কি নবী এবং উম্মতকে সমতুল্য বলেছেন ?

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) লিখেছেন, "আম্বিয়া আপনী উম্মত সে মুমতাজ হোতে হ্যাঁয় তো উলুম হীমে মুমতাজ হোতে হ্যাঁয়, বাকী রাহা আমাল ইসমে বাসা আওকাত বাজাহির উম্মতি মাসাবী হো জাতে হ্যাঁয়।" (তাহযীরুন্নাস, পৃষ্ঠা-৮)

অর্থাৎ আম্বিয়া নিজেদের উম্মতের থেকে যদি উত্তম হন তাহলে জ্ঞানের দিক থেকেই উত্তম। বাকী রইল আমল এতে কখনো কখনো বাহ্যিকভাবে উম্মত নবীর সমতুল্য হয়ে যান এমনকি বেড়ে যান।

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন


تحذیر الناس

এখানে বেরেলীরা বলতে চেয়েছেন যে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) নবী এবং উম্মতিকে সমতুল্য করে দিয়েছেন । এবং নবীর থেকে উম্মতিকে বড় করে দিয়েছেন । এই অপবাদ বেরেলীদের ‘কে ইমানদার ?’ পুস্তকে আবু তাহের আল কাদেরী করেছেন ।

জবাব

বেরেলীদের কোনো কোনো পুস্তকে উক্ত ইবারতকে কাটছাঁট করে শব্দের হেরফের করে পেশ করা হয়েছে । যেমন, কোলকাতার এজাজ বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হিন্দি পুস্তক ‘তাবলীগী জামাআত কা ফরেব’ এর মধ্যে তুরাবুল হক কাদেরী উক্ত ইবারতকে কাটছাঁট করে লিখেছেন,

“আম্বিয়া আপনী উম্মত মে আগার মুমতাজ (বড়কর) হোতে হ্যাঁয় তো ওলুম (জ্ঞান) মে মুমতাজ (বড়কর) হোতে হ্যাঁয় । বাকী রাহা আমাল তো ইসমে কভি কভি উম্মতি মাসাবী (সমান) হো জাতে হ্যাঁয় বলকি বড় জাতে হ্যাঁয় ।” (পৃষ্ঠা-৭-৮)

অর্থাৎ আম্বিয়া নিজেদের উম্মত থেকে যদি উত্তম হন তাহলে জ্ঞানের দিক থেকেই উত্তম হন, বাকী রইল আমল এতে কখনো কখনো উম্মত নবীর সমতুল্য হয়ে যান এমনকি বেড়ে যান ।

এখানে তুরাবুল হক কাদেরী সাহেব ‘বাজাহির’ অর্থাৎ ‘বাহ্যিক’ শব্দটিকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়ে নিজের মত করে পেশ করলেন । কেননা এখানে ‘বাহ্যিক’ শব্দটি থাকলে এতে আর কুফরী কথাই থাকে না ।

আর বাস্তবিকই তাই অনেক সময় বাহ্যিকভাবে উম্মত নবীর সমতুল্য কখনো নবীর থেকে বেড়ে যান । উদাহারণস্বরুপ বলা যায় আমাদের নবী (সাঃ) ৪০ বছর বয়সে নামায পড়া আরম্ভ করেন এবং ৬৩ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ বছর নামায পড়েন । অপরদিকে দেখা যায় এমন অনেক ওলী বান্দা আছেন যাঁরা ১১ বছর বয়সে নামায পড়তে আরম্ভ করেছেন এবং ৯১ বছর পর্যন্ত আমৃত্যুকাল ৮০ বছর ধরে নামায পড়েছেন । সুতরাং দেখা যায় উম্মতি ৮০ বছর ও নবী ২৩ বছর নামায পড়েছেন নবীর থেকে উম্মতি ৫৭ বছর বেশী নামায পড়লেন । তাবলে কি উম্মতি বাস্তবিকই নবীর সমতুল্য বা বড় হয়ে গেল ? কখনোই না । কারণ, তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সারা জীবনের সমস্ত সেজদা নবীর একটি সেজদার সমতুল্য হতে পারে না ।

যেমন দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন, “এটা বাস্তবিক সত্য যে উম্মতের সমস্ত নামায পয়গাম্বরের দুই রাক্আতের সমতুল্য হতে পারে না ।” (ইজহুল বুখারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭)

আর আমলের পরিমানের দিক থেকে উম্মতি নবীর সমতুল্য হয়ে যাওয়া কোন সম্ভব ব্যাপার নয় । যেমন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) ‘তফসীরে কবীর’ এর মধ্যে লিখেছেন,

“আমরা কখনো কখনো উম্মতের মধ্যে এমন লোকও পাই যাঁরা নবী (সাঃ) অপেক্ষা অধিক সময় পেয়েছেন এবং অধিক সাধনা করেছেন ।”

এবার বেরেলীরা কি করবেন ? এবারেও মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর মতো ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) কে কাফের বলে ফতোয়া দিবেন ?

ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর জীবনীতে পাওয়া যায় যে তিনি জীবনে ৫৫ বার হজ্ব করেছেন এবং ৪০ বছর এশার ওজুতে ফজরের নামায পড়েছেন অথচ রসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবনে একবার হজ্ব করেছেন এবং ৪০ বছর ধরে ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মতো এশার ওজুতে ফজরের নামায পড়েন নি তাবলে কি ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহুকে নবীর সমতুল্য বলা যাবে ? কখনোই না । কারণ কোটি কোটি ইমাম আবু হানীফার মতো ব্যাক্তি যদি কোটি কোটি বার হজ্বব্রত পালন করেন এবং শুধু ৪০ বছর নয় সারা জীবন কেউ যদি এশার নামাযের ওজুতে ফজরের নামায পড়ে তবুও রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হজ্বের মতো এবং এক রাক্আত নামাযের মতো হতে পারে না ।

অপরদিকে একজন ক্বারী জীবনে লক্ষ লক্ষ বার কুরআন শরীফ খতম করেন কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ) সারা জীবনে পুর্ণাঙ্গ কুরআন একবার খতম করেন । এখানেও বাহ্যিকভাবে ক্বারীর আমল রসুল (সাঃ) এর থেকে বেড়ে যায় তবুও তাঁরা আমলের কৈফিয়াত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সমতুল্য হতে পারে না ।

সুতরাং এখানে দেখা যায় হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর বক্তব্যে কোন ভূল নেই এখানে বেরেলীদের বোঝার ভূল । এর পরেও যদি হযরত নানুতুবী (রহঃ) কে উক্ত ইবারতের কারণে কাফের ফতোয়া দেন তাহলে আমরা বলব অনুরুপ কথা বলার কারণে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) কেও কাফের বলে ফতোয়া দিন । দেখি আপনাদের কলিজায় কত দম ?

বেরেলীরা মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) কে আল্লাহর ওলী বলে মানে

বেরেলীদের পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম নুর বখস তোকলী সাহেব মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর নাম এই ভাবে লিখেছেন, “মাওলানা মৌলবী কাসেম সাহেব

নানুতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহে ।'' (সিরাতে রসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, পৃষ্ঠা-৬৬৬)

এখানে নুর বখস তোকলী সাহেব বেরেলীদের মাওলানা কাসেম নানুতুবীর নামের পাশে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' লিখেছেন । সুতরাং তিনি মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) কে আল্লাহর ওলী বলে মানেন ।

আর এই 'সিরাতে রসুল আরাবী (সাঃ)' কিতাব সম্পর্কে বেরেলীদের লাহোরের 'জামেয়া নিজামিয়া' মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হাকিম কাদেরী লিখেছেন, ''মাওলানা আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ লুধিয়ানবী স্বপ্নে আল্লামা নুর বখস তোকলীর মৃত্যুর এক মাস পর তাঁকে বাগানের একটি তক্তার উপর বসে থাকতে দেখলেন তখন বললেন, এই সম্মানের কারণ কি ? মাওলানা তোকলী সাহেব উত্তর দিলেন আমার আল্লাহকে আমার কিতাব 'সিরাতে রসুলে আরাবী (সাঃ)' পছন্দ হয়েছে এবং আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ।'' (আজমতোঁ কে পাসবান, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

এই ঘটনা 'মিঠি মিঠি বাতেঁ' এবং 'দাওয়াতে ইসলামী' পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে । এবং এই ঘটনা পীর ইকবাল আহমদ ফারুকী 'তাযকিরা উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত লাহোর' এর ২৯৯ পৃষ্ঠায় এবং 'তাযকিরা মাশায়েখে নকসবন্দীয়া' এর ১০ পৃষ্ঠায় মওজুদ আছে ।

বেরেলীদের শরীফ কাদেরী লিখেছেন, '' 'সিরাতে রসুল আরাবী (সাঃ)' জনগনের মধ্যে অসাধারণ গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং বারগাহে ইলাহী এবং রসুলের দরবারে এই লেখকের সম্মানের মাধ্যম হয়েছে ।'' (আজমতোঁ কে পাসবান, পৃষ্ঠা-৩৪২)

আর এই 'সিরাতে রসুলে আরাবী (সাঃ)' কিতাবের মধ্যেই হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী এর নামের পাশে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' লেখা হয়েছে । সুতরাং হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) বেরেলীদের নিকটও আল্লাহর ওলী এবং রসুলেরও মকবুল উম্মত ।

এই বেরেলী মৌলবী নুর বখস তোকলী সাহেব লিখেছেন, ''একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে হুযুরে আকরাম (সাঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন । আমি এবং মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী দুজনেই হুযুর (সাঃ) এর পিছনে দৌড়লাম যে কে আগে হুযুরের কাছে পৌছে । মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী সাহেব সেখানেই পা রাখছেন যেখানে হুযুর (সাঃ) এর পায়ের চিহ্ন পড়ছে । আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী আগে পৌছে গেলাম ।'' (তাযকিরা মাশায়েখে নকসবন্দীয়া, পৃষ্ঠা-৫২৭)

এখানে নুর বখস তোকলী বলছেন যে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী সেখানেই পা রাখছেন যেখানে হুযুর (সাঃ) এর পায়ের চিহ্ন রয়েছে । আর বেরেলীরাই লিখেছেন, “প্রত্যেক ওলীর পা নবীর পায়ের উপর থাকে ।” (তাহকীকুল আকাবির, পৃষ্ঠা-২১)

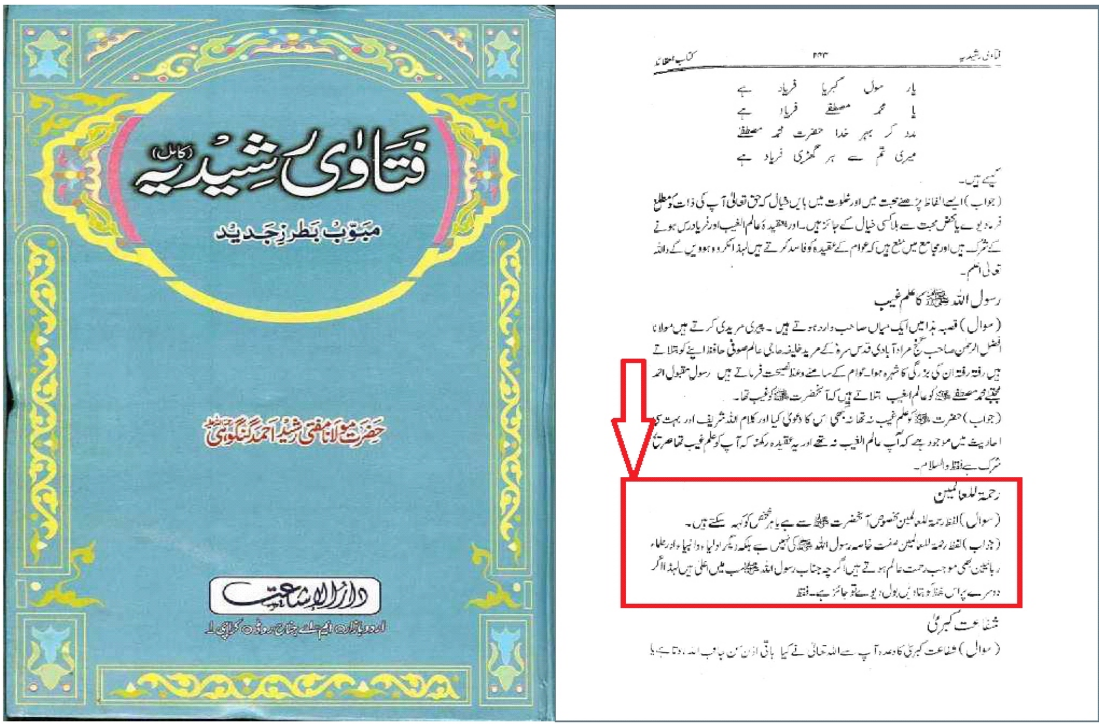
সুতরাং বেরেলীদের যুক্তি অনুযায়ী মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) আল্লাহর ওলী ছিলেন । অতএব বেরেলীরা যখন মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) কে আল্লাহর ওলী বলে মেনেই নিয়েছেন তখন তাঁর প্রতিষ্ঠা করা মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব ত্যাগ করে সেখানে ভর্তি হয়ে দুনিয়া এবং আখিরাতে উন্নতি সাধন করুন ।

৫ নং অপবাদ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) এর প্রতি অভিযোগ যে তিনি নবী (সাঃ) ছাড়া অন্যদেরকেও ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’ বলেছেন

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) লিখেছেন, “ ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ হুযুর (সাঃ) এর খাস সিফত নয় বরং অন্যান্য আওলিয়া, আম্বিয়া, ওলামাও জগতের রহমত স্বরূপ হচ্ছেন । যদিও হুযুর (সাঃ) সকলের মধ্যে শ্রেষ্ট । অতএব যদি অপরের প্রতি তাবিল করে বলা হয় তাহলে জায়েয আছে ।” (ফতোয়া রশীদিয়া, খন্ড-২)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন



এই ইবারতটিকে বেরেলীরা প্রচন্ডভাবে প্রতিবাদ করেছে । বেরেলীদের আবু তাহের আল কাদেরী 'কে ইমানদার ?' পুস্তকে উক্তিবারতটিকে নকল করার পর লিখেছেন, ''ইহা গাঙ্গোহী সাহেবের চুড়ান্ত বেইমানীর পরিচয় ।'' (পৃষ্ঠা-৩৮)

জবাব

এবার দেখা যাক বেরেলী গোষ্টি শুধু মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) এর মতো সেখ সাদী (রহঃ) কেও কে 'বেইমান' বলে ফতোয়া দেন কিনা । কারণ সেখ সাদী (রহঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ফারসী কাব্যগ্রন্থ 'গুলিস্তা ও বোস্তাঁ' কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'এহসান' এর বায়ানে নিজের যুগের বাদশার প্রশংসায় লিখেছেন ''আপনি পৃথিবীর উপর আল্লাহর অনুগ্রহে ছায়া । আপনি নবীর গুনে গুনান্বিত 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' ।''

এখানে সেখ সাদী (রহঃ) তাঁর যুগের বাদশাহকে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলে সম্বোধন করেছেন কিন্তু বেরেলীরা তাঁর প্রতি বেইমানীর ফতোয়া জারি করেন নি কিন্তু মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) বাদশাহের থেকে বেশী সম্মানীয় আওলিয়া, আম্বিয়া, ওলামাদেরকে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলাতে বেইমানীর ফতোয়া জারি করে দিলেন ।

সুতরাং উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও আক্রোশ বশতঃ বেরেলীরা বেইমানীর ফতোয়া জারি করেছেন কিন্তু সেখ সাদী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারেন নি । কেননা, সেখ সাদী (রহঃ) কে বেইমান বলে ফতোয়া জারি করলে জনগনের কাছে জুতো খেতে হবে । আর সেখ সাদী (রহঃ) এর বিখ্যাত ফারসী কবিতা ''বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাসাফাদ্দু জা বি জামালিহি, হাসানাতে জামি ও খিসা লিহি, সাল্লো আলা হে ওয়া লিহি ।'' পড়াটাকেও বন্ধ করতে হবে । বেরেলীরা ভেবে দেখুন কি করবেন ?

বেরেলীদের নিকট 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' কারা ?

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) হুযুর (সাঃ) এবং অন্যান্য আওলিয়া, আম্বিয়া, ওলামাগণকেও 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলেছেন বলে বেরেলীরা তাঁকে কাফেরের ফতোয়া দিয়েছে । কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় বেরেলীরা নিজেরা বিভিন্ন আওলিয়ায়ে কেরামগণকে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলেছে । যেমন, বেরেলী মৌলবী ইকবাল আহমদ কাদেরী লিখেছেন,

شہہ سلیمان رحمۃ للعالمین   رحمۃ للعالمین قطب الوریٰ

শাহ সুলাইমান 'রাহমাতুল্লিল আলামিন'
'রাহমাতুল্লিল আলামিন' কুতুবুল ওয়ারা ।''
(তুহফাতুল আবরার, পৃষ্ঠা-৩০৬-৩০৭)

এখানে খাজা সুলাইমান তোনসবী (রহঃ) কে বেরেলী মৌলবী ইকবাল আহমদ কাদেরী 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলেছেন ।

অপরদিকে বেরেলী মৌলবী মুহাম্মাদ আলম মুখতার হক লিখেছেন,

شاہ گیلانی ترا حق در وجود　　　　رحمۃ للعالمین آوردہ است

শাহ গিলানী তেরা হক দর ওজুদ
'রাহমাতুল্লিল আলামিন' আওরদাহ আসত ।
(তোহফা কাদেরিয়া, পৃষ্ঠা-৪৯)

এখানে সেখ গিলানী (রহঃ) কে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলা হয়েছে ।

'আল্লাহ শরীফ' নামক খানকার মুহাম্মাদ হোসেন লিল্লাহীর পুত্র লিখেছেন,

شاہ سلیمان رحمۃ للعالمین

শাহ সুলাইমান 'রাহমাতুল্লিল আলামিন'

অন্য জায়গায় খাজা শাহ সুলাইমান (রহঃ) এর শান বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

رحمۃ للعالمین قطب الوریٰ

'রাহমাতুল্লিল আলামিন' কুতুবুল ওয়ারা

(হযরত খাজা মুহাম্মাদ সুলাইমান
তোনসবী আওর উনকে খুলাফা,
পৃষ্ঠা-১৪৪, তাযকিরা হযরত
খাজা সুলাইমান তোনসবী, পৃষ্ঠা-২১)

অপরদিকে মাসিক 'জিয়ায়ে হারা' পত্রিকার সম্পাদক খাজা আবিদ নিজামী 'রাহতুল কুলুব' নামক একখানি কিতাব লিখেছেন । যার উর্দূ অনুবাদ খাজা হাসান নিজামীর মুরিদ এবং খলিফা মুহাম্মাদ আরতাযা উল মা'রুফ মুল্লা ওয়াহাদী (সম্পাদক নিজামুল মাশায়েখ, দিল্লী) খাজা সাহেবের নির্দেশে করেছিলেন । তার মধ্যে আছে,

صحبة الصالحين نور و رحمة للعالمين:

সোহবাতুস স্বালেহীন ও নুর ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’

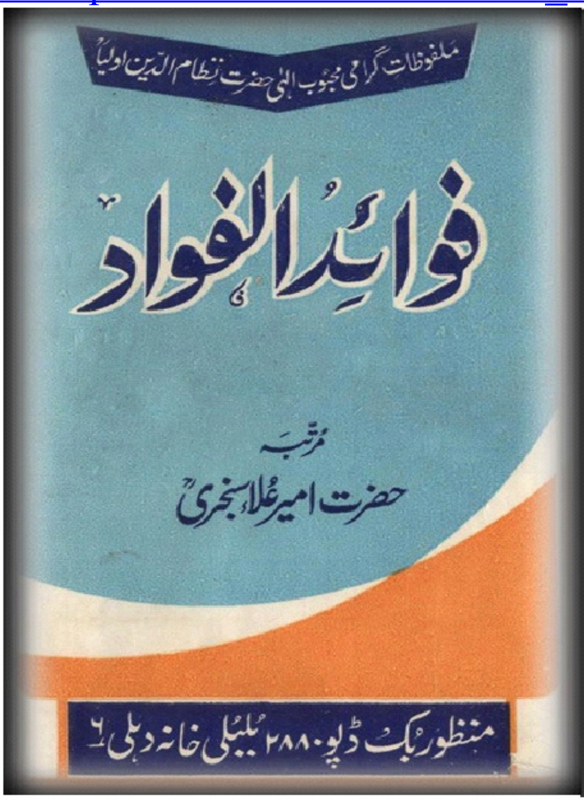
(পৃষ্ঠা-৮১)

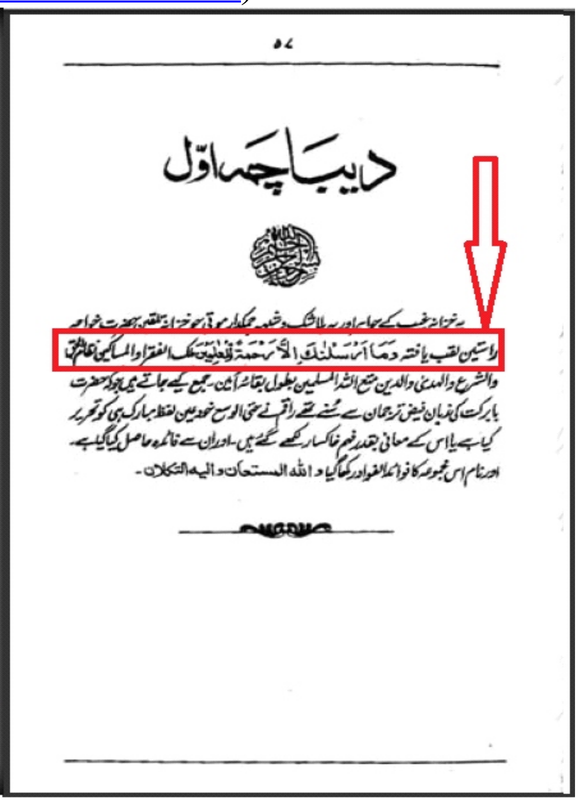
অর্থাৎ - স্বালেহীনদের সংস্পর্শে যারা থাকে তারা নুর এবং ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ হয় ।

বেরেলীদের বিখ্যাত আলেম শামস ব্রেলভী হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) কে ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ লিখেছেন ।

حضرت خواجه راستين لقب يافته و ما ارسلنك الا رحمة للعالمين ملك الفقراء و المساكين نظام الحق و الشرع و الهدىٰ و الدين۔

(দেখুন ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ, পৃষ্ঠা-৫৭) (Download Link- http://sirat-e-mustaqeem.com/fawaid-al-fawad_book-457.html)





বেরেলীদের পীর জামাআত আলী শাহ আওলিদের সম্পর্কে লিখেছেন,

یہ مقبولان بارگاہ ایزدی رحمۃ للعالمین کی شان میں جلوہ گر تھے۔

“এরা আল্লাহর দরবারে মকবুল এবং এরা ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ ।” (সিরাতে আমীরে মিল্লাত, পৃষ্ঠা-৬০৯)

বেরেলীদের মৌলবী আশরাফ জালালী তাঁর মাসিক ‘জালালিয়া’ পত্রিকায় খাজা বাকিবিল্লাহর প্রশংসায় লিখেছেন,

هست ذات خواجه باقی مرحمة للعالمين

হাসত জাতে খাজা বাকি ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’

(জালালিয়া, সংখ্যা- ১২, ডিসেম্বর-২০১১, পৃষ্ঠা-২৬)

এখানে খাজা বাকিবিল্লাহ (রহঃ) কে ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ বলা হয়েছে ।

বেরেলী মৌলবী গোলাম জাহানিয়া লিখেছেন,

بریلوی جید عالم دین مولوی غلام جہانیاں صاحب لکھتے ہیں: الٰہی بحرمۃ شیخ المشائخ سلطان العاشقین رحمۃ للعالمین۔ محبوب الٰہی حضرت خواجہ نظام الحق والدین محمد بن احمد بخاری چشتی ہے رضی اللہ عنہ

“শাইখুল মাশায়েখ সুলতানুল আশেকীন রাহমাতুল্লিল আলামিন । মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজামুল হক ওয়ালেদীন মুহাম্মাদ বিন আহমদ বুখারী চিসতী রাজিআল্লাহু আনহু ।” (হাফতা আফতাব, পৃষ্ঠা-৭০)

এখানেও বেরেলী মৌলবী খাজা নিজামুল হককে ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ বলেছেন ।

সুতরাং এইসব স্থানে বেরেলীরা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ছাড়া বিভিন্ন আওলিয়ায়ে কেরামদের ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ বলেছেন ।

হযরত গাঙ্গোহী (রহঃ) শুধুমাত্র তাঁর কিতাবে আওলিয়াদেরকে ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ বলাটাকে জায়েয বলেছেন কিন্তু বেরেলীরা তার উপর আমল করেছেন । এইবার বেরেলীরা বলুন, উপরিউক্ত বেরেলী আলেমদের উপর কি ফতোয়া জারি করবেন ? যদি আপনাদের কলিজায় দম থাকে তাহলে উপরিউক্ত বেরেলী আলেমদের উপরেও কাফেরের ফতোয়া জারি করুন যে ফতোয়া আপনারা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) এর উপর জারি করেছেন ।

৬ নং অপবাদ

‘তাকবিয়াতুল ইমান’ কিতাবে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কি নবীকে বড় ভাই বলেছেন ?

বেরেলীদের গোলাম ছামদানী নামে একজন ‘আমি চ্যালেঞ্জ করছি দেওবন্দী তবলিগীরা ওহাবী’ নামক প্রচারপত্রের ১ নং ও ২ নং পৃষ্ঠায় মাওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর ‘তাকবিয়াতুল ইমান’ কিতাবের নাম করে লিখেছেন যে ইসমাইল দেহলবী বলেছেন, “হুজুর (সাঃ) আমাদের বড় ভাই-এর ন্যায় । অতএব তাঁর সম্মান বড় ভাই-এর ন্যায় করিতে হইবে ।”

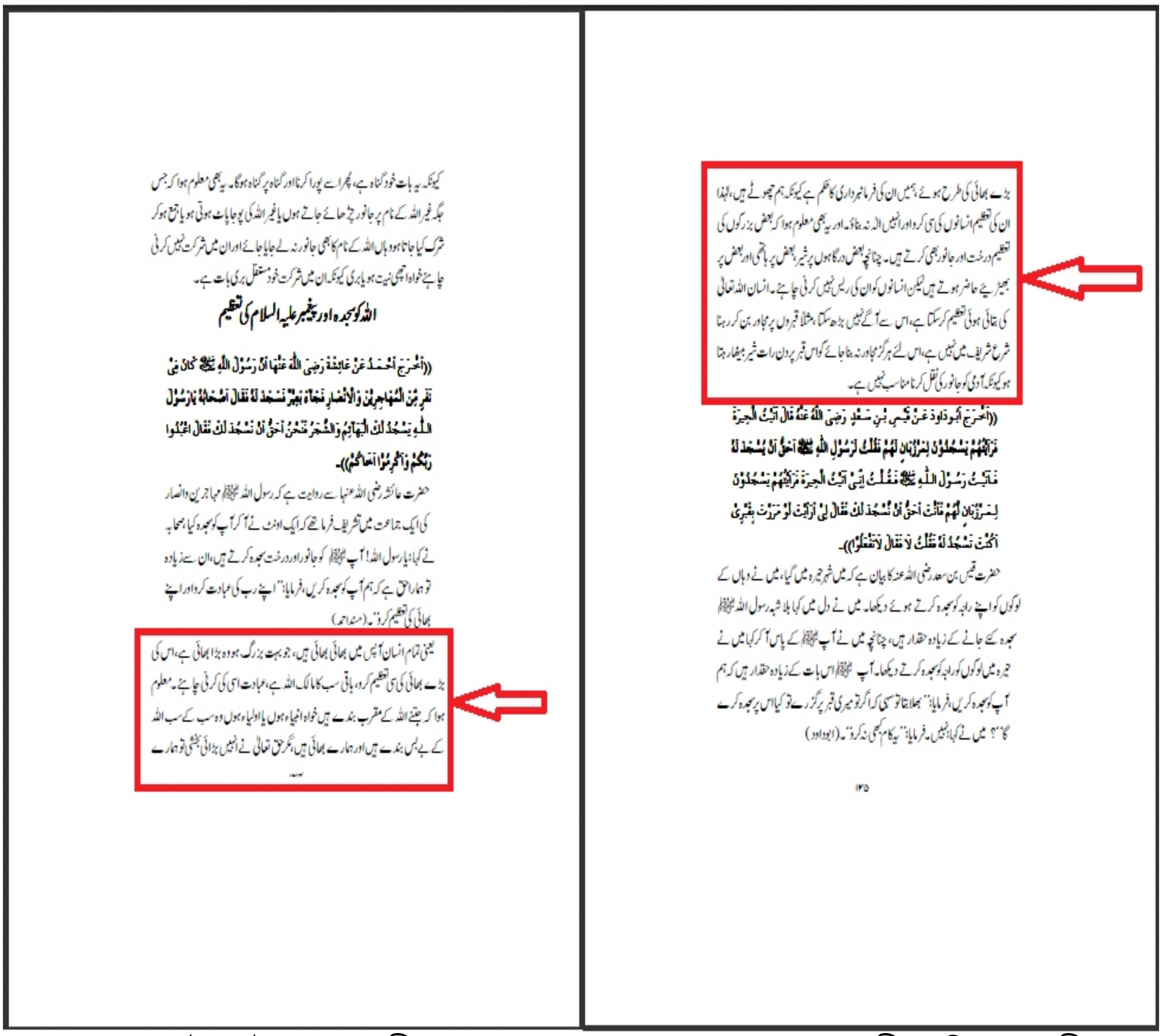
জবাব

ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) যা লিখেছেন তা নিচে পেশ করা হল । ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) তাঁর কিতাবে মুসনাদে আহমদ থেকে একটি হাদীস নকল করে লিখেছেন,

“হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসুল (সাঃ) মুহাজিরিন ও আনসারদের একটি সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন । সেখানে একটি উঁট এসে তাঁকে সিজদা করল । সাহাবা হযরতগণ (রাঃ) তাঁকে (সাঃ) বললেন পশু ও বৃক্ষ আপনাকে সিজদা করছে, তাদের থেকে আমাদের অধিকার বেশী । সুতরাং আমরা আপনাকে সিজদা করি । তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের প্রভূর ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর ।”

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, “জগতের মনুষ পরস্পর পরস্পরের ভাই । যিনি যত বড় বোযর্গ তিনি বড় ভাই, তাঁকে বড় ভাইয়ের ন্যায় সম্মান কর । অবশিষ্ট সবারই মালিক আল্লাহ । সুতরাং ইবাদত তাঁরই করতে হবে । অতপর বোঝা গেল যে আল্লাহ পাকের যত প্রিয় বান্দা আছে তাঁরা আম্বিয়া হোক আর আওলিয়া হোক সবাই আল্লাহর বান্দা এবং আমাদের ভাই । যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁদেরকে বড় করেছেন সেজন্য তাঁরা আমাদের বড় ভাই এর ন্যায় । তাঁদের আনুগত্য করা আমাদের আমাদের কর্তব্য । কারণ আমরা ছোট । সুতরাং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানবোচিত হওয়া উচিৎ ।” (তাকবিয়াতুল ইমান, পৃষ্ঠা-৭০, উর্দূ-ফয়জল পাবলিকেশনস, দেওবন্দ থেকে ছাপা) (Download Link- http://islamicbookslibrary.wordpress.com/2011/09/25taqwiyat-ul-eemaan-by-shaykh-shah-ismail-dehlvi-r-h/)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন



کیونکہ یہ بات خود گناہ ہے، پھر اسے پورا کرنا اور گناہ پر گناہ ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ غیر اللہ کے نام پر جانور چڑھائے جاتے ہوں یا غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہو یا تع ہو کر شرک کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے نام کا بھی جانور نہ لے جایا جائے اور ان میں شرکت نہیں کرنی چاہئے خواہ اچھی نیت ہو یا بری کیونکہ ان میں شرکت خود مستقل بری بات ہے۔

اللہ کو سجدہ اور پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم

((أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله يسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم))۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا، صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا: "اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو"۔ (مسند احمد)

یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، باقی سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہئے۔ معلوم ہوا کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے

بڑے بھائی کی طرح ہوئے، ہمیں ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرو اور انہیں اللہ نہ بناؤ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض بزرگوں کی تعظیم درخت اور جانور بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض درگاہوں پر شیر، بعض پر ہاتھی اور بعض پر بھیڑیے حاضر ہوتے ہیں لیکن انسانوں کو ان کی ریس نہیں کرنی چاہئے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعظیم کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مثلاً قبروں پر مجاور بن کر رہنا شرع شریف میں نہیں ہے، اس لئے ہرگز مجاور نہ بنا جائے گو اس قبر پر دن رات شیر بیٹھا رہتا ہو کیونکہ آدمی کو جانور کی نقل کرنا مناسب نہیں ہے۔

((أخرج أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله ﷺ أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله ﷺ فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق أن نسجد لك فقال لي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا))۔

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں شہر حیرہ میں گیا، میں نے وہاں کے لوگوں کو اپنے راجہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دل میں کہا بلاشبہ رسول اللہ ﷺ سجدہ کئے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ میں نے آپ ﷺ کے پاس آ کر کہا میں نے حیرہ میں لوگوں کو راجہ کو سجدہ کرتے دیکھا۔ آپ ﷺ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا: "بھلا بتا تو سہی کہ اگر تو میری قبر پر گزرے تو کیا اس پر سجدہ کرے گا"؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: "یہ کام کبھی نہ کرو"۔ (ابوداود)

۱۲۵

এখানে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) বলতে চেয়েছেন যে নবী কিংবা ওলী যত বড়ই হোক না কেন তাদেরকে খোদা বানিয়ে সিজদা করো না । তাঁদের প্রতি সম্মান মানবোচিত হওয়া উচিৎ ।

অপরদিকে খলিল আহমদ ‘আনওয়ারে সাতিয়া’ কিতাবের জবাবে লিখেছেন, ‘‘অনন্তর কোনো সাধারণ মানুষও ফখরে আলম (আঃ) এর নৈকট্য এবং কামালতের শ্রেষ্ঠত্বে কাউকে তাঁর সমতুল্য মনে করে না । কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হে নবী বলে দিন - আমি কেবল তোমাদের মতোই মানুষ’ এবং ফখরে আলম (আঃ) ও বলেছেন, ‘‘আমার আকাঙ্খা জাগে আমার ভাইদিগকে অর্থাৎ পরবর্তী উম্মতগণকে দেখতে । অতএব যে কেউ ভাই বলেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ এর ব্যাখ্যা হিসেবেই বলেছেন । সুতরাং তাঁকে দোষারোপ করার অর্থ কুরআন-হাদীসের উপরই দোষারোপ করা ।’’ (বারাহীনে কাতিয়া, পৃষ্ঠা-৩)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন





রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ভাই বলেছেন

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার সফরের সময় ওজুর জন্য আমাদের কাফেলায় পানি ছিল না । হুযুর (সাঃ) খোঁজ করলেন তখন এক ব্যাক্তির কাছে পাত্রে সামান্য পানি পাওয়া গেল । হুযুর (সাঃ) তার মধ্যে আঙ্গুল ভরে দিলেন । তখন ফোয়ারার মতো তীব্র গতিতে পানি বেরুতে লাগল । হযরত বেলাল (রাঃ) কে হুকুম দিলেন যে সবাইকে ডেকে ওজু করতে বল । অনেক সাহাবা (রাঃ) ওজু করলেন । এবং পেট ভরে পানি পান করলেন । যখন নামায থেকে ফারেগ হলেন তখন নবী (সাঃ) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সমস্ত মখলুকাতের মধ্যে কাদের ইমান আশ্চর্যজনক ! লোকেরা বলল, ফেরেস্তাদের । তখন নবী (সাঃ) বললেন, তাদের ইমান কেন আশ্চর্যজনক হবে তাঁরা তো আল্লাহর দরবারে উপস্থিত । তাঁর হুকুম মানে । এটা যদি না হত তাহলে তারা ইমান আনত না । লোকেরা তখন বলল, সাহাবা (রাঃ) দের । তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, আমার সাহাবা (রাঃ)রা অসংখ্য মুজিজা দেখে তাদের তাদের ইমান

কেন আশ্চর্য্যজনক হবে ? যাইহোক আশ্চর্য্যজনক ইমান তাদেরই হবে যারা আমার পরে সৃষ্টি হবে । এবং আমার নাম শুনে সত্য মনে ইমান আনবে তারা আমার ভাই এবং তোমরা আমার সাহাবা (রাঃ) । (তফসীরে হক্কানী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৮)

এই হাদীসে পরিস্কার হুযুর (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষকে অর্থাৎ আমাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন ।

অন্য হাদীসে আছে, হযরত আবু হুয়াইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হুযুর (সাঃ) জান্নাতুল বাকিতে এলেন । বললেন, হে মোমেনীন জাতির জামাআত তোমাদের উপর সালামতি হোক । এবং ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের নিকট আসব এবং আমার ভাইদের দেখার আশা রাখি । একথা শুনে সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রসুল আমরা আপনার ভাই নই ? নবী (সাঃ) বললেন, তোমরা আমার বন্ধু আমার ভাই হল তারাই যারা এখনো দুনিয়ায় আসেনি । (সংক্ষিপ্ত, মিশকাত শরীফ, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১২৪)

এখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) যাঁরা দুনিয়ায় আসেনি অর্থাৎ আমাদেরকে ভাই বলেছেন । সুতরাং নবী (সাঃ) আমাদেরকে ভাই বলেছেন বলেই ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) তাঁর 'তাকবিয়াতুল ইমান' কিতাবে নবী (সাঃ) কে ভাই বলেছেন । নিজের তরফ থেকে কোন কিছু বলেন নি । হাদীসে নবী (সাঃ) যা কিছু বলেছেন সেটাকেই তিনি নিজের ভাষায় ব্যাক্ত করেছেন ।

এইবার বেরেলীরা ভেবে দেখুন আপনারা নবী (সাঃ) এর উপর কি ফতোয়া জারি করবেন ? যেহেতু নবী আমাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন ।

৭ নং অপবাদ

'তাকবিয়াতুল ইমান' কিতাবে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কি নবী (সাঃ) কে চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলেছেন ?

বেরেলীদের ফজলে করীম আশরফী নামে একজন শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর বক্তব্যকে এরকম ভাবে লিখেছেন, "ইসমাইল দেহলবী 'তাকবিয়াতুল ইমান' কিতাবে লিখেছেন, আম্বিয়া কেরামগণ চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ।" (ইসলাম বিরোধী হইতে সাবধান, পৃষ্ঠা- ৪১)

অপরদিকে বেরেলীদের রবিউল ইসলাম কাদেরী নামে একজন ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) এর বক্তব্যকে এরকম ভাবে লিখেছেন, ‘‘প্রত্যেক সৃষ্টি-ছোট হোক কিংবা বড় হোক, নবী হোক কিংবা গাইর নবী, আল্লাহর শানের নিকট চামার অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট ।’’ (অভিশপ্ত মাযহাব বা ওহাবী ফিৎনা)

জবাব

হযরত শাহ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) এর লেখা ‘তাকবিয়াতুল ইমান’ কিতাবখানি পড়লে দেখা যায় যে তিনি এরকম কথা কখনোই বলেন নি যা বেরেলীরা নকল করেছে । আসল কথা হল ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কুরআন শরীফের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ।

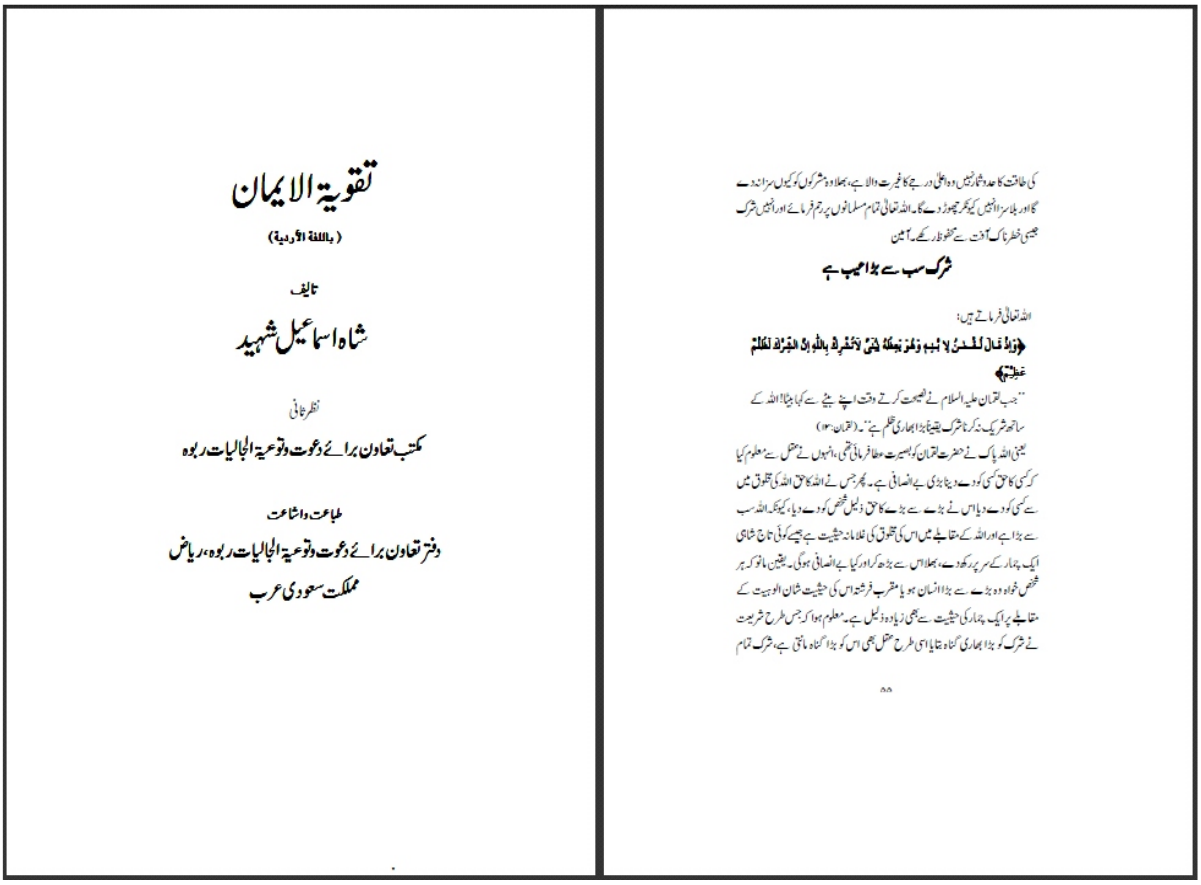
মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেন - বৎস ! আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না । কারণ নিশ্চয়ই বড় অত্যাচার । (সুরা-লোকমান, আয়াত- ১৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন,

کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے
جیسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی
ہوگی۔ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ اس کی
حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔

‘‘মহান আল্লাহ হযরত লোকমান (আঃ) কে অন্তদৃষ্টি দান করেছিলেন, তিনি স্বীয় বিবেক দ্বারা উপলব্ধি করেন যে একজনের প্রাপ্য অন্যজনকে দেওয়া অত্যান্ত বিবেচনাহীন কর্ম । অতঃপর যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রাপ্য তাঁর সৃষ্টির কাউকে দিয়ে থাকেন তিনি যেন উর্ধতম ব্যাক্তির প্রাপ্যকে নিকৃষ্টতমকে দিয়ে দিলেন । কারণ, আল্লাহ সর্ববৃহৎ ও সর্বশক্তিমান, তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্ক দাসবৎ । যেমন একজন চামারের মাথায় বাদশাহী টুপি পরিয়ে দেওয়া হল, এর থেকে বড় অবিবেচনা ও অপরাধ আর কি হতে পারে ? দৃঢ়তার সঙ্গে মান্য কর ব্যাক্তি যত বড়ই হোক অথবা ফিরিস্তা হোক না কেন তাঁর মর্যাদা মহান আল্লাহর মর্যাদার সম্মুখে চামার অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম ।’’ (তাকবিয়াতুল ইমান, পৃষ্ঠা-২২, উর্দূ, দেওবন্দ থেকে ছাপা)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন


تقویۃ الایمان
(باللغة الأردية)
تالیف
شاہ اسماعیل شہید
نظر ثانی
مکتب تعاون برائے دعوت وتوعیۃ الجالیات ربوہ
طباعت واشاعت
دفتر تعاون برائے دعوت وتوعیۃ الجالیات ربوہ، ریاض
مملکت سعودی عرب

کی طاقت کا حد وشمار نہیں وہ اعلیٰ درجے کا غیرت والا ہے، بھلا وہ مشرکوں کو کیوں سزا نہ دے گا اور بلا سزا انہیں کیونکر چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور انہیں شرک جیسی خطرناک آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین

شرک سب سے بڑا عیب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾
"جب لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا بیٹا! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا شرک یقیناً بڑا بھاری ظلم ہے"۔ (لقمان: ١٣)
یعنی اللہ پاک نے حضرت لقمان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے عقل سے معلوم کیا کہ کسی کا حق کسی کو دے دینا بڑی بے انصافی ہے۔ پھر جس نے اللہ کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیا اس نے بڑے سے بڑے کا حق ذلیل شخص کو دے دیا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے جیسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہوگی۔ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت نے شرک کو بڑا بھاری گناہ بتایا اسی طرح عقل بھی اس کو بڑا گناہ مانتی ہے، شرک تمام
٥٥

এখানে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) নবী (সাঃ) এর কোন নামই নেনে নি । কিন্তু বেরেলীরা ‘নবী কিংবা গাইর নবী’ প্রভৃতি শব্দ যোগ করে নিজেরাই কুফরী ইবারত তৈরী করে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) এর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে । অথচ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) ‘নবী কিংবা গাইর নবী’ শব্দ বলেন নি ।

এই প্রসঙ্গে মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) লিখেছেন,

“মনে রাখা দরকার ‘তাকবিয়াতুল ইমান’ এর যে সব ইবারত-উক্তির ব্যাপারে বিদ্‌আতীরা আপত্তি তুলেছে, তার অধিকাংশই এই পর্যায়ের যে আল্লাহ তাবারক তাআলার তুলনায় তাঁর মখলুক তথা সৃষ্টি জগৎকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট গন্য করা হয়েছে । কেননা, ‘তাকবিয়াতুল ইমান’ যাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল তারা নবী, ওলী, ইমাম, শহীদকে খোদায়ী কর্তৃত্বের ধারক-বাহক ভাবে । তাঁদের নযর-নিয়ায মানে, নিজ মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্য ওদের কাছে আর্জি জানায় । ওঁদেরকে লাভ-লোকসান, জীবন মরণের নিয়ন্তা জ্ঞান করে ।”

তিনি আরও লিখেছেন, “আমাদের ধারণায় মূল রোগ হচ্ছে এই সংকীর্ণচেতা লোকগুলোর মাথায় আসছেনা আল্লাহ তা’লা নিজ মখলুক থেকে এত বড়, মহান তথা শক্তিধর কি করে হতে পারেন ! যারা বড় পীর সাহেব, খাজা আজমিরী বা অন্য ওলী বুযর্গের কাছে হত্যে হয়ে পড়ে আছে । তাঁদেরকে ‘মুশকিল কুশা’ বিপদ ত্রাতা ভাবছে । তাদের পক্ষে তো খোদার কর্তৃত্ব, মাহাত্ব ও শ্রেষ্টত্যের ধারণা সম্ভব নয় ।”

কেবলমাত্র ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) আল্লাহর মাহাত্বের তুলনায় সৃষ্টিকে নিকৃষ্ট বলেন নি, বিভিন্ন আওলিয়ায়ে কেরামও একথা বলেছেন । যেমন, আল্লামা যুরকানী (রহঃ) ‘মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া’ কিতাবে তাসাউফের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

هو تجريد القلب لله و احتقار ما سواه بالنسبة
لعظمته سبحانه والا فاحتقار نحو نبي كفر

“তাসাউফ তো এরই নাম যে দিল (অন্তর) থেকে আল্লাহর মাহাত্মের কাছে সব কিছুকে তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ভাববে । (অবশ্যি এটা তাঁর মাহাত্মের তুলনায় বটে) নতুবা নবী বা মুকার্রাব বান্দাকে নিকৃষ্ট ভাবা কুফর ।” (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১০৪)

হযরত সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ:) লিখেছেন, “সারা সৃষ্টি জগৎ, ফেরেস্তা, জ্বিন, মানুষ, আরশ, কুর্শী, লওহ, কলম, জমীন, আকাশ ইত্যাদি মহামহিম আল্লাহর বূযর্গী ও মাহাত্মের তুলনায় সরসের দানার থেকেও তুচ্ছ, নগন্য ।” (রওযুর রায়াহীন কবীর)

তিনি আরও লিখেছেন, “কোনো ব্যক্তির ঈমান ততক্ষণ পূর্ণ পরিণত হবে না যতক্ষন না সকল মানুষ তার দৃষ্টিতে (আল্লাহর মাহাত্মের মুকাবিলায়) উটের মল-পায়খানার ন্যায় তুচ্ছ, নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন না হয় ।”

এই কথা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) ও বলেছেন, “কারো ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষন না সারা সৃষ্টি তার নিকট উটের পায়খানা তুল্য প্রতীয়মান হয় ।” (ফাওয়ায়েদুল ফুআদ, পৃষ্ঠা-৬১)
(Download Link-
http://sirat-e-mustaqeem.com/fawaid-al-fawad_book-457.html)

সুতরাং উপরিউক্ত বুযর্গরা যে কথা লিখেছেন ঠিক সেই কথাই শাহ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) নিজের ভাষায় ‘তাকবিয়াতুল ইমান’ কিতাবে লিখেছেন । বেরেলীরা ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কে কাফের ফতোয়া দিলেন কিন্তু তাঁরা আল্লামা যুরকানী (রহঃ), হযরত

সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ:) ও নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) এর ব্যাপারে নীরবতা পালন করলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া জারি করেন নি। বেরেলীদের কলেজায় যদি দম থাকে তাহলে তারা ইসমাইল দেহলবী (রহঃ)- কে যে ফতোয়া জারি করেছে সেই ফতোয়া উপরিউক্ত বুযর্গদের বিরুদ্ধে জারি করে দেখাক।

আহমদ রেযা খান হুযূর (সাঃ) কে নিকৃষ্ট বলেছেন

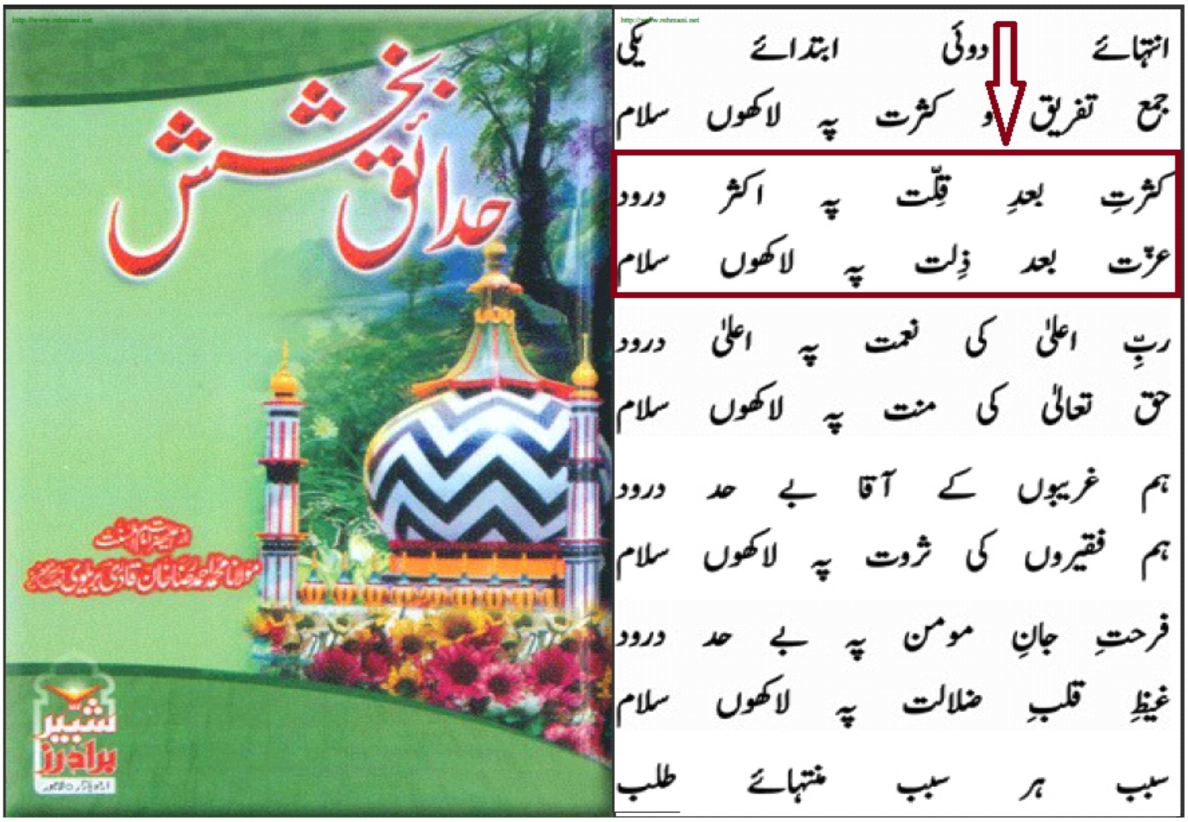
আহমদ রেযা খান লিখেছেন,

کثرتِ بعدِ قلّت پہ اکثر درود
عزّت بعد ذِلت پہ لاکھوں سلام

কাশরততে বা'দে কিল্লত পে আকশর দরূদ
ইজ্জত বা'দে জিল্লত পে লাখো সালাম।

(হাদায়েকে বখশীস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৭)

এখানে খান সাহেব লিখেছেন, "ইজ্জত বা'দে জিল্লত পে লাখো সালাম" অর্থাৎ হুযূর (সাঃ) প্রথমে নিকৃষ্ট ছিলেন তারপর সম্মানীয় হয়েছেন। সুতরাং খান সাহেব এখানে হুযূর (সাঃ) কে নিকৃষ্ট বলে হুযূরের শানে বেয়াদবী করেছেন। সুতরাং ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) একা নন মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবকেও কাফেরের ফতোয়া দিতে হবে।



হযরত শাহ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে বেরেলীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় তার বিস্তারিত জবাব জানতে পড়ুন হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) এর 'হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) আওর মুআনিদিনে আহলে বিদ্‌আত কে ইলজামাত' কিতাবখানি । সেখানে বিস্তারিত জবাব মওজুদ আছে ।

৮ নং অপবাদ

ইসমাইল শহীদ (রহঃ) কি বলেছেন যে নবী (সাঃ) মরে মাটি হয়ে গেছেন ?

বেরেলীরা বলে যে "ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন, হুযুর (সাঃ) বলেছেন যে আমি মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যাব ।" এই কথা ফজলে করীম আশরফী 'ইসলাম বিরোধী হইতে সাবধান' নামক পুস্তকে ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন ।

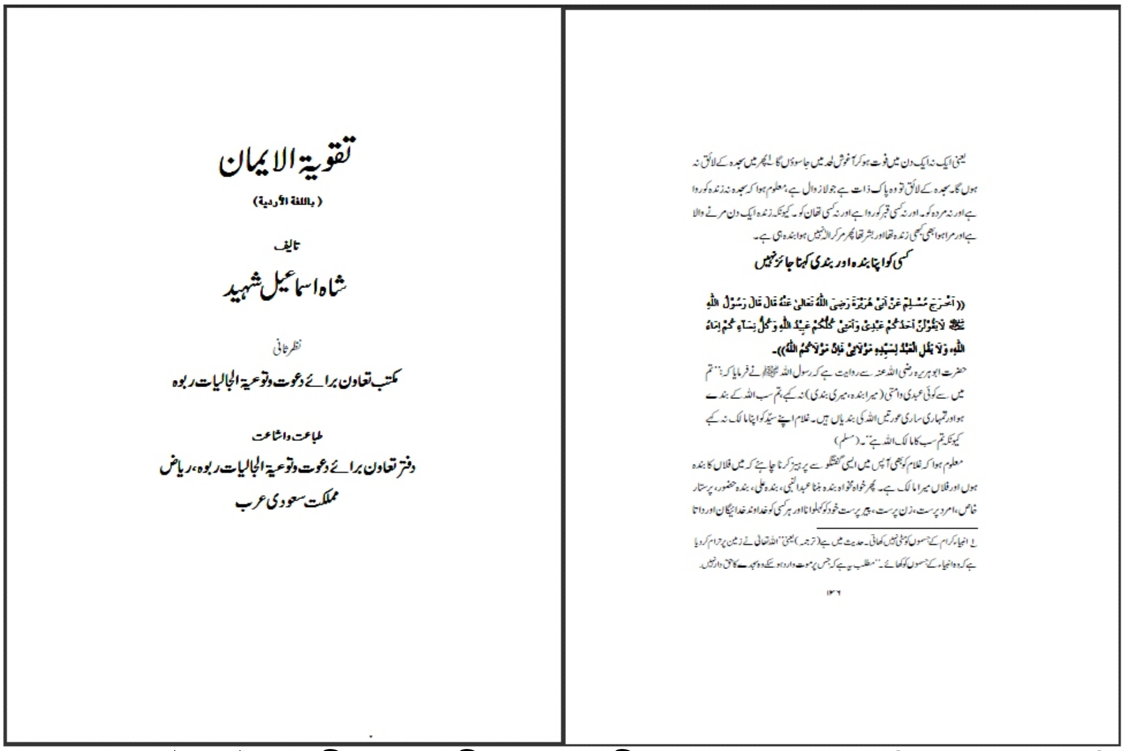
জবাব

হযরত ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) একথা বলেন নি । মূল উর্দূ কিতাবে তিনি যা লিখেছেন তা হল, "ইয়ানী এক না একদিন ম্যাঁয় ভি ফওত হোকর আগোসুল হদ মে জাউঙ্গা ।" অর্থাৎ আমিও একদিন দাফন হব ।

আসলে ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একথা লিখেছেন । হাদীসটিতে সাহাবী কায়েস বিন সাআদ (রাঃ) নবী (সাঃ) কে সিজদা করতে চেয়েছেন তখন নবী (সাঃ) বলেছিলেন, "প্রথমে তুমি বল যে আমার কবরে গিয়ে সিজদা করবে কিনা ।" সাহাবী বলেছিলেন, "না ।" তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, "এ কাজটিও করনা ।"

এই হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে রয়েছে । এই হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) তাঁর কিতাবে নবী (সাঃ) এর কথাকে নকল করতে গিয়ে লিখেছেন, "এক না একদিন আমি মৃত্যু বরণ করে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ব তবুও আমি সিজদা পাওয়ার যোগ্য হব না ।" (তাকবিয়াতুল ইমান, পৃষ্ঠা-৭১)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন



تقویۃ الایمان

(باللغة الأردية)

تالیف

شاہ اسماعیل شہید

نظر ثانی

مکتب تعاون برائے دعوت وتوعیۃ الجالیات ربوہ

طباعت واشاعت

دفتر تعاون برائے دعوت وتوعیۃ الجالیات ربوہ، ریاض

مملکت سعودی عرب

یعنی ایک نہ ایک دن میں فوت ہو کر آغوش لحد میں جا سوؤں گا۔ پھر میں سجدہ کے لائق نہ ہوں گا۔ سجدہ کے لائق تو وہ پاک ذات ہے جو لازوال ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ نہ زندہ کو روا ہے اور نہ مردہ کو۔ اور نہ کسی قبر کو روا ہے اور نہ کسی تھان کو۔ کیونکہ زندہ ایک دن مرنے والا ہے اور مرا ہوا بھی کبھی زندہ تھا اور بشر تھا پھر مر کر اللہ نہیں ہوا بندہ ہی ہے۔

کسی کو اپنا بندہ اور بندی کہنا جائز نہیں

((أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: "تم میں سے کوئی عبدی وامتی (میرا بندہ، میری بندی) نہ کہے تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ غلام اپنے سیّد کو اپنا مالک نہ کہے کیونکہ تم سب کا مالک اللہ ہے"۔ (مسلم)

معلوم ہوا کہ غلام کو بھی آپس میں ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہئے کہ میں فلاں کا بندہ ہوں اور فلاں میرا مالک ہے۔ پھر خواہ مخواہ بندہ بننا عبدالنبی، بندہ علی، بندہ حضور، پرستار خاص، امرد پرست، زن پرست، پیر پرست خود کو کہلوانا اور ہر کسی کو خداوند خدایگان اور داتا

ا انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ حدیث میں ہے (ترجمہ) یعنی "اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔" مطلب یہ ہے کہ جس پر موت وارد ہو سکے وہ سجدے کا حق دار نہیں۔

۱۳۶

এখানে ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) নবী (সাঃ) এর কবরে সিজদা করাকে নিষিদ্ধ বলার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কথাটি লিখেছেন । তিনি কখনো একথা বলতে চাননি যে নবী (সাঃ) মরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবেন । কারণ হাদীস শরীফে আছে,

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة . فإنه مشهود تشهده الملائكة . وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت ؟ قال (وبعد الموت . إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . فنبي الله حي يرزق) ۔ (سنن ابن ماجہ: ص118 کتاب الجنائز باب ذکر وفاتہ ودفنہ صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ وہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مجھ پر جو شخص درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ابو الدرداء نے عرض کیا: وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ فرمایا: ہاں! وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے اس کو رزق ملتا ہے۔

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জুম্মার দিন আমার উপর বেশী করে দরুদ শরীফ পড়বে কেননা সেই দিনটা হল হাজরির দিন । সেই দিনে ফেরেস্তা হাজির হয় । আমার উপর যে ব্যাক্তি দরুদ পড়ে তার দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয় সে ব্যাক্তি দরুদ পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত । হযরত আবু দারদা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর পরেও পাঠানো হয় ? নবী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ মৃত্যুর পরেও পাঠানো হবে । নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবীগণের শরীরকে মাটির জন্য হারাম করেছেন । আল্লাহর নবীরা জীবিত আছেন এবং তাঁরা রিযক পান ।

'মুসনাদে আবী ইয়ালা' নামক হাদীস গ্রন্থে আছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ۔

"আন আনাসিন রাজিআল্লাহু আনহু ক্বালা ঃ ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল আম্বিয়া আহয়ুন ফি কুবুরিহিম ইউ সল্লুন"

অর্থাৎ - হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আম্বিয়ারা নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁরা নামায পড়েন ।

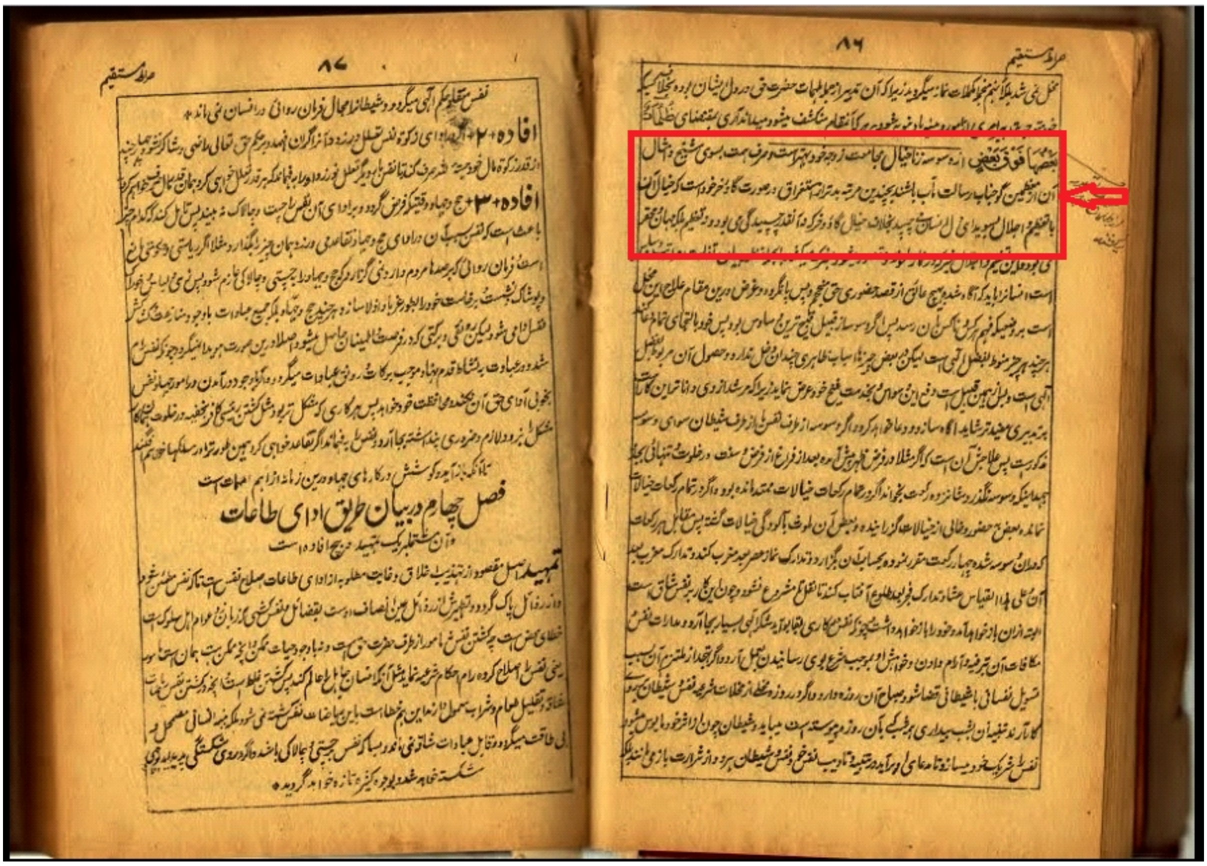
আর সমগ্র উলামায়ে দেওবন্দের আক্বীদা হল আম্বিয়ারা সশরীরে নিজেদের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁরা সেখানে নামাযও পড়েন । আর যে ব্যাক্তি আম্বিয়াদেরকে তাঁদের কবরে জীবিত মানে না তারা বিদ্আতী এবং গুমরাহ । তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না ।

৯ নং অপবাদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' কিতাবে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কি নামাযে নবীর খেয়ালকে গরু গাধার খেয়ালের থেকেও নিকৃষ্ট বলেছেন ?

বেরেলীদের রবিউল ইসলাম কাদেরী লিখেছেন, "উক্ত মৌলবী (অর্থাৎ ইসমাইল দেহলবী) তাঁহার 'সেরাতে মুস্তাকিম' পুস্তকের ফসলে সোওম, হেদায়েতে সানীতে লিখিয়াছেন - 'নামাযের মধ্যে পীর কিংবা অন্য বুযর্গানে দ্বীনের খেয়াল যদ্যপি হুজুর (সাঃ)-এর খেয়াল হউক না কেন, এইরুপ খেয়াল নিজের গাধা ও বলদের খেয়ালে নিমগ্ন হওয়া অপেক্ষা জঘন্যতর । কেননা হুজুরের খেয়াল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আসিবে কিন্তু গাধা ও বলদের

খেয়াল সেইরুপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আসিবে না বরং গাধা ও বলদের খেয়াল হীন ও ঘৃন্য ভাবেই আসিবে এবং নামাযের মধ্যে কাহারও সম্মান ও ভক্তির খেয়াল শিরকের দিকে আকর্ষন করে।'' (অভিশপ্ত মযহব ও ওহাবী ফিৎনা, পৃষ্ঠা-২০৩)



এই কথা 'কে ইমানদার ?' পুস্তকে আবু তাহের আল কাদেরী লিখেছেন এবং বলেছেন উক্ত ইবারতটি ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবে লিখেছেন। এমনকি মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবও 'কাওকাবা শেহাবিয়া' নামক কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় এই একই কথায় লিখেছেন।

বেরেলীদের কিছু হতভাগা এরকমও প্রচার করে থাকেন যে ''ইসমাইল দেহলবী বলেছেন নামাযের মধ্যে যদি হুজুর (সাঃ) এর খেয়াল চলে আসে তাহলে নামাযই হবে না।'' অথচ 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবে সেকথা লেখা নেই।

জবাব

প্রথমেই বলে রাখি 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবটি ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) লেখেননি। উক্ত কিতাবটি ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) এর পীর সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর বানী সংকলন অর্থাৎ 'মালফুযাত'। এবং উক্ত কিতাবটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যার প্রথম অধ্যায় ও চতুর্থ অধ্যায় সংকলন করেছেন শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী

(রহঃ) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সংকলন করেছেন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর জামাই মাওলানা আব্দুল হাই বুড্ডানবী (রহঃ) । কেবলমাত্র ভূমিকা ও পরিশিষ্ট শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন । আর বেরেলীরা 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবের যে বিতর্কিত ইবারতটি নিয়ে হাঙ্গামা করে অর্থাৎ যেখানে গরু গাধার খেয়ালের কথা বলা হয়েছে সেটা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ উক্ত কথাটি লিখেছেন মাওলানা আব্দুল হাই বুড্ডানবী (রহঃ) আর বলেছেন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) । হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এরকম ধরণের কথাই বলেন নি । বেরেলীরা হিংসাবশত জালিয়াতি করে মিথ্যা ভাবে সেটা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর উপর চাপিয়েছে এবং তাঁর উপর কাফেরের ফতোয়া দিয়েছে । এই হল বেরেলীদের ইনসাফ । এমনকি বেরেলী সামাজের আলা হযরত অর্থাৎ আহমদ রেযা খানও উক্ত কথাটি শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর প্রতি আরোপ করেছেন । পাঠকগণ ! ভেবে দেখুন আলা হযরত সাহেব একজনের কথাকে অন্য জনের ঘাড়ে চাপিয়ে কিরকম ফতোয়াবাজি করেছেন ? একেই বলে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে ।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল কওলুল জমীল' এর মধ্যে লিখেছেন,

"হিম্মত অর্থ কোন জিনিসের প্রতি আকাঙ্খা এবং সন্ধান আকারে মনকে কেন্দ্রভূত করা এবং সংকল্পকে সুদৃঢ় করা যেন সেই কাম্য বস্তু বা ব্যাক্তি ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা অন্তরে না আসে ।" (আল কওলুল জমীল, পৃষ্ঠা-৬০)

আর ফারসী শব্দ 'সারফ' কথার বাংলা অর্থ হল ফিরিয়ে দেওয়া । অতএব 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবে যা লেখা আছে তার অর্থ হল, নামাযের মধ্যে কেউ যদি শুধুমাত্র রসুল (সাঃ) এর খেয়াল করল । সে রসুল (সাঃ) ছাড়া অন্য কারো চিন্তা অন্তরে না নিয়ে এল কেবলমাত্র তার আকাঙ্খা এবং সন্ধান আকারে মনকে রসুলের দিকে কেন্দ্রভূত করল এবং সংকল্পকে সুদৃঢ় করে রসুল ছাড়া আল্লাহরও চিন্তা নামাযের মধ্যে আনল না তাহলে এরকম রসুলের খেয়াল শিরকের দিকে আকর্ষন করে ।

সুতরাং এককথায় কেউ যদি নামাযের মধ্যে চিন্তা করে যে সে রসুলের জন্য রুকু করছে, রসুলের জন্য কওমায় যাচ্ছে, রসুলের জন্য তসবীহ পাঠ করছে এবং রসুলের জন্যই সিজদা করছে তার মনে আল্লাহর কোনো স্থানই থাকল না তাহলে অবশ্যই তা শিরকের দিকে আকর্ষন করবে । কেননা নামায হল আল্লাহর জন্য আর আল্লাহর চিন্তাই যদি নামাযের মধ্যে মনে স্থান পেল না কেবলমাত্র রসুলের চিন্তায় মন বিভোর এবং কেন্দ্রভূত হয়ে থাকল ।

এরকম ধরণের চিন্তাকেই 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবে খারাপ বলা হয়েছে তাছাড়া রসুলের খেয়াল চলে আসাকে খারাপ বলা হয়নি ।

কিন্তু বেরেলীপক্ষীয় আলেম রবিউল ইসলাম কাদেরী বলেছেন, "প্রকৃত ইসলামী আক্বীদা হইতেছে, যে নামাযে হুযুরের খেয়াল আসেনা সে নামায নামাযই নহে । কেননা, নামাযে যানাযা ব্যাতীত কোনো নামায বিনা 'আত্তাহিয়াত' পাঠে সম্পূর্ণ হয় নাই । সুতরাং প্রত্যেক নামাযে 'আত্তাহিয়াত' পাঠ করতেই হবে এবং 'আত্তাহিয়াত' পাঠ করিলে হুযুরকে অবশ্যই খেয়াল করিতে হইবে ।" (অভিশপ্ত মযহব, পৃষ্ঠা-২০৪)

এটা কাদেরী সাহেবের ধাপ্পাবাজি । 'আত্তাহিয়াত' পড়ার সময় আমরা 'আসসালামু আলাইকা আইওহান নাবিইয়ো' বলে থাকি অর্থাৎ হে নবী ! আপনার উপর সালাম । নামাযীর নিকট নবীজী (সাঃ) তো হাজির নেই তাহলে এরুপ বলার যুক্তি কি ? কাদেরী সাহেব বলেন, "তাঁহার নুরানী চেহরা মোবারককে চক্ষুর সম্মুখে আনয়ন করিয়া উক্ত কালাম দ্বারা তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম জ্ঞাপন করিতে হইবে ।" অর্থাৎ নবীজীর ধ্যান করতে হবে ।

কিন্তু 'আত্তাহিয়াতু'র বিষয়বস্তু নবী (সাঃ) এর পবিত্র মেরাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । যেখানে আল্লাহ ও আমাদের নবী (সাঃ) এর সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে । এই 'আত্তাহিয়াতু' পড়ার নির্দেষ আমাদের নবী (সাঃ) দিয়েছেন । কিন্তু তিনি এরকম তো বলেন নি যে নামাযে আল্লাহর ধ্যান ছেড়ে দিয়ে শুধু নবীর ধ্যান করতে হবে । আর এই 'সরফে হিম্মত' না করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে বা কাজা করতে হবে । এরকম নির্দেশও রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের দেন নি । সাহাবাদের বক্তব্য এবং ফতোয়া থেকে বা ইজমায়ে উম্মত বা চার ইমামের ইজতেহাদ থেকেও এমন উদ্ভট কথা বর্ণিত নাই । সুতরাং হুযুর (সাঃ) এর চেহরা মুবারক চক্ষের সম্মুখে জাগিয়ে তোলার ফতোয়া কাদেরী সাহেব কোথা থেকে লাভ করলেন ? দ্বীন ধর্ম কি বেরেলীদের অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত ?

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; সে হালে যদি পৌঁছাতে না পারো তবে এই হালও জাগাও তিনি তোমাকে দেখছেন । হাদীসের পরিভাষায় এটাকে 'এহসান' বলা হয় । অতএব নামাযে আল্লাহ ছাড়া একাগ্রচিত্রে রসুলের ধ্যান করা বা 'সরফে হিম্মত' করা অমার্জনীয় অপরাধ ।

বেরেলীরা এখানে বলতে চান যে 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবে হুযুর (সাঃ) এর খেয়ালকে গরু, গাধার খেয়ালের চেয়েও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে । সুতরাং এখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে গরু গাধার থেকেও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে । (নাউযুবিল্লাহ)

এর উত্তরে বলব, নামাযে গরু বা গাধার খেয়াল আসওয়াসার ভিত্তিতে এলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না এ সম্পর্কে দেওবন্দী ও বেরেলী সকলেই একমত । কিন্তু মনে করুন নামাযে কেউ যদি দেখে দেখে কুরআন থেকে সুরা পাঠ করে তাহলে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে । এতেও দেওবন্দী ও বেরেলী একমত । তাবলে কি গরু গাধার থেকে কুরআন নিকৃষ্ট ? নিশ্চয় নয় ।

কিন্তু ‘সিরাতে মুস্তাকিম’ কিতাবে গরু গাধার খেয়াল এলে নামায ভঙ্গ হবে বলা হয়নি এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর খেয়াল এলে নামায ভঙ্গ হবে বলা হয়নি । কেবলমাত্র ‘সরফে হিম্মত’কে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে । কিন্তু বেরেলীরা উক্ত কিতাবের ইবারতকে বিকৃত অর্থে পেশ করে শাহ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে । অথচ ‘সিরাতে মুস্তাকিম’ কিতাবের উক্ত ইবারতটি শাহ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) লিখেন নি । লিখেছেন মাওলানা আব্দুল হাই (রহঃ) এবং বলেছেন সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) যা এর আগে প্রমান করা হয়েছে ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ) এর লেখা ‘হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) আওর মুআনিদিনে আহলে বিদ্আত কা ইলজামাত’ । সেখানে শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ করা হয় তার বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে ।

আহমদ রেযা খান সাহেব ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কে কাফের বলতে নিষেধ করেছেন

আহমদ রেযা খান সাহেব তাঁর ‘সাব্বহনুস সুবুহ আন আইবে ক্বিযবিনমাকবুহ’ কিতাবে শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) কে কাফের বলে সাব্যস্ত করেন এবং ‘আল কাওকাবাতু শাহাবীয়া ফি কুফরীয়াতে আবী ওহাবীয়া’ যেটা একমাত্র শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এবং তাঁর মন্যকারীদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে সেখানে ৭০ টিরও বেশী কারণ দেখিয়ে তাঁকে কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে । এবং শেষে আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

“উলামায়ে মোহতাতীন উনহে কাফির না কহেঁ ইয়েহী সওয়াব হ্যায়............ইয়ানী ইয়েহী জওয়াব হ্যায় ইসি পর ফত্ওয়া হুয়া আওর ইসি পর ফত্ওয়া হ্যায়, ইয়েহী হামারা মযহব আওর ইসি মে ইসতেকামত ।”

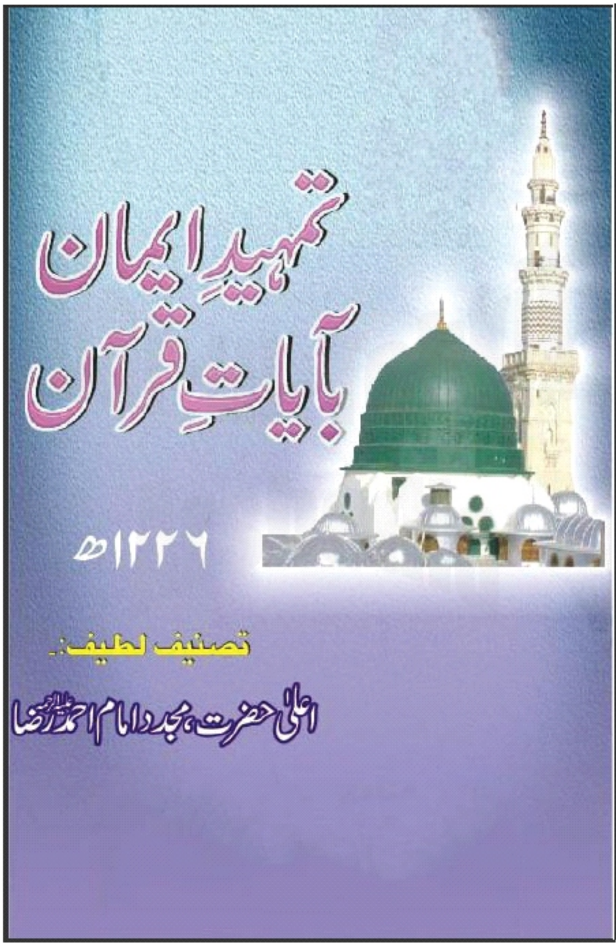
(তামহীদে ইমান, পৃষ্ঠা-৫৪)

অর্থাৎ - সাবধানী উলামাগণ যেন তাঁদের কাফের না বলেন, আর এটাই সওয়াব, অর্থাৎ এটাই উত্তম, আর এর উপর ফতোয়া রয়েছে, এটাই আমাদের মাযহাব এর উপরেই ভরসা, সালামত এবং যথাযথতা ।

সুতরাং এখানে আহমদ রেযা খান সাহেব শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) কে কাফের বলতে নিষেধ করেছেন এবং সেটাকেই সওয়াব (পূণ্য), ফতোয়া এবং নিজের মযহব বলে মনে করেছেন ।

আহমদ রেযা খান সাহেব আরও লিখেছেন, “(আল্লাহ না করুন, এক হাজার বার না করুন) আমি কখনোই তাদের কুফরীকে পছন্দ করিনা, সেই মুক্তাদী অর্থাৎ নতুন অভিযুক্তদের (গাঙ্গোহী, আম্বেঠাবী এবং তাদের ভাগিদার দেওবন্দীদের) এখনও মুসলমান জ্ঞাত করি, যদিও তাদের বেদাতী গুমরাহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রতারনার ইমাম (ইসমাইল দেহলবী) এর কুফরীর উপরেও হুকুম দিই না, কারণ আমাদেরকে আমাদের নবী ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠকারীদের কাফের বলা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন ।” (তামহীদে ইমান, পৃষ্ঠা-৫৯, ৬০, বঙ্গানুবাদ-নুরুল আরেফীন রেজবী, প্রকাশনায়-রেজবী একাডেমী)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন




۳۵۵

مسلمانو، مسلمانو! تمھیں اپنا دین و ایمان اور روزِ قیامت و حضور بارگاہِ رحمٰن یاد دلا کر استفسار ہے کہ جس بندۂ خدا کی دربارۂ تکفیر یہ شدید احتیاط یہ جلیل تصریحات اُس پر تکفیر تکفیر کا افترا کتنی بے حیائی کیسا ظلم کتنی گھنونی ناپاک بات۔ مگر محمد رسول اللہ صلے اللہ تعالےٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ جو کچھ فرماتے ہیں قطعاً حق فرماتے ہیں:

اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔[1] جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔
ع بے حیا باش و انچہ خواہی کن
(بیحیا ہو جا پھر جو چاہے کر۔ ت)

مسلمانو! یہ روشن ظاہر واضح، قاہر عبارات تمھارے پیش نظر ہیں جنھیں چھپے ہوئے دس دس اور بعض کو ستّرہ اور تصنیف کو اُنیس سال ہوئے اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب چھ سال یعنی ۱۳۲۰ھ سے ہوئی جب سے المعتمد المستند چھپی، ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ و رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو یہ عبارتیں فقط اُن مفتریوں کا افترا ہی رد نہیں کرتیں بلکہ صراحۃً صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا جب تک یقینی قطعی واضح، روشن، جلی طور سے ان کا صریح کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہولیا جس میں اصلاً اصلاً ہرگز ہرگز کوئی گنجائش کوئی تاویل نہ نکل سکی کہ آخر یہ بندۂ خدا وہی تو ہے جو اِن کے اکابر پر ستّر ستّر وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل لا الٰہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکمِ اسلام کے لئے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔[2] یہ بندۂ خدا وہی تو ہے جو خود ان دشنامیوں کی نسبت (جب تک ان کی ان دشناموں پر اطلاع یقینی نہ ہوئی تھی) اٹھتّر وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار ہزار بار حاش للہ میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، جب کیا ان سے ملاپ تھا اب رنجش ہوگئی، جب اُن سے جائداد کی کوئی شرکت نہ تھی اب پیدا ہوئی۔ حاش للہ مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت

---

[1] المعجم الکبیر حدیث ۶۵۰۸ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۱۷/۲۳۷
[2] سبحٰن السبوح عن عیب کذب مقبوح دار الاشاعت جامعہ گنج بخش، داتا دربار لاہور ص۹۱
[3] ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ص۹۰/۹۱

সুতরাং এখানে আহমদ রেযা খান সাহেব নিজেই বলেছেন যে তিনি ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) ও দেওবন্দীদেরকে মুসলমান বলে মনে করেন । এর দ্বারা বোঝা যায় খান সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন উলামায়ে দেওবন্দ কোনো কুফরী কথাই বলেন নি । অতএব এর পর যেসব বেরেলী ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) ও উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের বলতে সন্দেহ পোষনকারীদের কাফের বলবে তাদের নিকট তাদের প্রাণপ্রিয় আলা হযরত অর্থাৎ আহমদ রেযা খানসাহেবও কাফের হয়ে যাবেন । কেননা তিনি ইসমাইল

শহীদ দেহলবী (রহঃ) ও উলামায়ে দেওবন্দকে মুসলমান বলে মনে করেন এবং তাঁদের উপর কাফের ফতোয়াকে পছন্দ করেন না । বেরেলীরা ভেবে দেখুন কি করবেন ?

আপনারা যদি আহমদ রেযা খান সাহেবকে মুসলমান বলে মনে করেন তাহলে ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) ও উলামায়ে দেওবন্দকে মুসলমান বলে মনে করুন না হয় আহমদ রেযা খানের উপর কাফেরের ফতোয়া জারি করুন । কি করবেন ভেবে দেখুন ।

১০ নং অপবাদ

মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) কি ‘বুলগাতুল হায়রান’ কিতাবে হুযুর (সাঃ) কে স্বপ্নে জাহান্নামে পড়তে দেখেছেন ?

‘কে ইমানদার ?’ পুস্তকে আবু তাহের আল কাদেরী মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) এর প্রতি অভিযোগ করে লিখেছেন,

“মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) এর একজন ছাত্র মৌলবী হোসেন আলী ‘বালাগাতুল হায়রান’ কিতাবে বর্ণনা করিতেছেন যে তিনি (হোসেন) একদিন স্বপ্নে দেখিতেছেন যে তাঁহাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুলসেরাতে লইয়া গেলেন । হঠাৎ তিনি (হোসেন আলী) দেখিলেন যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুলসেরাত হইতে পড়িয়া যাইতেছেন তখন তিনি (হোসেন) হুযুরকে পতন হইতে রক্ষা করিলেন ।” (কে ইমানদার ? পৃষ্ঠা-৪৪)

জবাব

‘কে ইমানদার ?’ পুস্তকে মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) এর কিতাবকে ‘বালাগাতুল হায়রান’ বলা হয়েছে । কিন্তু কিতাবের নাম ‘বালাগাতুল হায়রান’ নয় কিতাবের নাম হল ‘বুলগাতুল হায়রান’ । যারা উলামায়ে দেওবন্দের লেখা কিতাবের নাম ঠিকমত লিখতে পারে না তারা আবার উলামায়ে দেওবন্দের লেখা কিতাবের ইবারতের উপর অভিযোগ করে । এর দ্বারাই বোঝা যায় যে তাদের অভিযোগের মূল্য কত নিম্ন মানের ।

আসল কথা হল, হযরত মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) ‘বুলগাতুল হায়রান’ কিতাবে বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি স্বপ্নে দেখেছিলেন । আর স্বপ্নের উপর কোনো হুকুম জারি করা হয়না । স্বপ্নের তাবীর হয় । যেমন, ইমামে আযম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু একদিন

স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি হযরত ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মাযারে গিয়ে তাঁর দেহ মুবারক থেকে হাড়সমুহ বেছে বেছে আলাদা করে রাখছেন । এই স্বপ্ন দেখে তিনি অত্যান্ত ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন । অবশেষে বিখ্যাত স্বপ্নতত্ত্ব বিশারদ আল্লামা ইবনে শিরীন (রহঃ) এর নিকট গিয়ে এর তাবীর জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি বললেন, ‘‘আপনার ভীত ও চিন্তিত হবার কোন কারণ নাই, এটা অত্যন্ত ভাল স্বপ্ন । আপনি কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করবেন এবং সহীহ ও ভূলের মধ্যে পার্থক্য করতে শিক্ষা দিবেন ।’’

এখানে ইমামে আযম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে হুযুর (সাঃ) এর দেহ মুবারক থেকে হাড়কে আলাদা আলাদা করতে দেখেছেন অথচ আমাদের নবী (সাঃ) সশরীরে দুনিয়ার জীবনের মতো বরযখী দুনিয়ায় জীবিত আছেন । তাহলে ইমাম সাহেব (রহঃ) কিভাবে হুযুর (সাঃ) এর হাড়কে আলাদা আলাদা করতে দেখতে পারেন ? এর উত্তর একটাই স্বপ্নে সব কিছুই সম্ভব হতে পারে । সেজন্যই বেরেলীদের পাকিস্তানের তাহিরুল কাদেরী বলেছেন যে কিছু বেওকুফ ও মুর্খ স্বপ্ন দর্শনকারীর উপর গুস্তাখীর ফতোয়া লাগায় । যদিও তাদের জানা উচিৎ স্বপ্নের উপর কোনো হুকুম লাগানো যায় না ।

অপরদিকে ‘কে ইমানদার ?’ পুস্তকের লেখক আবু তাহের আল কাদেরী ‘বুলগাতুল হায়রান’ কিতাবের উদ্ধৃতিকে কাটছাঁট করে পেশ করেছেন । কিন্তু মূল কিতাবে তা বলা হয়নি । মূল কিতাবের মূল অংশে এই স্বপ্নের কথা বলা হয়নি বরং সংযোজনায় ‘মুবাশশারত’ নামক শিরোনামায় উক্ত স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে ।

সেখানে ১ নং স্বপ্নে মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) লিখেছেন,

‘‘আমি আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখলাম । তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘আমি তোমার এবং তোমার অনুসরণকারীদের মাগফেরাত করলাম’ ।’’ (আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব । ‘আল বালাগুল মুবীন’ কিতাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. বলেছেন যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. আল্লাহকে এক হাজার বার স্বপ্নে দেখেছেন এবং ‘দুররে মুখতার শামী’ কিতাবে লেখা আছে ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহকে স্বপ্নে একশতবার দেখেছেন ।)

মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) ‘বুলগাতুল হায়রান’ কিতাবের ২ নং স্বপ্নে লিখেছেন,

‘‘আমি হুযুরকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পুলসিরাতের উপর অথবা তার উপর নিয়ে গেলেন ।’’

উক্ত কিতাবের ৩ নং স্বপ্নে লিখেছেন,

‘‘আমি হুযুর (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম । তিনি আমাকে একটা পরোয়ানা লিখে দিলেন এবং নিজের হাত মুবারক দিয়ে মোহর লাগিয়ে দিলেন । তখন তাঁর অধিকাংশ বড়রাই ছিলেন ।’’

উক্ত কিতাবের ৪ নং স্বপ্নে লিখেছেন,

‘‘স্বপ্নে আমি কাবা শরীফের সম্মুখে দোওয়া করলাম । তারপর আমি হুযুর (সাঃ) এর খিদমতে এলাম এবং ‘আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রসুলুল্লাহ’ বললাম । তখন হুযুর (সাঃ) আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমাকে জিকর ও লতিফা শিক্ষা দিলেন ।’’

উক্ত কিতাবের ৫ নং স্বপ্নে লিখেছেন,

‘‘আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন তিনি পড়ে যাচ্ছেন । অনন্তর আমি তাঁকে ধরে ফেললাম এবং পড়ে যাওয়া হতে রক্ষা করলাম । তখনই অর্থাৎ স্বপ্নেই আমি ব্যাখ্যা করলাম যে এর অর্থ অর্থাৎ রক্ষা করার অর্থ তাঁর (নবীর) দ্বীন ইসলামকে কায়েম করা এবং শিরককে মিটিয়ে দেওয়া বা প্রতিরোধ করা । তখন আমাকে বলা হল যে তওহীদ ব্যাপারে যারা তোমার বিরোধিতা করছে তারা দাজ্জাল ও কাজ্জাব ।’’

এই হল মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) ‘বুলগাতুল হায়রান’ কিতাবের আসল স্বপ্ন বৃত্তান্ত । এখানে হুযুর (সাঃ) কে পুলসিরাত থেকে পড়ে যাচ্ছেন বলে কোনো বর্ণনায় করা হয়নি । পুলসিরাতের কথা ২ নং স্বপ্নে বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে হুযুর (সাঃ) কে পড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি । আর যেখানে পড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে পুলসিরাতের কোনো উল্লেখ নেই অর্থাৎ ৫ নং স্বপ্নে কাবা শরীফের কথা বলা হয়েছে । আর এখানে পড়ে গিয়েছেন বলা হয়নি । পড়ে যাচ্ছিলেন তার আগেই মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) হুযুর (সাঃ) কে ধরে নিয়ে রক্ষা করলেন বলা হয়েছে । আর এই ধরার ব্যাখ্যায় মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) বলেছেন, ‘তাঁর (নবীজির) দ্বীন ইসলামকে কায়েম করা এবং শিরকে মিটিয়ে দেওয়া ।

কিন্তু বেরেলীপক্ষীয় আলেম আবু তাহের আল কাদেরী ‘কে ইমানদার ?’ পুস্তকে ২ নং ও ৫ নং স্বপ্নকে একত্রিত করে জালিয়াতি করে মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) কে দোষারোপ করা হয়েছে । এমনকি বেরেলীদের কিছু কিছু ইস্তেহারে এমন কথাও বলা হয়েছে যে হুযুর (সাঃ) পুলসিরাত থেকে দোযখে পড়ে যাচ্ছিলেন আর মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) তাঁকে রক্ষা করেন । পাঠকগণ ভেবে দেখুন বেরেলীদের জালিয়াতির নমুনা । বেরেলীরা নিজেরাই হুযুর (সাঃ) কে দোযখে নিক্ষেপ করেছে এবং দোষ চাপিয়েছে মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) এর উপর ।

বেরেলীদের আবু তাহের আল কাদেরী লিখেছেন, ‘‘সুতরাং যে বলে ‘আমি পুলসেরাত হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের পতন রক্ষা করিলাম’ সে কি ইমানদার হইতে পারে ?’’ (কে ইমানদার ?, পৃষ্ঠা-৪৪)

এখানে আমরা বলব আপনারা যে মিথ্যা ভাবে উক্ত কথাটি মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) এর উপর চাপিয়েছেন তাহলে আপনারা কি ইমানদার ? না বেইমানের সরদার ?

'বুলগাতুল হায়রান' কিতাবের ৫ নং স্বপ্নে হুযুর (সাঃ) মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) কে বলেছেন, "তওহীদ ব্যাপারে যারা তোমার বিরোধিতা করছে তারা দাজ্জাল ও কাজ্জাব ।"

এখানে আবু তাহের আল কাদেরী সাহেব 'কে ইমানদার ?' পুস্তকে মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ) এর বিরোধিতা করে দাজ্জাল ও কাজ্জাব সাব্যস্ত হলেন ।

বেরেলীদের তরফ থেকে যে অপবাদ উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে করা হয় তার ১০ টি অপবাদের জবাব দেওয়া হল । আরও যে অপবাদ বেরেলীদের তরফ থেকে করা হয় তার জবাব ইনশাল্লাহ এর দ্বিতীয় খন্ডে দেওয়া হবে ।

একজন বেরেলী আলমের দেওবন্দী মতবাদ গ্রহণ

হযরত মাওলানা মুফতী খলীল আহমদ খান বারাকাতী কাদেরী (রহঃ) একজন বিখ্যাত বেরেলী আলেম ছিলেন । তাঁর বড়ভাই মাওলানা আব্দুল আজিজ পিলিভিত মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন । তিনি আহমদ রেযা খান সাহেবের মুরীদ ও খলিফা ছিলেন । তিনি বেরেলীর 'মানযারে ইসলাম' ও 'মাযহারে ইসলাম' মাদ্রাসায় শেষ জীবন পর্যন্ত বুখারী শরীফের শিক্ষক ছিলেন । এবং যতদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন বেরেলী জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন । সেজন্য তিনি কট্টরপন্থী বেরেলী ছিলেন এবং দেওবন্দীদেরকে কাফের বলাতেও কট্টরপন্থী ছিলেন । আহমদ রেযা খান সাহেবের নিকটতর ব্যাক্তি যিনি মালেকুল উলামা নামে পরিচিত ছিলেন । তিনি খান সাহেবের ফতোয়াকে সঠিক নয় বলে মনে করতেন এবং খলীল আহমদ কাদেরী সাহেবের বড় ভাই মাওলানা আব্দুল আজিজও এই মতের সমর্থক ছিলেন সেজন্য খলীল আহমদ সাহেব বড় ভাইকে ভ্রান্ত বলে মনে করতেন ।

মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ) ইমাম আহমদ রেযা খান সাহেবকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন সেজন্য তিনি খান সাহেবের ফতোয়াকে চোখ কান বন্ধ করে বিশ্বাস করতেন । সেজন্য দেওবন্দীদের মূল কিতাবগুলি পড়ে দেখেন নাই ।

একদিন এক বক্তৃতায় হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লিখিত কিতাব 'হিফযুল ইমান' এর কাফেরী ফতোয়ার ব্যাখ্যা করছিলেন । সেই সময় একজন প্রশ্ন করল, দেওবন্দী আলেম তো এই অর্থকে অস্বীকার করেছেন । মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ) এর প্রমান চায়তে গেলে সেই লোকটি 'বাসতুল বানান' কিতাবখানী এনে দেখান । ফলে তিনি জীবনে প্রথম বার আহমদ রেযা খান সাহেবের কাফেরী ফতোয়ার ব্যাপারে ধাক্কা খেলেন এবং থমে গেলেন । তিনি শুধুমাত্র বললেন এ বিষয়ে ভালোভাবে পড়াশুনা না করে কোনো মত প্রকাশ করব না ।

এরপর মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ) দেওবন্দী ও বেরেলী উভয়পক্ষের কেতাবপত্র গভীরভাবে পড়াশুনা করে মত প্রকাশ করলেন যে দেওবন্দী আলেমদের বিরুদ্ধে

আহমদ রেযা খান সাহেব যে কাফেরী ফতোয়া দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভূল । তিনি মতপ্রকাশ করে একখানি কিতাব লিখেছিলেন তার নাম 'ইনকেশাফে হক্ব' ।

তিনি ১৯৯০ সালের ৪ঠা জুন বদায়ুন শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল । ইন্তেকালের দিনও তিনি তাহাজ্জুদ এবং এশরাকের নামায পড়েছিলেন এবং তিনবার আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন । ইন্নালিল্লাহে.......................

(বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ইনকেশাফে হক্ব')

মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ) যখন আহমদ রেযা খান সাহেবের কাফেরী ফতোয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করলেন তখন বেরেলীরা গতি খারাপ দেখে তাঁকে বুঝাবার জন্য বেরেলী থেকে তিনটি দল এসেছিল । প্রথম দলে ছিলেন বেরেলীদের নেতা হাবীবুর রহমান কটকী এবং লুৎফুল্লাহ সাহেব । আলোচনা হয়েছিল কাশগঞ্জে । দ্বিতীয় দলে ছিলেন কাজী শামসুদ্দীন এবং মুফতী রিজওয়ানুর রহমান ও গোলাম মহম্মদ নাগপুরী । আলোচনা হয়েছিল বদায়ুন শহরের জাফরী মসজিদে । তৃতীয় দলে ছিলেন শরীফুল হক সাহেব, হাশমত আলী সাহেবের ছেলে মাশাহেদ রেযা, গোলাম মুস্তাফা নাগপপুরী, আমজাদ আলী সাহেবের ছেলে জিয়াউল মুস্তাফা এবং আহমদ রেযা খান সাহেবের নাতি আখতার রেযা খান ইত্যাদি । এই আলোচনা হয়েছিল বাদায়ুন শহরে । এই তিনটি দলকেই মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ) দাঁতভাঙ্গ জবাব দিয়েছিলেন ।

বেরেলীরা নিরুত্তর হয়ে যাওয়ার পর 'শরয়ী ফায়সালা' নামক পুস্তিকা ছেপে প্রচার করে দেয় যে আমরাই মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরীকে মুনাযারায় পরাজিত করেছি । মুফতী মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ) 'ইনকেশাফে হক্ব' এবং পৃথক ইস্তেহার ছেপে তাদের এই অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন । (দেখুন 'ইনকেশাফে হক্ব')

মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী বলেছেন, ‘‘আমার বড় ভাই (মাওলানা আব্দুল আজিজ) বেরেলী জামে মসজিদের ইমাম ও বেরেলী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের বাড়িতে আমি নিজ কানে তাঁর নিজ মুখে বিবৃত অভিমত শুনেছি যে উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের বলা সঠিক নয় । উড়িষ্যার হাবীবুর রহমান সাহেবও কাশগঞ্জে আমার কাছে একথা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি থানবী সাহেবের মুরীদ মাওলানা সুহায়েল সাহেবের পিছনে নামাযও পড়েছেন ।’’ (ইনকেশাফে হক্ব)

সুতরাং মাওলানা খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ) বেরেলীদের আলা হযরতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করে পরে প্রকাশ্যে দেওবন্দীদের দলে চলা এসেছিলেন এবং তিনি দেওবন্দী আলেমদের মুসলমান বলেই মনে করতেন । আর বেরেলীদের নেতা হাবীবুর রহমান কটকীও দেওবন্দীদেরকে মুসলমান মনে করেই মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর মুরীদ মাওলানা সুহায়েল সাহেবের পিছনে নামাযও পড়েছেন ।

‘হুসামুল হারামাইন’ ও মক্কা মদীনার আলেমগণের ফতোয়া

যেহেতু মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব ইংরেজদের ইশারায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন সেজন্য দেশবাসীকে ধোকা দেওয়ার জন্য খান সাহেব মক্কা ও মদীনা শরীফে গেলেন উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া আনার জন্য । যাতে দেশবাসীকে বোঝানো যায় যে সত্যই উলামায়ে দেওবন্দ কাফের ।

এই উদ্দেশ্য পুরণের জন্য খান সাহেব ১৩২৩ হিজরী সনে হজ্বের সফরের নাম করে নিজ মায়ের বাধা অমান্য করে মক্কা মুআজ্জামায় হজ্বের পর সেখানেই একটি কিতাব লিখলেন । যে কিতাবটি খান সাহেব আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের লেখা কিতাবের ইবারত নিয়ে লিখেছিলেন । সেখানে তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসারী ও খাঁটি আশিকে রসুল উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে এই অপবাদ লাগালেন যে মাআজাল্লাহ উলামায়ে দেওবন্দর নিজেদের কিতাবে আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং আল্লাহর রসুল (সাঃ) কে গালী দিয়েছেন । মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছেন, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) হুযুরের জ্ঞানকে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) ও খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ) এর নামে বিভিন্ন অপবাদ চাপিয়ে তাঁদের কিতাবকে কাটছাঁট করে নিজেই কুফরী ইবারত বানিয়ে কাফেরের ফতোয়া প্রদান করলেন । এবং এমন কথাও লিখলেন যে, যে ব্যাক্তি তাদের কাফের বলতে সন্দেহ পোষন করবে তারাও কাফের হয়ে যাবে । এই ফতোয়ায় তিনি মক্কা মদীনা শরীফের আলেমের নিকট থেকে সাক্ষর নিয়ে নিলেন ।

মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ উর্দূ ভাষা জানতেন না আর দেওবন্দের আলেমদের উর্দূ কিতাব নিয়ে উলটো পালটা বুঝিয়ে কাফেরের ফতোয়া অর্জন করলেন । আর যেহেতু মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ উলামায়ে দেওবন্দের কিতাব সম্পর্কে অবিহিত ছিলেন না । সেজন্য লিখলেন যে,

‘‘যদি সত্যই তাঁদের (উলামায়ে দেওবন্দের) আক্বীদা এরকম হয় (যেরকম মাওলানা আহমদ রেযা খান বুঝিয়েছেন) তাহলে (কাফেরের ফতোয়া) সঠিক ।’’

আরব থেকে ফিরে এসে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব সেই কিতাবটিকে ‘হুসামুল হারামাইন’ নাম দিয়ে ১৩২৫ হিজরী সনে ছাপলেন ।

মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) তখন আরবেই ছিলেন এবং তিনি মসজিদে নববীতে হাদীসের শিক্ষা দিতেন । তিনি যখন আহমদ রেযা খান সাহেবের কাফেরের ফতোয়ার ব্যাপারে জানতে পারলেন তখন তিনি মাওলানা ইসহাক সাহেবের মারফত আহমদ

রেযা খানের বিরুদ্ধে একখানি কিতাব রচনা করেন। সেখানে খান সাহেবের জালিয়াতি ফাঁস করে দেন। এই কিতাবে মক্কা মদীনার আলেমগণ সমর্থন করেছেন যাঁরা আহমদ রেযা খান সাহেবের 'হুসামুল হারামাইন' কিতাবে সাক্ষর করেছিলেন। পরে মক্কা মদীনা শরীফের আলেমদের মনে সন্দেহ জাগে 'হুসামুল হারামাইন' কিতাবের ফতোয়ার ব্যাপারে। তখন তাঁরা ২৭টি প্রশ্ন লিখে পাঠান উলামায়ে দেওবন্দের নিকট উত্তরের জন্য যে বিভিন্ন মাসআলায় তাঁদের আক্বীদা কি? সেই প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠান 'বারাহীনে কাতেয়ায়' লেখক মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)। উত্তর পেয়ে মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ উলামায়ে দেওবন্দের আক্বীদাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা বলে সমর্থন করেন। ফলে মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ যে আহমদ রেযা খান সাহেবের 'হুসামুল হারামাইন' এর উপর ফতোয়া দিয়েছিলেন তা বাতিল হয়ে যায়।

এর পরে মক্কা মদীনার আলেমদের সমর্থনের পর মিশরের আল আজহার ইউনিভার্সিটির আচার্য ও অধ্যাপকের সমর্থন এবং শাম দেশের আলেমদের সমর্থন সংগ্রহ করে কিতাব আকারে 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' নামে ছাপা হয় ফলে আহমদ রেযা খান সাহেবের 'হুসামুল হারামাইন' একখানি মনসুখ বা রহিত কিতাবে পরিনত হয়। সাহাবাদের মদ খাওয়ার হাদীস যেমন মনসুখ ঠিক সেইরকম আহমদ রেযা খান সাহেবের 'হুসামুল হারামাইন'ও মনসুখ কিতাব। যার কোনো মূল্য নেই।

বেরেলীদের নিকট মক্কা মদীনার আলেমগণও কাফের হয়ে গেলেন

যখন মক্কা ও মদীনার আলেমগণ আহমদ রেযা খান সাহেবের সমর্থন প্রত্যাহার করে উলামায়ে দেওবন্দকে মুসলমান এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত বলে প্রচার করলেন তখন থেকে খান সাহেবের নিকট মক্কা মদীনার আলেমগণও কাফের হয়ে গেলেন। এবং হজ্ব ফরজ নয় বলে ফতোয়া দিলেন।

যেমন বেরেলীদের 'তানবিরুল হাজ্জা লিমাইঁ ইউযাউয়িয়ু ইলতিওয়ায়াল হাজ্জা' কিতাবে লেখা আছে, "মুসলমানগণ! বর্তমানে আপনাদের উপর হজ্ব ফরজ নয়। আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন, যখন তোমাদের উপর হজ্ব ফরজ ছিল না তখন তোমরা সেখানে গিয়ে আমার এবং প্রিয়তমদের শত্রুদের কেন সাহায্য করছো? যখন তোমাদের জন্য হজ্ব মুলতুবী করে দেওয়া বা দেরী করার অনুমতি ছিল এবং আমার দুর্বল বান্দা এবং তোমাদের খাদেম মুস্তাফা রেযা তোমাদের কাছে এই বানী পৌঁছেও দিয়েছিল। তা সত্যেও তোমরা মানোনি। তোমরা আমার এবং আমার হাবীব (সাঃ) এর শত্রুদেরকে নিজেদের সম্পদ লুটিয়ে দিয়ে আমার প্রিয় শহরের উপর তাদের অপবিত্র দখল আরও বাড়িয়ে দিয়েছো?" (তানবিরুল হাজ্জা লিমাইঁ ইউযাউয়িয়ু ইলতিওয়ায়াল হাজ্জা, পৃষ্ঠা-২৪)

মনে রাখা প্রয়োজন উক্ত কিতাবের ৫০ জন বেরেলী আলেম সাক্ষর করেছেন যার মধ্যে আহমদ রেযা খান সাহেবের বড় ছেলে হামেদ রেযা, মুস্তাফা রেযা, আহমদ রেযা

খান সাহেবের ছাত্র হাশমত আলী রেযবী, নইমুদ্দীন মুরাদাবাদী এবং সৈয়দ দিলদার আলীর সাক্ষর আছে ।

বেরেলীরা আরও ফতোয়া দিয়েছে যে, “ইবনে সউদ এবং তার বংশধরদের নোংরা ও অপবিত্র অবস্থায় বিদ্যমান এবং প্রশ্নকর্তার প্রশ্নানুযায়ী সেখানে নিরাপত্তা নেই, হজ্ব ফরজ নয় কিংবা হজ্ব করা জরুরী নয় ।” (তাজানুবু আহলে সুন্নত, পৃষ্ঠা-৯)

বেরেলীরা আরও ফতোয়া দিয়েছে যে, “হারামাইন শরীফাইন, মক্কা মুকার্রমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় যেহেতু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব এবং ইবনে সউদ এর রাজত্ব চলছে সেজন্য যারা তাদের মুসলমান মনে করে ওহাবী আক্বীদায় বিশ্বাসী তারা সকলেই কাফের এবং মুরতাদ ।” (ফতোয়া মাদ্রাসা নয়ীমিয়া)

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, আহমদ রেযা খান সাহেব যখন মক্কা ও মদীনার আলেমের কাছে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া আনতে গেলেন তখন তাঁরা মুসলমান এবং মুফতী ছিলেন । যখন সেখানকার মুফতীয়ানে কেরামরা খান সাহেবকে দেওয়া ফতোয়া প্রত্যাহার করে নিলেন তখন থেকে বেরেলীদের নিকট মক্কা মদীনার আলেমরাও কাফের হয়ে গেলেন । অর্থাৎ বেরেলীদের নিকট যারাই মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের বিরোধীতা করবে তারাই তাদের নিকট কাফের ও মুরতাদ । যেহেতু বেরেলীরা আহমদ রেযা খান সাহেবকে নবীর থেকেও বড় বলে মনে করে ।

বেরেলীদের নিকট কাফের কারা ?

(১) “আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (যাঁদের মৃত্যু হয়েছে মদীনায় এবং তাঁদের কবরও আছে জান্নাতুল বাকীতে, মদীনা মুনাওয়ারায়) এই পাঁচ জনের কাফের হওয়ার ব্যাপারে যারা সন্দেহ করবে তারাও কাফের ।” (আল মালফুয, খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ১৩৪)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন:-


ملفوظات اعلیٰ حضرت 172 حصہ اوّل

وحدةُ الوجود کسے کہتے ہیں؟

عرض: حضور وحدةُ الوجود کسے کہتے ہیں؟

ارشاد: وُجود ایک اور موجود ایک ہے باقی سب اس کے ظل (یعنی عکس) ہیں۔

اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہئے؟

عرض: اسمٰعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟

ارشاد: میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ البتہ غلام احمد (قادیانی)، سید احمد (علی گڑھی)، خلیل احمد (انبیٹھوی)، رشید احمد (گنگوہی)، اشرف علی (تھانوی) کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر

مَنْ شَکَّ فِیْ کُفْرِہٖ وَعَذَابِہٖ فَقَدْ کَفَرَ (جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ت)

(در مختار مع رد المحتار، کتاب الجهاد، مطلب فی حکم ساب الانبیاء، ج٦، ص٣٥٧)

(২) “শরীয়াতের হুকুম অনুযায়ী পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ নিজের কুফরী ও নোংরা আক্বীদার ফলে নিঃসন্দেহে মুরতাদ এবং ইসলাম বহির্ভূত । যে ব্যাক্তি একে মুসলমান মনে করবে সেও কাফের, মুরতাদ অতি জঘন্য । বিনা তাওবায় মরলে আল্লাহর লা’নত প্রাপ্ত হবে ।” (তাজানুবু আহলে সুন্নত, পৃষ্ঠা-১২২)

(৩) “সুলাহ কুল্লীর নেতাগুলি, সিরাতুন্নবীর লেখক মাওলানা শিবলী নুমানী, (উর্দূ কবি) আলতাফ হোসেন আলী, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ড. মুহাম্মাদ ইকবাল এরা সব খবীস সুলাহ কুল্লীর নেতা । এদের সংগঠন সীমা অতিক্রম করে প্রকৃতিবাদী ও নিরীশ্বরবাদী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে । সুতরাং এরা সকলেই কাফের ও মুরতাদ ।” (তাজানুবু আহলে সুন্নত, পৃষ্ঠা-৩৪, ২৮৯, ৩৩৬)

(৪) “মুসলিম লীগ এবং সুলাহ কুল্লীর নেতৃবৃন্দ নিজেদের নিশ্চিত কুফরী আক্বীদার ফলে শরীয়াতের হুকুমে অবশ্যই ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে এবং কাফের ও মুরতাদ । যে মুসলমান তাদের নিশ্চিত কাফের হওয়া জানা সত্যেও এদের মুসলমান বলে বা তাদের

কাফের হওয়ায় সন্দেহ পোষন করবে, কাফের ও মুরতাদ বলার ব্যাপারে দ্বিধা থাকে সেও কাফের ।” (তাজানুবু আহলে সুন্নত, পৃষ্ঠা-৪৫৩)

(৫) “আহবার জামাআতের বড় বড় কুকুর এগুলি ঃ- মাওলানা আব্দুস শুকুর লক্ষ্ণৌবী, মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী, মাওলানা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানবী, মাওলানা সায়ীদ আহমদ দেহলবী, মুফতী কেফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী, সীমান্তগান্ধী খান আব্দুল গাফ্ফার খান । যে ব্যাক্তি এদের অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতভাবে কাফির ও মুরতাদ হবার ব্যাপারে সন্দেহ করবে কিংবা তাদেরকে কাফের বলার ব্যাপারে দ্বিধা সংশয়ে ভুগবে শরীয়াতের হুকুমে সে নিঃসন্দেহে কাফির ও মুরতাদ ।” (তাজানুবু আহলে সুন্নত, পৃষ্ঠা- ১৭৭)

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, বেরেলীদের ফতোয়া । আমরা ভেবে পাই না বেরেলীদের নিকট মুসলমান কারা ?

আহমদ রেযা খান মিথ্যাবাদী ছিলেন

প্রিয় পাঠক নিচে আহমদ রেযা খান সাহেবের কতকগুলো মিথ্যা তুলে ধরলাম তাতে আপনারা পরিস্কার বুঝতে পারবেন খান সাহেব কত বড় মিথ্যাবাদী ছিলেন ।

(১) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

لوگ اپنی ماؤں کی طرف نسبت کر کے پکارے جائیں گے

“(কিয়ামতের দিন) লোকেদের তাদের মায়ের দিকে নিসবত করে ডাকা হবে ।” (আহকামে শরীয়াত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৪, মাসআলা নং ৯৭)

অন্য জায়গায় খান সাহেব লিখেছেন,

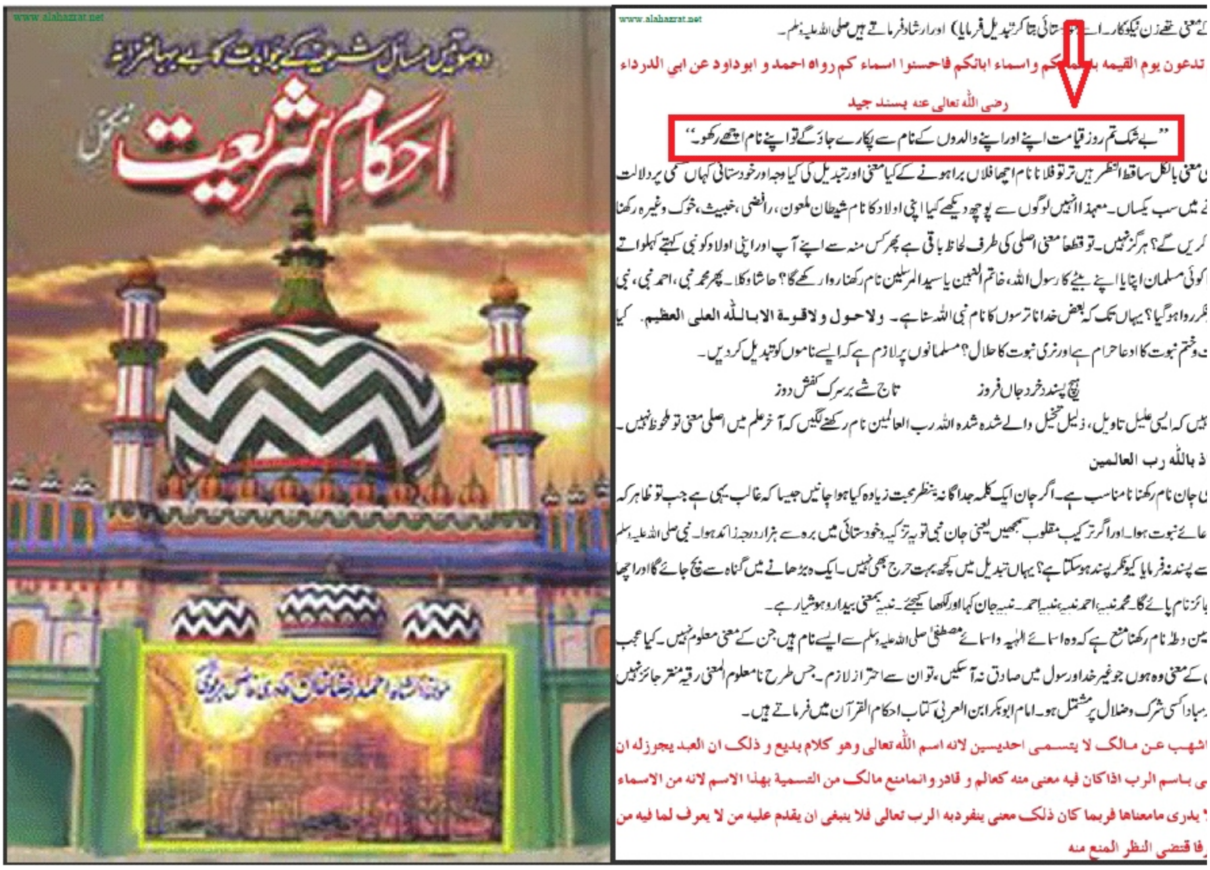
انکم تدعون یوم القیام باسمائکم و اسماء ابابکم (الحدیث)

تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے والدوں کے نام سے پکارے جاؤ گے

احکام شریعت حصہ اول ص 91، مسئلہ نمبر 21

“অর্থাৎ নবী পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজেদের পিতার নামে ডাকা হবে ।” (আহকামে শরীয়াত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯১, মাসআলা নং ২১)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন:-



এখানে এটা অবশ্যই সত্য যে নবী (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোকেদেরকে নিজেদের পিতার দিকে উদ্দেশ্য করে ডাকা হবে কিন্তু আহমদ রেযা খান সাহেব মিথ্যা বলেছেন যে কিয়ামতের দিন নিজেদের মায়ের দিকে নিসবত করে ডাকা হবে ।

২) আহমদ রেযা খান সাহেব দাড়ি কাটার ব্যাপারে বলেছেন,

قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے

"কুরআনে এর প্রতি লা'নত করা হয়েছে ।" (আহকামে শরীয়াত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯০, মাসআলা নং ৭০)

যদিও কুরআন শরীফে কোথাও দাড়ি কর্তনকারীকে লা'নত করা হয়নি । যদি থাকে তাহলে প্রমাণ পেশ করুন যেখানে দাড়ি কর্তনকারীকে লা'নত করা হয়েছে । এখানে খান সাহেব কুরআনের উপর মিথ্যা কথা বলেছেন ।

৩) আহমদ রেযা খান সাহেব শয়তানের ব্যাপারে লিখেছেন,

وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا

"সে মিথ্যা বালাকে নিজের জন্য পছন্দ করে না ।" (আহকামে শরীয়াত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৫, মাসআলা নং ৩৯)

এটা আহমদ রেযা খান সাহেবের মিথ্যা কথা । কেননা, শয়তান হযরত আদম (আঃ) কে মিথ্যা বলেছিল যে আমি তোমার হিতাকাঙ্খী । যদিও সে শত্রু ছিল । সুতরাং এখানে খান সাহেব শয়তান সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছেন ।

৪) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন যে,

رسول کوئی شہید نہ ہوا

"কোন রসুল শহীদ হয়নি ।" (মালফুজাত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৮)

এখানে আহমদ রেযা খান সাহেব মিথ্যা কথা বলেছেন । কেননা, কুরআনে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন,

كلما جاءهم رسول بما لا تهوىٰ انفسهم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقا تقتلون

"তাদের কাছে বহু রসুল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নবী আগমন করতো এমন কোন বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হতো না, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতো এবং কতিপয়কে হত্যাই (শহীদ) করে ফেলতো ।" (সুরা মায়েদা, পারা-৬, আয়াত-৭০)

এখানে মহান আল্লাহপাক পরিস্কার বলছেন যে অনেক রসুলকে শহীদ করা হয়েছে কিন্তু খান সাহেব কুরআনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আল্লাহকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলছেন যে কোন রসুলকে শহীদ করা হয়নি ।

হয় আহমদ রেযা খান কুরআন সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না নাহয় তিনি জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলেছেন ।

(৫) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন, "ইনসাল্লাহ ওহাবীদের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে এবং আহলে সুন্নতের উন্নতি হবে ।" (মালফুযাত, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪০)

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন:-



ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت 175 حصہ اوّل

ارشاد: ایک بار حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ''اے بلال! کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا۔'' عرض کی: یارسول اللہ (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں جب وضو کرتا ہوں دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا: یہی سبب ہے!

(ملخصاً، صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب فضل الطہور......الخ، الحدیث ۱۱۴۹، ج۱، ص۳۹۰)

رُکوع کے بعد پائنچے اوپر چڑھانے کا حکم

عرض: حضور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رکوع کے بعد پائنچے اوپر کو چڑھا لیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟

ارشاد: مکروہ ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاۃ، مطلب فی الکراھۃ التحریمیۃ الخ، ج۳، ص۴۹۰) اور اگر دونوں ہاتھ سے ہو تو بعض علما کے نزدیک مفسدِ صلوٰۃ (یعنی نماز توڑنے والا) ہے۔

ایک خواب اور اُس کی تعبیر

خواب: ایک مسجد معمولی وسعت کی ہے اور نماز تیار ہے، ایک شخص جس کو میں جانتا ہوں عقائدِ وہابیہ کا پیرو، اذان کہتا ہے لیکن نامِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر مکبّر تکبیر کہتا ہے وہ بھی نامِ نامی تک۔ میں نے کہا یہ عجیب وہبڑوں نے دستور نکالا ہے۔ میں اندر مسجد کے اس وقت پہنچا جبکہ امام اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ تکبیرِ تحریمہ کہے، میں نے باآوازِ بلند اَلسَّلامُ عَلَیْکُم کہا۔ جس سے امام نے چونک کر میری طرف رُخ کیا اور پیچھے ہٹ آیا اور میں فوراً اُس کی جگہ کھڑا ہو کر امامت کرنے لگا جب سلام پھیرا فوراً آنکھ کھل گئی دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔

تعبیر: اِن شاء اللہ وہابیہ کی دعوت بند ہوگی اور اہلِ سُنّت کی ترقی ہوگی۔

رکوع کا طریقہ

عرض: نوافل میں رکوع کس طرح کرنا چاہیے، اگر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے؟

ارشاد: اتنا جھکے کہ سر گھٹنے کے محاذی (یعنی سمت میں) [1] آجائے اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو پنڈلیاں مقوّس (یعنی کمان کی طرح خم کھائے ہوئے) نہ ہوں اور کفِ دست (یعنی ہتھیلیاں) گھٹنوں پر قائم کر کے ہاتھوں کی اُنگلیاں ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں۔

[1] صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں: ''بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رُکوع کا اَدنیٰ درجہ یہ ہے کہ پیشانی گھٹنوں کی سمت میں آجائے۔'' مزید لکھتے ہیں: ''یہاں محاذات سے مراد سمت میں ہونا ہے کہ اتنا جھکنا کہ پیشانی کی زمین سے بلندی گھٹنے کے بالائی حصہ کے برابر ہو جائے۔ (فتاوٰی امجدیہ، ج۱، ص۷۹)

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

বরং উলটো হয়েছে । উন্নতি আমাদের হয়েছে যাদেরকে খান সাহেব ওহাবী বলেছেন । কেননা, আমাদের মাদ্রাসা, উলামা, মাশায়েখের বৃদ্ধি হয়েছে । আর খান সাহেবের দলবলতো ইলমের দিক থেকে এতিমই রয়ে গেছেন । সুতরাং খান সাহেব এখানে মিথ্যা কথা বলেছেন ।

আর এটা অবশ্য স্মরণীয় যে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতকে ‘ওহাবী’ বললে ‘ওহাবী’ হয়ে যায় না । আর আশ্চর্যের কথা হল খাজা কামরুদ্দীন সিয়ালবীর উস্তাদ পাকিস্থানের নইমুদ্দীন আজমেরী তাঁর কিতাব ‘তজল্লিয়াতে আনোয়ারুল মইন’ এর মধ্যে আহমদ রেযা খান সাহেবকে ওহাবী বলা হয়েছে এবং ওহাবীদের নেতা বলা হয়েছে ।

৬) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

(حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا) عبد الرحمن قاری سے پہلے کسی لڑائی میں ان سے وعدہ جنگ لیا ہو۔

"(হযরত আবু কাতাদাহ) আব্দুর রহমান কারীর আগে যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার নেন ।" (আল মালফুজাত, পৃষ্ঠা- ১৯৮)

এটা খান সাহেবের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । যদি তা নাহয় তাহলে প্রমাণ পেশ করুন ।

৭) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

وہ (عبدالرحمن قاری) پہلوان تھا

"সেই (আব্দুর রহমান ক্বারী) কুস্তিগীর ছিল ।" (আল মালফুজাত, পৃষ্ঠা- ১৯৮)

এটাও আহমদ রেযা খান সাহেবের মিথ্যা কথা । কেননা, আব্দুর রহমান ক্বারী কুস্তিগীর ছিলেন না ।

(৮) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

میرا کوئی استاذ نہیں

"আমার কোন শিক্ষক নেই ।" (সিরাতে ইমাম আহমদ রেযা, পৃষ্ঠা- ১২)

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

میرے استاذ صاحب مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ علیہ

"আমার শিক্ষক মির্যা গোলাম কাদির বেগ (রহঃ) ।" (আল মালফুজাত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩৫)

এখানে আহমদ রেযা খান সাহেবের দুটি কথার মধ্যে একটি অবশ্যই মিথ্যা বলেছেন ।

(৯) আহমদ রেযা খান সাহেব মিশরের মিনারের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

ان کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14 ہزار برس پہلے ہوئی

"সেগুলো আদম (আঃ) এর ১৪ হাজার বছর আগে তৈরী করা হয়েছে ।" (আল মালফুজাত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৯৬)

অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন,

آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی تقریباً پونے چھ ہزار برس پہلے کے بنے ہوئے ہیں

"আদম (আঃ) এর সৃষ্টির প্রায় পৌনে ছয় হাজার বছর আগে হয়েছে ।" (আল মালফুজাত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৯৬)

এখানে খান সাহেবের দুটি কথার মধ্যে একটি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলেছেন ।

(১০) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

خود کشی کرنے والے اور اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والے اور باغی ڈاکو کہ
ڈاکہ میں مارا گیا ان کے جنازے کی نماز نہیں

"আত্মহত্যাকারী, নিজের মাতা পিতাকে হত্যাকারী এবং বাগী ডাকাতের ডাকাতিতে যারা মারা যায় তাদের জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়।" (আল মালফুজাত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৮)



অন্য জায়গায় আত্মহত্যাকারীর জন্য লিখেছেন,

اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی

"তার জানাযার নামায পড়া যাবে।" (ফতোয়া আফ্রীকা, পৃষ্ঠা-৪২, মাসআলা নং ৩৯)



এখানে আহমদ রেযা খান সাহেবের একটি কথা অবশ্যই মিথ্যা ।

(১১)

عرض: اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے۔

ارشاد: میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں

"প্রশ্ন ঃ ইসমাইল দেহলবীকে কিরকম মনে করা উচিৎ ?
আহমদ রেযা খানের উত্তর ঃ আমার মতামত হল যে সে এজিদের মতো । যদি কেই তাকে কাফের বলে তাহলে তাকে নিষেধ করব না এবং নিজেও কাফের বলব না ।" (আল মালফুজাত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৭২)





ملفوظات اعلیٰ حضرت | 172 | حصہ اوّل

وحدۃ الوجود کسے کہتے ہیں؟

عرض: حضور وحدۃ الوجود کسے کہتے ہیں؟

ارشاد: وُجود ایک اور موجود ایک ہے باقی سب اس کے ظل (یعنی عکس) ہیں۔

اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟

عرض: اسمٰعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟

ارشاد: میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے[1] اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ البتہ غلام احمد (قادیانی)، سید احمد (علی گڑھی)، خلیل احمد (انبیٹھوی)، رشید احمد (گنگوہی)، اشرف علی (تھانوی) کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر

مَنْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهٖ وَعَذَابِهٖ فَقَدْ كَفَرَ (جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ ت)

(در مختار مع رد المحتار، کتاب الجہاد، مطلب فی حکم سابّ الانبیاء، ج۶، ص۳۵۷)

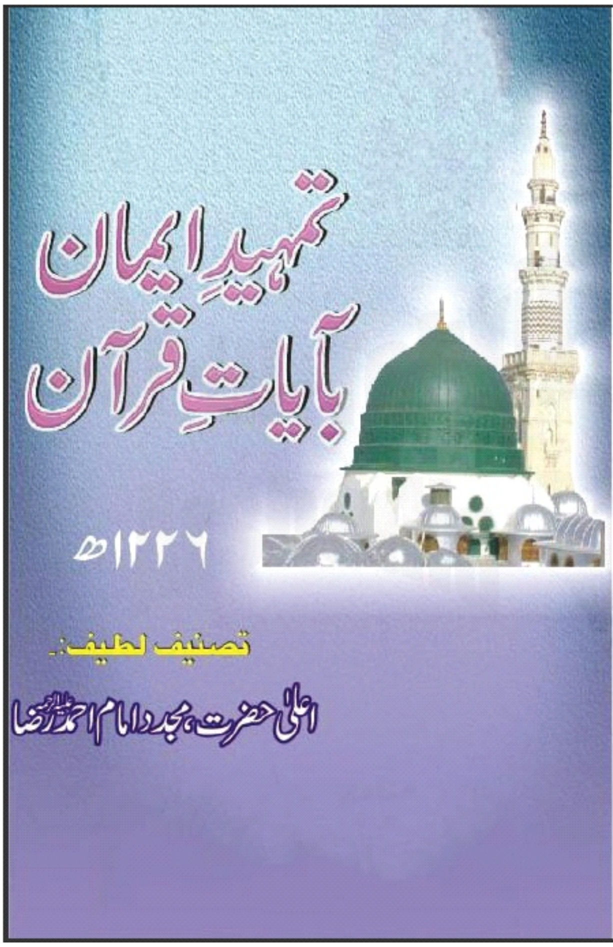
[1] : اسماعیل دہلوی سے متعلق ایک شبہ کا ازالہ: یہاں وہابیہ سخت دھوکا دیتے ہیں کہ جب تنقیص و توہینِ شانِ رسالت کفر ہے تو اسماعیل نے بھی کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اشرفعلی وغیرہ ایسے کافر ہوں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو اور اسماعیل ایسا نہ ہو؟ مگر مسلمان ہوشیار ہوں یہاں خُبثاء کا سخت دھوکا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسماعیل اور حال کے وہابیہ کے اقوال میں فرق ہے۔ ہم اہل سنت متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ جب تک کسی قول میں تاویل کی گنجائش ہوگی تکفیر سے زبان روکی جائے گی کہ ممکن ہے اس نے اس قول سے یہی معنی مراد لئے ہوں۔ شرح فقہ اکبر میں فرمایا ہاں جب قول ایسا ہو کہ اس میں اصلاً تاویل کی گنجائش نہ ہو تو تکفیر کی جائے گی تو اس قول کے قائل کو جس میں تاویل کی گنجائش ہے اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کرتے کہ وہ معنی ظاہر کے اعتبار سے ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کی خود تکفیر نہیں کرتے کہ احتیاط اس میں ہے اور اس دوسری صورت کے قائل کی تکفیر ضرور ہے کہ اس میں جب اصلاً تاویل نہیں تو تکفیر سے زبان روکنے کا حاصل خود کفر اور طغیان ہے۔ ان کے اس بیہودہ اعتراض اور ذلیل دھوکے کا جواب اتنا کافی ہے کہ ایک قول پر فقہا تکفیر فرماتے ہیں اور متکلمین نہیں کرتے۔ اب کہیں کیا کہتے ہیں، کیا فقہا کے نزدیک متکلمین اس کی تکفیر نہ کرکے جس کی تکفیر فقہا نے کی ہے معاذ اللہ فقہا کے نزدیک کافر ٹھہریں گے، یا متکلمین فقہا کو کافر کہیں گے اس لئے کہ انہوں نے متکلمین کے نزدیک جو کافر نہ تھا اس کی تکفیر کی۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ان خبثاء کے اقوال بدتر از ابوال (یعنی پیشاب سے بدتر اقوال) ایسے ہیں جن میں نام کو بھی تاویل کی گنجائش نہیں لہٰذا ان کے لئے یہ حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر۔ جو تفصیل چاہے وہ رسالہ "اَلْمَوْتُ الاحمر" مطالعہ کرے۔ ۱۲ مولف غفرلہ

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

এখানে খান সাহেব দুটি কথা বলেছেন,

(ক) "যদি কেউ তাকে কাফের বলে তাহলে তাকে নিষেধ করব না ।" অথচ খান সাহেব 'তমহীদে ইমান' পুস্তকে লিখেছেন, علماء و محتاطین انہیں کافر نہ کہیں সাবধানী উলামাগণ তাঁকে (ইসমাইল দেহলবীকে)কাফের বলবে না ।"

নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন:-





۳۵۵

مسلمانو، مسلمانو! تمھیں اپنا دین و ایمان اور روزِ قیامت و حضور بارگاہِ رحمٰن یاد دلا کر استفسار
ہے کہ جس بندۂ خدا کی دربارۂ تکفیر یہ شدید احتیاط یہ جلیل تصریحات اُس پر تکفیر تکفیر کا افترا کتنی
بے حیائی کیسا ظلم کتنی گھنونی ناپاک بات۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور وہ جو کچھ فرماتے ہیں قطعاً حق فرماتے ہیں:
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ [۱] جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔
ع بے حیا باش و انچہ خواہی کن
(بیحیا ہو جا پھر جو چاہے کر۔ ت)
مسلمانو! یہ روشن ظاہر واضح، قاہر عبارات تمہارے پیشِ نظر ہیں جنھیں چھپے ہوئے دس دس
اور بعض کو سترہ اور تصنیف کو انیس سال ہوئے اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب چھ سال
یعنی ۱۳۲۰ھ سے ہوئی جب سے المعتمد المستند چھپی، ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ و رسول کے
خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو یہ عبارتیں فقط اُن مفتریوں کا افترا ہی رد نہیں کرتیں بلکہ صراحۃً
صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا
جب تک یقینی قطعی واضح، روشن، جلی طور سے ان کا صریح کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا
جس میں اصلاً اصلاً ہرگز ہرگز کوئی گنجائش کوئی تاویل نہ نکل سکی کہ آخر یہ بندۂ خدا وہی تو ہے جو
ان کے اکابر پر ستتر وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالٰی
علیہ وسلم نے اہلِ لا الٰہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک وجہِ کفر آفتاب سے زیادہ
روشن نہ ہو جائے اور حکمِ اسلام کے لئے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔ [۲]
یہ بندۂ خدا وہی تو ہے جو خود ان دشنامیوں کی نسبت (جب تک ان کی ان دشناموں پر اطلاع
یقینی نہ ہوئی تھی) اکہتر وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزومِ کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار ہزار
بار حاشا للہ میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، جب کیا ان سے ملاپ تھا اب رنجش ہو گئی، جب
اُن سے جائداد کی کوئی شرکت نہ تھی اب پیدا ہوئی۔ حاشا للہ مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت

[۱] المعجم الکبیر حدیث ۶۵۰۸ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۱۷/ ۲۳۶
[۲] سبحٰن السبوح عن عیب کذب مقبوح دار الاشاعت جامعہ گنج بخش، داتا دربار لاہور ص ۹۱
[۳] 〃 〃 〃 〃 ص ۹۱،۹۰

(খ) ''নিজে তাঁকে কাফের বলব না''এটাও খান সাহেবের মিথ্যা কথা । কেননা তিনি 'হুসামুল হারামাইন' কিতাবে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কে কাফের বলেছেন ।

এরকম ধরণের প্রচুর মিথ্যা কথা আহমদ রেযা খান তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ।

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন আলা হযরতের ফতোয়া । একই মাসআলা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কথা বলছেন । এক জায়গায় একরকম বলছেন আবার অন্য জায়গায় অন্য রকম বলছেন । কথায় বলে মিথ্যাবাদীর স্মরণ শক্তির ঠিক থাকে না ।

আর যে ব্যাক্তি কুরআনের উপর, হাদীসের উপর মিথ্যা কথা বলতে কুন্ঠা বোধ করে না । সে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে জালিয়াতি করবে না একথা বিশ্বাস করা যায় না ।

সুতরাং আহমদ রেযা খান নিজেও মিথ্যাবাদী ও জালিয়াতির সর্দার ছিলেন এবং তাঁর কুখ্যাত কিতাব 'হুসামুল হারামাইন'ও জালিয়াতির নিকৃষ্ট নমুনা ।

আর এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর থেকে বড় মিথ্যাবাদী ছিলেন আহমদ রেযা খান বেরেলী । তার কারণ

মির্যা কাদিয়ানী তো মিথ্যা কথা বলেছিল ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান শহরে আর আহমদ রেযা খান মিথ্যা কথা বলেছেন মক্কা মুকার্রমায় যেখানে কাফেরও মিথ্যা কথা বলতে সাহস পায় না । অতএব আহমদ রেযা খান সাহেব মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর থেকেও বড় মিথ্যাবাদী ছিলেন ।

নবী (সাঃ) সম্পর্কে দেওবন্দীদের আক্বীদা

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে দেওবন্দীদের আক্বীদা হল,

(১) নবী (সাঃ) এর গুস্তাখ কাফের ।

(২) নবী (সাঃ) এর জুতার গুস্তাখও কাফের ।

(৩) নবী (সাঃ) এর কদম মুবারক যেখানে পড়েছিল সেই স্থানের গুস্তাখও কাফের ।

(৪) নবী (সাঃ) এর চুল মুবারকের গুস্তাখও কাফের ।

(৫) নবী (সাঃ) এর পেসাব পায়খানার গুস্তাখও কাফের ।

(৬) নবী (সাঃ) যে কবরে শুয়ে আছেন এবং তাঁর শরীরে যে মাটি স্পর্শ করে আছে তা জান্নাত, আরশ ও কুরশীর থেকেও উত্তম । এং তাঁর শরীরে যে মাটি স্পর্শ করে আছে তার গুস্তাখও কাফের ।

(৭) কেউ যদি নবী (সাঃ) এর জুতোকে তাচ্ছিল্য করে ‘জুতড়িয়া’ বলে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে ।

(৮) নবী (সাঃ) এর গাধার গুস্তাখও কাফের ।

(৯) নবী (সাঃ) যে জিনিস পছন্দ করতেন সেই জিনিসের গুস্তাখও কাফের ।

(১০) নবী (সাঃ) এর লাঠি মুবারকের গুস্তাখও কাফের ।

(১১) দেওবন্দের আক্বীদা হল, নবী (সাঃ) এর অস্তিত্ব সমগ্র সৃষ্ট জগতের চাইতে উত্তম ।

(১২) দেওবন্দের আরও আক্বীদা হল, নবী (সাঃ) এর একটুকরো সম্মান সমগ্র সৃষ্টি জগতের চাইতে বেশী ।

(১৩) দেওবন্দের আরও আক্বীদা হল, নবী (সাঃ) যে জিনিস পছন্দ করতেন তা সমগ্র সৃষ্টি জগতের চাইতে উত্তম ।

(১৪) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) নবী (সাঃ) এর শানে এরশাদ করেছেন,

সব সে পহলে মা’শিয়াত কে আনওয়ার সে
রুহে মুহাম্মাদ বানায়া গিয়া
ফির উসি নকস সে মাঙ্গ কর রৌশনী বজুম
কৌনো মাকা কো সাজায়া গিয়া ।

(১৫) হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এতো বড়ো আশিকে রসুল ছিলেন যে মদীনা শহরে প্রবেশের ৭ মাইল আগেই জুতো খুলে নিতেন এই মনে করে যে চোদ্দশ

বছর আগে মহানবী (সাঃ) এই পথে হাঁটাচলা করেছেন । সেখানে জুতো পরলে যে বেয়াদবী হয়ে যাবে ।

(১৬) দেওবন্দের আক্বীদা হল নবী (সাঃ) এবং আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ আল্লাহর অনুমতিতে শাফায়াত করতে পারবেন ।

(১৭) দেওবন্দের আক্বীদা হল আম্বিয়াগণ নিজেদের কবরে সশরীরে দুনিয়ার জীবনের মতো বরযখী জীবনেও জীবিত আছেন । যারা নবীদেরকে কবরে জীবিত মানবে না তারা গুমরাহ তাদের পিছনে নামায পড়া হারাম, কেউ ভূল করে পড়ে ফেললে পুনরায় নামায পড়া ওয়াজীব ।

(১৮) দেওবন্দীদের আক্বীদা হল, নবী (সাঃ) এর কবরের কাছে ‘সালাতো সালাম’ পাঠ করলে তিনি তা শুনতে পান আর কেউ দুর থেকে দরুদ পড়লে ফেরেস্তারা নবীর নিকট পৌঁছে দেন ।

(১৯) দেওবন্দীদের আক্বীদা হল, আল্লাহর নবী (সাঃ) শেষ নবী । অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না । কেউ যদি মনে করে নবী (সাঃ) এর পর নবী আসবে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে ।

(২০) দেওবন্দীদের আক্বীদা হল, নবী কিংবা যে কোন আল্লাহর মকবুল বান্দার ওসীলা দিয়ে দেওয়া করা জায়েয । এর মধ্যে কোন শিরক নেই এবং এটা হাদীস দ্বারা প্রমানি ।

(২১) দেওবন্দের মতে কামিল পীরের হাতে বাইয়াত করা জায়েয । এর প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা উলামায়ে দেওবন্দের তরফ থেকে নেই । আত্মশুদ্ধির জন্য পীরের মুরীদ হওয়া যেতে পারে ।

(২২) দেওবন্দীদের আক্বীদা হল, নবী উম্মতের জন্য রহমত স্বরুপ ।

(২৩) দেওবন্দীদের আক্বীদা হল, আল্লাহ সব জায়গায় হাজির নাযীর । নবী (সাঃ) সব জায়গায় হাজির নাযীর নন । নবী (সাঃ) কে সব জায়গায় হাজির নাযীর মনে করা শিরক । আর আল্লাহকে সব জায়গায় হাজির নাযীর মনে না করা বিভ্রান্তী ।

(২৪) দেওবন্দীদের আক্বীদা হল, আল্লাহর নবী (সাঃ) মানুষ ছিলেন । কিন্তু তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না । তিনি অনন্যসাধারণ মানুষ ছিলেন । তাঁর মতো কোনো মানুষই নেই অর্থাৎ আল্লাহর পরেই আমাদের নবী (সাঃ) এর স্থান । কবির ভাষায়,

বাদ আয খুদা বুযর্গ তুঁই কিস্‌সা মুখতাসার ।

অর্থাৎ খুদার পরেই তোমার স্থান । এটাই সংক্ষিপ্ত কথা ।

পাঠকগণ বলুন, আল্লাহর নবী (সাঃ) সম্পর্কে আমাদের দেওবন্দীদের হল এই আক্বীদা । এই আক্বীদার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই । তাহলে উলামায়ে দেওবন্দ কিভাবে গুস্তাখে রসুল হতে পারেন ? এবং তাঁরা আহমদ রেযা খানের ফতোয়া অনুযায়ী কিভাবে কাফের হতে পারেন ? একটু বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করুন ।

পরিশিষ্ট

প্রিয় পাঠক ! এতক্ষন দীর্ঘ আলোচনার পর নিশ্চয় বুঝতে পেরে গেলেন বেরেলীরা একটি জালিয়াত সম্প্রদায় । এদের মধ্যে কোনো দ্বীনের দরদ বা ভালোবাসা নেই । এদের মধ্যে যেটা আছে সেটা হল ফিরকাবাজি । এদের কাজই হল উলামায়ে হক উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের, মুরতাদ বলা । এদের কাছে কোনো দলীল নেই । যেটা আছে সেটা হল গা জোয়ারী । এদের কুফরী আক্বীদার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলেই দলীল না দেখিয়ে লাঠি সোঁটা বের করে মারবার জন্য ।

এরা আজ পর্যন্ত দ্বীনের জন্য কোনো কাজ করেনি । এদের আলা হযরত অর্থাৎ আহমদ রেযা খানসাহেব একদিনের জন্যও বৃটিশদের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম করেন নি । একদিনের জন্যও বৃটিশদের জেলে রাত্রি যাপন করেন নি । এর কারণ কি ? এর একটাই কারণ যে তিনি বৃটিশদের হিতাকাঙ্খী ছিলেন । সেজন্যই বৃটিশ লেখক ফ্রান্সিস রাম্বস লিখেছেন,

“আহমদ রেযা খান বেরলবী ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্খী ছিলেন । তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন । ঠিক সেই রকম ১৯২১ সালের খালাফত আন্দোলনেও ইংরেজ সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি স্বয়ং বেরেলী শহরে উলামা কনফারেন্স ডাকেন যা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধী ছিল ।” (Indian Musalmans, Page-443, Cambridge University-1974)

সুতরাং আহমদ রেযা খান সাহেব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হিতাকাঙ্খী ছিলেন । সেজন্য তিনি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নি । অপরদিকে উলামায়ে দেওবন্দ বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন । যেমন, মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ), মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ), মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) প্রভৃতি । এঁরা প্রত্যেকেই বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন । বিস্তারিত জানতে পড়ুন উইলিয়াম হান্টারের লেখা The Indian Musalmans এম. মুনিরুজ্জামান এর লেখা ‘উপমহাদেশের মুসলমান’ (১ম খন্ড ও ২য় খন্ড), ঐতিহাসিক শান্তিময় রায়ের লেখা ‘ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান’, ঐতিহাসিক গোলাম আহমদ মোর্তাজা সাহেবের ‘চেপে রাখা ইতিহাস’, ‘ইতিহাসের ইতিহাস’ (‘ইতিহাসের ইতিহাস’ বইটি ভারতবর্ষে বাজেয়াপ্ত করা হলেও বাংলাদেশী ওয়েবসাইট www.banglainternet.com এ pdf ফাইলে পাওয়া যাচ্ছে । অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা ডাউনলোড করে পড়তে পারেন), সেখ আজিবুল হকের ‘ভারতের স্বাধীনত সংগ্রামে মুসলিম অবদান’ ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে’র লেখা ‘বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ’ ‘দেওবন্দ আন্দোলন’ প্রভৃতি । এইসব ইতিহাস গ্রন্থগুলি পড়লেই বুঝতে পারবেন উলামায়ে দেওবন্দ কি রকম স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন । অপরদিকে আহমদ রেযা খান সাহেব সারা

জীবন ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেই কাটিয়েছেন । একদিনের জন্যও তিনি বৃটিশদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেন নি । যেটা করেছেন সেটা হল উলামায়ে হক উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়াবাজি ।

আশ্চর্য্যের বিষয় হল আহমদ রেযা খান সাহেব নিজেকে খাঁটি আশিকে রসুল বলে প্রচার করতেন । এবং দেওবন্দীদেরকে নবীর গুস্তাখ, দরুদ অস্বীকারকারী বলতেন অথচ খান সাহেব দরুদের ফজিলতের উপর কোনো কিতাব রচনা করেন নি । যদিও তিনি দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে শতাধিক কিতাব রচনা করেছেন । বেরেলীদের দাবী যে তাদের আলা হযরত ১০০০ এর বেশী কিতাব রচনা করেছেন (যদিও এটা একদম মিথ্যা কথা) কিন্তু তিনি দরুদের ফজিলতের উপর কোনো কিতাব রচনা করেন নি । খান সাহেব এতো বড়ো কারনামা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন । অপরদিকে দেওবন্দের মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) প্রভৃতিরা নবী (সাঃ) এর দরুদের ফজিলতের উপর কিতাব রচনা করেছেন । কিন্তু খান সাহেব তা করতে পারেন নি ।

অপরদিকে আহমদ রেযা খান সাহেব আসমাউর রিজাল, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ব্যাপক ভাবে রচনা করেন নি কিন্তু দেওবন্দের আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফয়যুল বারী' রচনা করেছেন, মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) মুআত্বা ইমাম মালিকের শারাহ রচনা করেছেন এবং দেওবন্দের আলেমরা প্রত্যেকটি হাদীসগ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ, ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন । কিন্তু খান সাহেব তা করে যেতে পারেন নি । এমনকি আহমদ রেযা খান সাহেব কুরআন শরীফের কোনো তফসীর রচনা করে যান নি । 'কানযুল ইমান' গ্রন্থটিকে খান সাহেবের তফসীর বলে চালানো হয় কিন্তু সেটা তফসীর নয় কুরআন শরীফের তরজমা । যার উপর আহমদ ইয়ার খান নয়ীমি এবং নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী হাশিয়া চড়িয়েছেন । কিন্তু বেরেলীদের নিকট দুঃখের বিষয় যে আরবের 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী' সংগঠন থেকে তা নিষিদ্ধ করা হয় এবং আহমদ রেযা খান সাহেবের তরজমা করা কুরআন 'কানযুল ইমান' গ্রন্থটিকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয় । কারণ তা মুসলমানদের জন্য পড়া হারাম এবং এর মধ্যে আল্লাহর বানীকে বিকৃত করা হয়েছে এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বিরোধী, বাতিল ও নোংরা আক্বীদা সন্নিবেশিত হয়েছে ।

শুধু আরবেই নয় ৯টি আরব ও মুসলিম দেশ আরবের এই ফতোয়াকে মেনে নিয়ে 'কানযুল ইমান'কে বাজেয়াপ্ত (Band) করা হয় । এর মধ্যে বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমীরশাহীও রয়েছে ।

এখন যদি আহমদ রেযা খান সাহেব বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর হার্টফেল হয়ে যেত । কেননা তিনি যদি জানতেন যে তাঁর অনুবাদ করা কুরআন অর্থাৎ 'কানযুল ইমান' বাজেয়াপ্ত করা হবে তাহলে তিনি আরবে গিয়ে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া আনতে যেতেন না এবং 'হুসামুল হারামাইন' নাম নিয়েও ছাপতেন না ।

আর যেসব বেরেলী আলেমরা 'হুসামুল হারামাইন' এর ফতোয়া দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে দেখুন দেওবন্দের আলেমদের বিরুদ্ধে মক্কা মদীনা অর্থাৎ আরবের আলেমরাও কাফেরের ফতোয়া দিয়েছেন । কিন্তু 'কানযুল ইমান' বাজেয়াপ্ত ও পুরাবার নির্দেশ দিয়ে আরবের উলামারা তাঁদের মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছেন এবং তাঁদের মুখে চুনকালী দিয়ে দিয়েছেন তা তাঁরা একবারও মুখ ফুটে উচ্চারণ করেন না ।

এখনো যদি কোনো বেরেলী আলেম 'হুসামুল হারামাইন' এর ফতোয়া দেখিয়ে বলেন যে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে মক্কা মদীনার আলেমদের কাফেরের ফতোয়া রয়েছে তাহলে তারা কতই নির্লজ্য ও বেহায়া ।

আলহামদুলিল্লাহ ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ ! দেওবন্দের মাহমাদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর কুরআন শরীফের তরজমাটি ইংরেজী অনুবাদ করে ও মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) 'তফসীরে মা আরেফুল কুরআন' গ্রন্থটিকে সউদী বাদশাহ বাংলা অনুবাদ করে বাদশাহী খরচে ছাপিয়ে হাজ্বীদেরকে বিনামূল্যে বিতরন করতেন । এই হল উলামায়ে দেওবন্দের কারামত । খান সাহেব যে দেশ থেকে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া এনে বাহাদুরি দেখাতে গেলেন সেই দেশেই খান সাহেবের তরজমা করা কুরআন নিষিদ্ধ করা হল এবং পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল । অপরদিকে দেওবন্দের তরজমা করা কুরআন বিনামূল্যে হাজ্বীদের বিতরণ করা হল । এর থেকে বড় পাওনা আর কি হতে পারে ?

আরবে বেরেলীদের কোনো স্থান নেই । বেরেলীরা সেখানে মক্কা ও মদীনা শরীফের ইমামের পিছনে নামায পড়ে না । কারণ, বেরেলীদের আক্বীদা মক্কা ও মদীনা শরীফের ইমামগণ সব ওহাবী । আর ওহাবীদের পিছনে বেরেলীদের নামায হয় না । আর আহমদ রেযা খানের ফতোয়া হল,

"ওহাবীদের সঙ্গে মেলামেশা অকাট্যভাবে হারাম, তাদের সঙ্গে সালাম কালাম করা হারাম, তারা অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া হারাম, মরে গেলে মুসলমানদের মতো গোসল দেওয়া হারাম, তাদের জানাযা নিয়ে যাওয়া হারাম, তাদের উপর নামায পড়া হারাম, তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হারাম এবং তাদের কবরে যাওয়া হারাম ।" (ফাতাওয়া রেযবীয়া, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯০)

সেজন্য বেরেলীরা কাবার ইমামের পিছনে নামায পড়ে না । একবার বেরেলী মৌলবী হাবীবুর রহমান কটকী কাবা শরীফের ইমামের পিছনে নামায না পড়ে ঘুরাঘুরি করছিলেন । ফলে সউদী প্রশাসন জানতে পেরে যান যে বেরেলীদের আক্বীদা কাবার ইমামের পিছনে তাদের নামায হয়না । তাদের আক্বীদা অনুযায়ী কাবার ইমাম কাফের ও মুরতাদ । ফলে সউদী পুলিশ হাবীবুর রহমান কটকীকে জেলে ভরে দেন এবং তাঁকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতেন এবং জেলের কামরার দরজায় তাঁর হাত পা বেঁধে এমন মার মারতেন যে তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন ।

পাঠকগণ ! চিন্তা করুন আরবে এই হল বেরেলীদের অবস্থা । আর এই সবই হল আহমদ রেযা খান সাহেবের পাপের শাস্তি । বেরেলীরা তো ভারতবর্ষের সেই মসজিদ থেকে তবলীগী জামাআত বের করে দেয় যেখানে ১ রাক্আত জামাআতের সঙ্গে নামায পড়লে ২৭ রাক্আতের সওয়াব পাওয়া যায় আর বেরেলীদেরকে সেই মসজিদ অর্থাৎ কাবা শরীফ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যেখানে ১ রাক্আত জামাআতের সঙ্গে নামায পড়লে ১ লক্ষ রাক্আতের সওয়াব পাওয়া যায় । বেরেলীদের উপর এর থেকে আল্লাহর গযব আর কি হতে পারে ?

বেরেলীদের আক্বীদা যে আল্লাহর রসুল (সাঃ) মুখতারে কুল অর্থাৎ সর্বক্ষমতা সম্পন্ন তাহলে আল্লাহর রসুল (সাঃ) আরবে ওহাবীদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে বেরেলীদের রাজত্ব কেন প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছেন না ? বোঝা গেল স্বয়ং আল্লাহর রসুল (সাঃ) সেই ওহাবীদের পছন্দ করেন যাদেরকে বেরেলীরা মিথ্যাভাবে ওহাবী বলে এবং তিনি বেরেলীদের অপছন্দ করেন ।

আর বেরেলীরা যে বলে মক্কা ও মদীনা কাফেরদের রাজত্ব চলছে তা একেবারেই মিথ্যা কথা । কারণ মহান আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে ঘোষনা করেছেন,

“হে মুমিনগণ মুশরিকরা (কাফের) হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা এবছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটও আসতে পারবে না ।” (সুরা তাওবা, পারা-১০, আয়াত নং ২৮)

আর আল্লাহপাক যখন বলছেন মুশরিকরা, কাফেররা মসজিদুল হারাম অর্থাৎ কাবা শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে সেখানকার ইমামগণ কিভাবে কাফের ও মুশরিক হতে পারেন ? এটা বেরেলীদের পথভ্রষ্টতা নয়তো আর কি ? পাঠকগণ ভেবে দেখুন কোন পথে যাবেন ? মক্কা ও মদীনার ইমামগণের পথে যাবেন না বিভ্রান্ত বিদ্আতী রেযাখানী বেরেলীদের পথে যাবেন ? বুকে হাত দিয়ে ইনসাফ করে চিন্তা করুন । ওয়া আখিরুদ দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন ।

ঃঃ প্রথম খন্ড সমাপ্ত ঃঃ

سوال

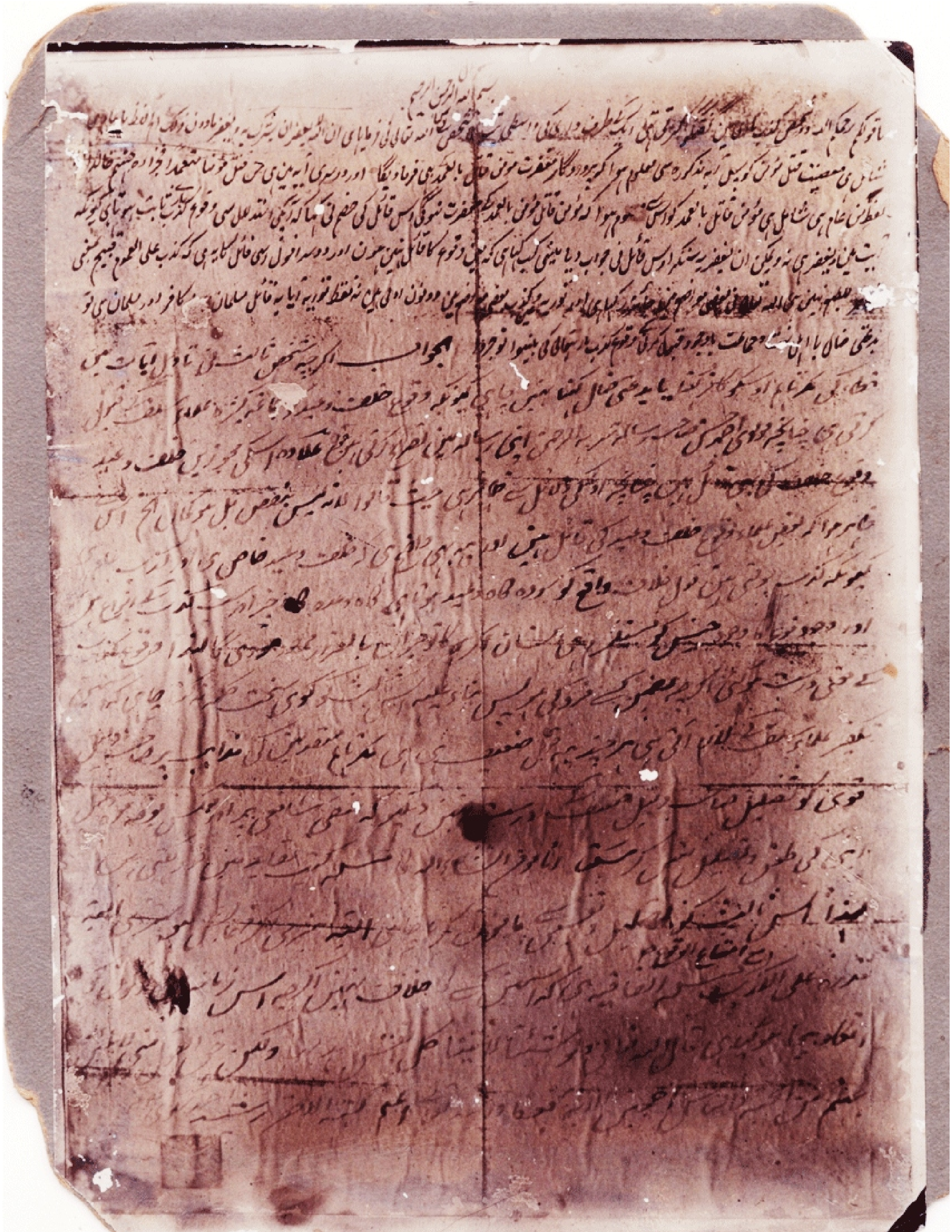
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ما فولکم رحمکم اللہ دو شخص کذب باری میں گفتگو کرتے تھے۔ ایک کی طرف داری کے واسطے تیسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک الخ۔ لفظ ما عام ہے شامل ہے معصیت قتل مومن کو۔ پس آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ پروردگار مغفرت مومن قاتل بالعمد بھی فرماوے گا۔ اور دوسری آیت میں ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءہ جھنم خالدا الخ۔ لفظ من عام ہے شامل مومن قاتل بالعمد کو اس سے معلوم ہوا کہ قاتل مومن بالعمد کی مغفرت نہ ہوگی۔ اس قائل کے خصم نے کہا کہ آپ کے استدلال سے وقوع کذب باری ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ آیت میں ویغفر ہے نہ ویمکن ان یغفر، یہ سن کر اس قائل نے جواب دیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں وقوع کذب کا قائل نہیں ہوں۔ اور دوسرا قول اسی قائل کا یہ ہے کہ کذب علی العموم قبیح بمعنی منافر للطبع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بعض مواضع میں جائز رکھا ہے اور توریہ و عین کذب بعضے مواضع میں دونوں اولیٰ ہیں۔ نہ فقط توریہ، آیا یہ قائل مسلمان ہے یا کافر؟ اور مسلمان ہے تو بدعتی ضال یا اہل سنت وجماعت باوجود قبول کرنے کے کذب باری تعالیٰ کے، بینوا وتوجروا۔

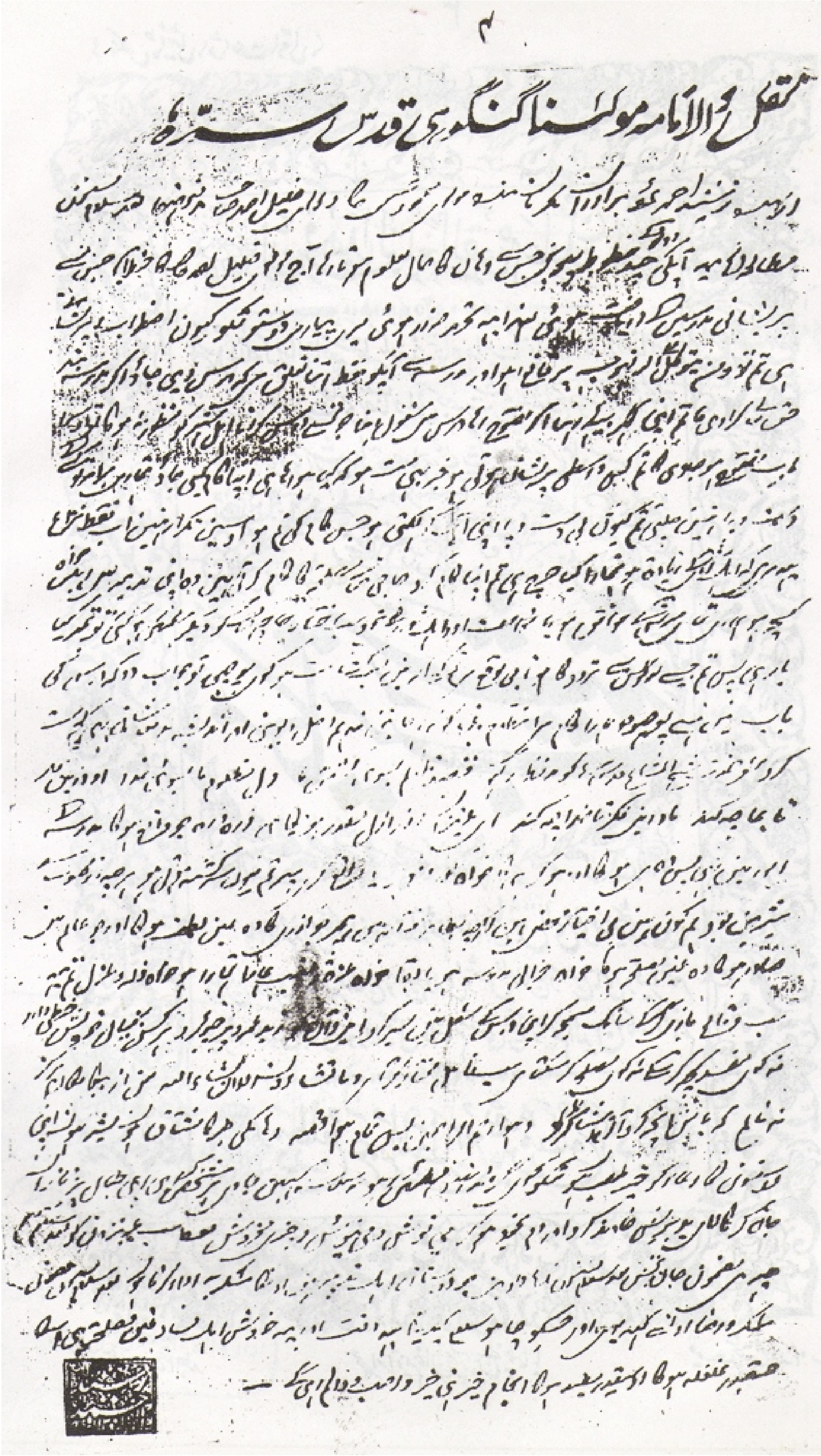
الجواب:۔ اگرچہ شخص ثالث نے تاویل آیات میں خطا کی مگر تاہم اس کو کافر کہنا یا بدعتی ضال نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ وقوع خلف وعید کو جماعت کثیرہ علماء وسلف کی قبول کرتی ہے۔ چنانچہ مولوی احمد حسن صاحب رسالہ تنزیہ الرحمٰن اپنے رسالہ میں تصریح کرتے ہیں۔ بقول علاوہ اس کے مجوزین خلف وعید وقوع خلف کے بھی قائل ہیں۔ چنانچہ ان کے دلائل سے ظاہر ہے حیث قالوا لانه لیس بنقص بل هو کمال۔ الخ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بعض علماء خلف وعید کے قائل ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ خلف وعید خاص ہے اور کذب عام ہے۔ کیونکہ کذب بولتے ہیں قول خلاف واقع کو۔ سو وہ گاہ وعید ہوتا ہے۔ گاہ وعدہ گاہ خبر۔ اور سب کذب کے انواع ہیں۔ اور وجود نوع کا وجود جنس کو مستلزم ہے، انسان اگر ہوگا تو حیوان بالضرور موجود ہووے گا۔ لہذا وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔ اگرچہ بضمن کسی فرد کے ہو۔ پس بنائے علیہ اس ثالث کو کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے کہ اس میں تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے۔ ہرچند یہ قول ضعیف ہے۔ مگر تاہم مقدمین کے مذاہب پر صاحب دلیل قوی کو تضلیل صاحب دلیل ضعیف ہے۔ مگر تاہم مقدمین کے مذاہب پر صاحب دلیل قوی کو تضلیل صاحب دلیل ضعیف کی درست نہیں۔ دیکھو کہ حنفی شافعی پر اور بالعکس بوجہ قوۃ دلیل اپنی کے طعن وتضلیل نہیں کرسکتا انا مومن ان شاء اللہ کا مسئلہ کتب عقائد میں خود دیکھتے ہیں۔ لہذا اس ثالث کو تضلیل وتفسیق سے مامون کرنا چاہیے۔ البتہ بنرمی اگر فہمائش ہو بہتر ہے۔ البتہ قدرۃ علی الکذب مع امتناع الوقوع مسئلہ اتفاقیہ ہے اس میں کسی کا خلاف نہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں لوگوں کو اعتقاد بیجا ہوگیا ہے۔ قال اللہ ولو شئنا کل نفس هداها ولکن حق القبول منی لاملئن جھنم من الجنة والناس اجمعین۔ الآیہ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ،۔

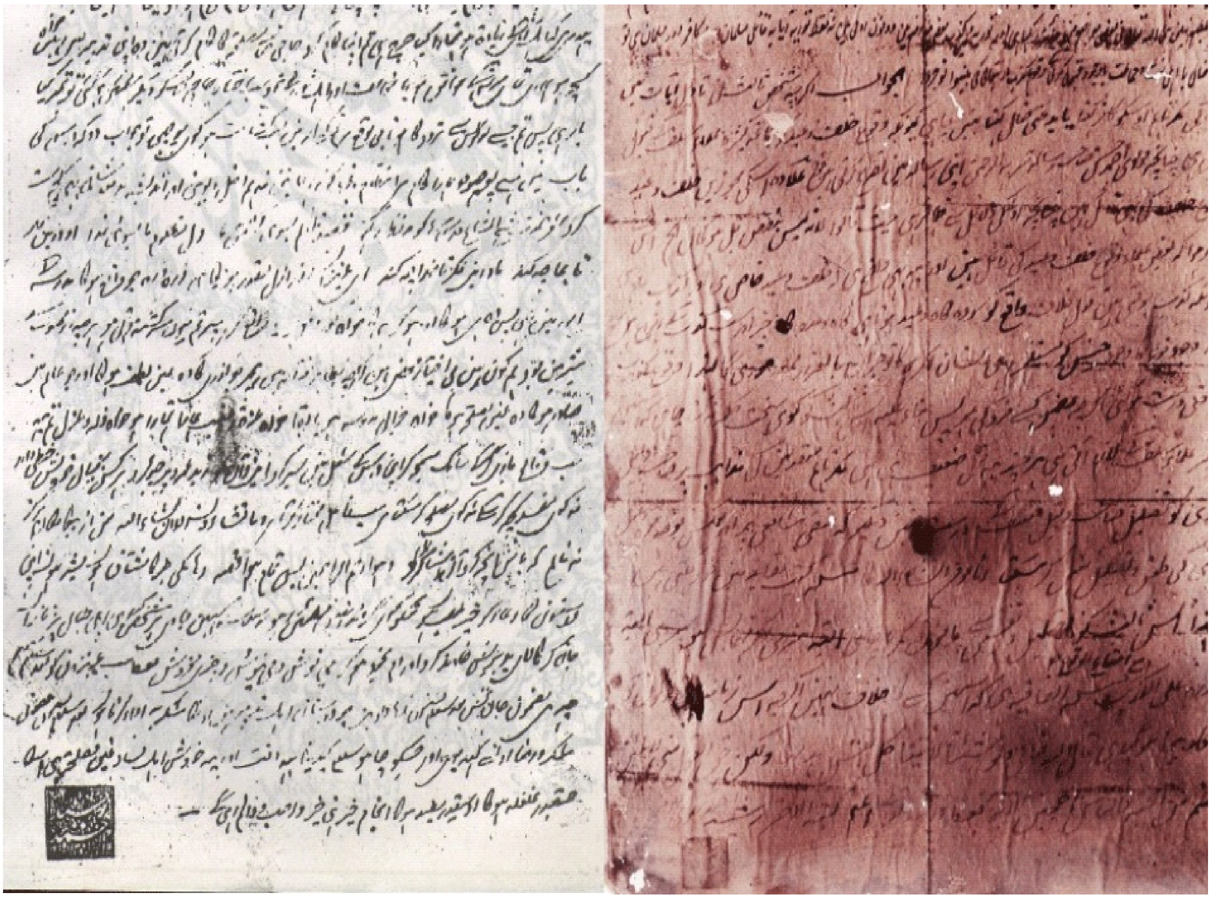
نشان مہر | رشید احمد

ORIGINAL FATWĀ IN GANGOHĪ'S HAND WITH SEAL


بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب





তথ্যসূত্র

(১) কুরআন শরীফ - ----------------------------------
(২) হিফযুল ইমান - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
(৩) বাসতুল বানান - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
(৪) এমদাদুল ফাতাওয়া - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
(৫) আল ইমদাদ - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
(৬) বেহেস্তী জেওয়ার - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
(৭) আল খেতাবুল মালীহ ফি তাহকিকীদ দাজ্জাল ওয়া মাসীহ - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
(৮) তফসীরে বায়ানুল কুরআন - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
(৯) মাতালেউল আনজার - আল্লামা বায়যাবী (রহঃ)
(১০) তফসীরে বায়যাবী - আল্লামা বায়যাবী (রহঃ)
(১১) শরহে মাওয়াকেফ - আল্লামা যুরকানী (রহঃ)
(১২) মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া - আল্লামা যুরকানী (রহঃ)
(১৩) তফহীমাতে ইলাহীয়া - শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)
(১৪) আল কাওলুল জামীল - শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)
(১৫) হুসামুল হারামাইন - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(১৬) তমহীদে ইমান - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(১৭) ফাতাওয়া রেযবীয়া - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(১৮) আল মালফুয - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(১৯) সুবহানুস সুবুহ - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(২০) কাওকাবা শাহাবীয়া - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(২১) হাদায়েকে বখসীস - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(২২) তফসীরে নুরুল ইরফান - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(২৩) আহকামে শরীয়াত - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(২৪) ফাতাওয়া আফ্রিকা - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(২৫) খালেসুল এ'তেকাদ - মাওলানা আহমদ রেযা খান
(২৬) সীরাতে ইমাম আহমদ রেযা - -------------------
(২৭) ফায়সালা কুন মুনাযারা - মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ)
(২৮) শাহ ইসমাইল শহীদ আওর আহলে বিদ্আত কা ইলজামাত - মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ)
(২৯) আল ফুরকান - মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ)
(৩০) ফতহে বেরেলী দিলকাশ নায্যারা - মাওলানা মনযুর নুমানী (রহঃ)
(৩১) এফকারুল মুলহীদিন - আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ)
(৩২) আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ - খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)
(৩৩) বারাহীনে কাতিয়া - খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)
(৩৪) অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন - আল্লামা আজিজুল হক কাসেমী (দাঃবা)
(৩৫) রেযবিয়্যাত-বেরেলবীয়াত - মুফতী শামসুর রহমান কাসেমী (দাঃবা)
(৩৬) নঈ তকরীরেঁ - আহমদ ইয়ার খান নঈমী
(৩৭) বেরেলবীয়াত কা শিশমহল - মাওলানা তাহির হোসেন গয়াবী (দাঃবা)
(৩৮) লাতায়েফে দেওবন্দ - হাশমী মিঞা
(৩৯) কে ইমানদার ? - আবু তাহির আল কাদেরী

(৪০) ফাওয়ায়েদুস সালেকীন - খাজা মঈনুদ্দীন চিসতী (রহঃ)
(৪১) মিফতাহুল আশেকীন - চিরাগ দেহলবী (রহঃ)
(৪২) তাবলিগী জামাআতের গুপ্ত রহস্য - গোলাম ছামদানী রেজবী
(৪৩) মিশকাত শরীফ - আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীব তায়েবযী (রহঃ)
(৪৪) নাগমাতুর রুহ - আব্দুস সাত্তার রেযবী
(৪৫) তহযীরুন্নাস - মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ)
(৪৬) মুনাযারায়ে আজিবা - মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ)
(৪৭) তবলিগী জামাআত কা ফরেব - তুরাবুল হক কাদেরী
(৪৮) ইযাহুল বুখারী - মাওলানা ফখরুদ্দিন (রহঃ)
(৪৯) ফাতাওয়া রশীদিয়া - মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ)
(৫০) গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ - সেখ সাদী সিরাজী (রহঃ)
(৫১) তাকবিয়াতুল ইমান - শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ)
(৫২) তফসীরে হাক্কানী - ------------------------------
(৫৩) ইসলাম বিরোধী হইতে সাবধান - ফজলে করীম আশরফী
(৫৪) ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ - হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া
(৫৫) রওযুর রায়াহীন কবীর - সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)
(৫৬) সিরাতে মুস্তাকীম - সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ)
(৫৭) অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিৎনা - রবিউল ইসলাম কাদেরী
(৫৮) বুলগাতুল হায়রান - মাওলানা হোসেন আলী (রহঃ)
(৫৯) আনওয়ারে মাযাহিরীয়া - প্রফেসার ড. মাসউদ
(৬০) ফাতাওয়া মাযাহিরীয়া - প্রফেসার ড. মাসউদ
(৬১) ইনকেশাফে হক - খলীল আহমদ কাদেরী (রহঃ)
(৬২) তুহফাতুল আবরার - ইকবাল আহমদ কাদেরী
(৬৩) তুহফা কাদেরীয়া - মুহাম্মাদ আলম মুখতার হক
(৬৪) হযরত খাজা মুহাম্মাদ সুলাইমান তোনসবী আওর উনকে খুলাফা - মুহাম্মাদ আলম মুখতার হক
(৬৫) রাহতুল কুলুব - আবিদ নিজামী
(৬৬) তাযকিরা হযরত খাজা সুলাইমান তানসবী - --
(৬৭) সীরাতে আমীরে মিল্লাত - জামাআত আলী শাহ
(৬৮) মাসিক জালালিয়া - আশরাফ জালালী
(৬৯) হফতা আফতাব - গুলাম জাহানিয়া
(৭০) সুরুরুল কুলুব - নাকী আলী খান
(৭১) সীরাতে রসুলে আরাবী (সাঃ) - নুর বখস তোকলী
(৭২) আজমতো কা পাসবান - আব্দুল হাকিম কাদেরী
(৭৩) তাহকীকুল আকাবির - -----------------------
(৭৪) তাযকিরা মাশায়েখে নকসবন্দীয়া - নুর বখস তোকলী
(৭৫) জামালে করীম - হাফিয আহমদ বখস
(৭৬) খাতরাহ কি ঘন্টি - ড. তাহিরুল কাদেরী
(৭৭) ঢোল কি আওয়াজ - কামালুদ্দিন তোকলবী
(৭৮) আসসিহাবুস সাকিব - মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ)
(৭৯) গায়াতুল মামুল - আল্লামা বরজঙ্গী (রহঃ)

(৮০) তানবিরুল হাজ্জা - হাশমত আলী খান রেযবী
(৮১) তাযানুবু আহলে সুন্নত - হাশমত আলী খান রেযবী
(৮২) ফতোয়া মাদ্রাসা মঈমীয়া - নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী
(৮৩) আল বেরেলবীয়াত - এহসান এলাহী যহীর
(৮৪) হুসামুল হারামাইন কা তাহকিকী জায়যা - মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান (দাঃদা)
(৮৫) ফিরকা বেরেলবীয়াত কা তাহকিকী জায়যা - মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান (দাঃদা)
(৮৬) কানযুল ইমান কা তাহকিকী জায়যা - মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান (দাঃদা)
(৮৭) হযরত থানবী আওর আলা হযরত - আনিসুল হক কাসেমী
(৮৮) শরীয়াত ইয়া জেহালত - পালন হক্কানী (রহঃ)
(৮৯) মোতালা বেরেলবীয়াত (১ম থেকে ৮ম খন্ড) - আল্লামা ড. খালিদ মাহমুদ (দাঃবা)
(৯০) ইবারাতে আকাকির - মাওলানা মুহমম্মাদ সরফরাজ খান সফদর (রহঃ)
(৯১) তোহফা বেরেলবীয়াহ - মাওলানা মুতিউল হক
(৯২) গুস্তাখে রসুল কৌন ? - হাফিয মুহাম্মাদ ইকবাল
(৯৩) দেওবন্দী বেরেলবী ইখতিলাফ কয়্যা হ্যায় ? - শায়খ আব্দুল্লাহ
(৯৪) ফাজলে বরেরেলবী কে তারজুমায়ে কুরআন আওর ফিকহী মাকাম কি হাকীকত - শায়খ সৈয়দ হামিদ মিয়াঁ (রহঃ)
(৯৫) দেওবন্দীয়াত বেরেলবীয়া দালায়েল কে আইনে মে - মুফতী সোহাইবুল্লাহ খান মিফতাহী
(৯৬) দেওবন্দ সে বেরেলী তক - শায়খ আব্দুল আওসাফ রুমি
(৯৭) আলা হযরত আহমদ রেযা খান হায়াত আওর কারনামে - শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মাজাহিরী
(৯৮) বিদ্আত কি হাকীকত আওর উস কে আহকাম ও মাসায়েল - শায়খ মুহাম্মাদ ইকবাল কুরাইশী
(৯৯) The Brelwies and Ahmad Reza Khan - Muhammad Shakeel Khan
(১০০) A Gift for the Bralwiyah – Ali Hasan Khan